ককবরক
ককমা কৌতাল

রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা

উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার
আগরতলা

ককবরক

ককমা কীতাল

(আধুনিক ককবরক ব্যাকরণ)

রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা

উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র

ত্রিপুরা সরকার

আগরতলা

উৎসর্গ পত্র

"য়াফারমুঙ"

আনি অ বিজাব ককবরক ককমা সীয়লাংনাই

রাধামোহন ঠাকুরনি মুঙগীই য়াফারজাকখা।

কক য়াফাঙ

মৗচাঙ রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা বায় সৗয়জাক ‘ককবরক ককমা কৗতাল’ মুঙগৗই ককবরক ককমা বিজাব কাঙসা তিখলায়ৗই মানৗই চৗঙ বাইথাঙন খাতৗতৗঙ মা তঙগ। তামুঙগৗই হিনব’, ককবরকনি ককমাঅ অবতৗই দালবেরেম গৗরৗঙ কৗবাং বিজাব তাবুকব’ কারিজাকয়াখ’। ককবরক কক চৗনারিথানি, ফুভারথানি অবতৗই বিজাব বেলায়সি নাঙথায়। মৗচাঙ দেববর্মানি অ ককমা কৗতাল বিজাব আবতৗই সামুঙগ চুবাভানৗ হিনৗই আঙ খা খৗলায়’।

মৗচাঙ রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা সৗকাঙগ খরকসা রাজনীতি খৗলায়নাই তঙমানি। ব এ ডি সি নি আদঙ তেই ‘এক্‌জিকিউটিভ্’ আদঙ-ব অৗংগৗই ফায়খা। ব রাজনীতি খৗলায় ফুরুনি সিমি-ন’ কক আমা ককবরকনি হামারিনি বাগৗই সামুঙ তাঙগৗই ফায়খা। আফুরু ব ককবরক ম্যাগাজিন্-রগ’ কথমা বৗসা কৗবাংমা সৗয়খা। আবনি লগিঅ সৗয়খা ককতাং, ককলব আকরগ।

রাজনীতি য়াকারমা য়াগুল’ ব আগুলিনি ‘প্রগতি বিদ্যাভবন’ রৗঙনগ’ ফৗরৗঙনাইনি সামুঙগ বাইথাঙন বেদগ’। আফুরুনি সিমি ব ককবরক তেই বরক হুকুমু- তৗয়ৗই কৗতালখে সামুঙ চেঙগ। ব ককডানজৗয় তেই ককবরক বায় বিজাব মজম’ সৗয়খা। ককডানজৗয় [illegible]থানিব’ বিনি য়াক আসৗকন’ কুমুন। ব ত্রিপুরানি দফা কৗবাংখা লুকুনি বিসিং থানসা [illegible]মারিন’ কৗরাকখে তিসানা সামুঙগ চুবানা বাগৗই ‘ককবরক শিখুন’ মুঙগৗই বিজাব-ব কাঙসা সৗয়খা। ককবসঙ কায়সানি লুকু বায় তেই ককবসঙ কায়সানি লুকুরগ বৗখা খেঙগৗই ককলাম সালায়ৗই মানখে মুসুমুঙ, আলামুঙ খিতারজাগ’ তেই থানসা তঙলায়না হালকব’ বজাগ’। মৗচাঙ দেববর্মা আ বিজাব কারিউই আ সামুঙন তাঙখা।

ককবরক কাহামখে সৗরৗঙনাখে বিনি ককমা তঙনা নাঙগ। দাল গৗরৗঙ কৗবাং ককমা চিনি অ ‘ট্রাইবেল রিসার্চ’ নি তাবুকব’ কারিজাকয়াখ’। ককবরক কাহামখে সৗরৗঙথানি এবা ককবরকনি গৗরৗঙমারিই সই সই সিথানি অ ‘ককবরক ককমা কৗতাল’ লুকুরগন’ চুবাউানৗ হিনৗই আঙ খা চংগ।

পাইথাক

অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার,
আগরতলা।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং

১। প্রথম অধ্যায় ঃ

কক/ ভাষা, মানিকক/ মাতৃভাষা, ককমা/ ব্যাকরণ, খরাঙ/ ধ্বনি, সীয়থাই/ বর্ণ।

২। দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

ককথাই/ শব্দ, ককবীতাং/ বাক্য, সাজাকনাই তেই সাজাকমা/ উদ্দেশ্য ও বিধেয়, ককবীতাংনি দাল/ বাক্যের প্রকারভেদ (গঠন অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদ)।

৩। তৃতীয় অধ্যায় ঃ

বাক্যাংশ/ ককবকচ', মুঙ/ বিশেষ্য, সির/ লিঙ্গ, সীক/ বচন, মুঙস্লাই/ সর্বনাম, গরন/ বিশেষণ, গরনারি/ তুলনামূলক বিশেষণ, খীলায়/ ক্রিয়া, খরক/ পুরুষ।

৪। চতুর্থ অধ্যায় ঃ

খরাঙমানজু/ সন্ধি, উাখীলাই/ প্রত্যয়, উাসা/ উপসর্গ, খীলায় উাখ্লাইনি দাল/ কৃৎ প্রত্যয়ের প্রকারভেদ, ককথাই উাখীলাই/ তদ্ধিত প্রত্যয়।

৫। পঞ্চম অধ্যায় ঃ

হালকবনাই/ পদান্বয়ী অব্যয়, মানজুনাই/ সংযোজক অব্যয়, খা-পেরনাই/ ভাববাচক অব্যয়, ককথাই মানজু/ সমাস, ককলেনামারি/ যতি প্রকরণ বা ছেদবিধি।

৬। ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

তাঙহালক/ কারক, সিনিমারি/ বিভক্তি, ককহালক/ সম্বন্ধপদ, ককখুমুঙ/ সম্বোধনপদ, জরা/ কাল (tense)।

৭। সপ্তম অধ্যায় ঃ

খীলায়হালক/ বাচ্য, ককথাই সীলাইমুঙ/ পদ পরিবর্তন, ককসাফিলমুঙ/ উক্তি পরিবর্তন, ককমাঙফিল ককথাই/ বিপরীতার্থক শব্দ, ককথাই কীবাংন ককথাইসা বায়/ বহুপদের একপদীকরণ।

৮। অষ্টম অধ্যায় ঃ

বজর' ককথাই/ যুগ্ম শব্দ, খরাঙ ককথাই/ ধন্যাত্মক শব্দ, রীবায় ককথাই/ সমৃদ্ধ ককবরক শব্দ, খরাঙ সীলাইমুঙ, ককথাই জুদা/ ধ্বনি পরিবর্তন, শব্দ বিকৃতি।

৯। নবম অধ্যায় ঃ

ককথাই থানসা এবা ককথাই সলনকসা ককমাঙ জুদা/ সমোচ্চারিত বা প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ।

কক/ভাষা

পৃথিবীতে বুদ্ধি ও জ্ঞানে সর্বোত্তম জীব একমাত্র মানুষই পরস্পর বাক্ বিনিময়ের মাধ্যমে ভাব বিনিময় করতে সক্ষম। মানুষ তার মুখে উচ্চারিত ধ্বনি ও আওয়াজকে সাজিয়ে গুছিয়ে তার বিনিময়ের উপযোগী একরকম কথার সৃষ্টি করেন। বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত সেই অর্থপূর্ণ ধ্বনিই হলো শব্দ বা চলিত অর্থে কথা। মানব জাতি এই বাক্‌ধ্বনিটিকেই ভাব প্রকাশের উপযোগী করে তুলেন। এভাবেই সে কথা বলে এবং আপন মনোভাব অপরের নিকট ব্যক্ত করে। এক কথায়— বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত সেই সাংকেতিক ধ্বনি সমষ্টিই ভাষার আদিমতম রূপ। আর যে সব অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা কথার সাহায্যে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে বলে ভাষা। ককবরকে এটাকে বলে কক। যেহেতু মানুষের মুখের কথাকে অবলম্বন করে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে সেজন্য সংক্ষিপ্ত ভাবে বলা যায়— ভাষা বা কক হলো মানুষের বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত অর্থপূণ, বহুজনের বোধগম্যে সক্ষম ধ্বনি সমষ্টি।

সভ্যতার বিবর্তনের পথে ভাষা একটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। কারণ দৈনন্দিন জীবনে ভাষার ব্যবহার ব্যতীত বর্তমান সভ্য সমাজই অচল। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাপ্রকার চিন্তাভাবনা ভাষার মাধ্যমে চিরস্থায়িত্ব লাভ করে। পৃথিবীতে মানব জাতির বহু ভাষা আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— ভাষা অবতীর্ণ হয়েছে মানুষকে মানুষের সঙ্গে মেলাবার উদ্দেশ্যে। পৃথিবীতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাষা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিবেশে বিভিন্ন ভাষা গড়ে উঠে ও কালক্রমে এক-একটি ভাষার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়। পৃথিবীতে অনেক দেশ এবং ভাষাবংশের সংখ্যাও অনেক। ইংরেজরা ইংরেজীতে কথা বলে, বাংলা ভাষায় কথা বলে বাংলা ভাষা সম্প্রদায়ের লোক, অহমরা অসমীয়া ভাষায় কথা বলে, মণিপুরীদের ভাষা মণিপুরী, চাকমারা চাকমা ভাষায় কথা বলে। এ রাজ্যের আদিবাসী তিপ্রারা যে ভাষায় কথা বলে তা হলো ককবরক।

ককআমা/মাতৃভাষা

ত্রিপুরার বরক ভাষা বংশের লোক তিপ্রারা ককবরকে কথা বলে। কক হলো কথা এবং বরক হলো ভাষা সম্প্রদায় বা বরক ভাষা বংশ। তাই বরক ভাষা সম্প্রদায়ের কথিত ভাষা হলো ককবরক। জন্মের পরই বরক ভাষা সম্প্রদায়ের লোক তিপ্রারা মায়ের মুখে এই ভাষা শুনতে পায় এবং শিখে. এজন্য ককবরক তাদের মাতৃভাষা বা ককআমা। মানুষ তার মনের

সবরকম ভাব অতি সহজে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশ করে চরম তৃপ্তি লাভ করে। অন্য কোন ভাষার মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। অপর দশজনের কাছে সানন্দে মনের সমস্ত ভাব বা কথা ব্যক্ত করতে পারে আপন মাতৃভাষাতেই। তাতে সে চরম সুখ অনুভব করে। আবার জমে থাকা বুকের সুখ-দুঃখের সমস্ত কাহিনী অপরের নিকট ব্যক্ত করে সে নিজেকে অনেকখানি হাল্কা বোধ করে। তাই ককআমা হলো সমস্ত রকম দুঃখ-শোকের বিশল্যকরণী। এজন্য তিপ্রাদের কাছে ককবরক হলো প্রাণের ভাষা। ককবরকে যে কোন লোককে কথা বলতে শুনলেও তারা আনন্দ উপভোগ করে। যে ভাষাবংশে জন্ম, জন্মের পর মানুষ সাধারণতঃ বাড়ীর পরিবেশে অন্যদের মুখে সেই ভাষা শুনেও অতি সহজে আয়ত্ত করে। শেষে এটা তাদের মনের গভীরে প্রোথিত হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে। তাই বলা যায়— জীবনের প্রথম শেখা ভাষাটাকেই মাতৃভাষা বা ককআমা বলে।

সুত্র ঃ মানি বহকনি আচায়মা উল' সীকাঙ সীরীঙমা এবা সীরীঙ জাকনাই ককন' ন' ককআমা হীনু।

প্রত্যেক ভাষারই মৌখিক বা অলিখিত এবং সাহিত্য বা লিখিত এই দুটি রূপ থাকে। অবশ্য যে ভাষা লিখিত রূপে আত্মপ্রকাশই করেনি সেই ভাষায় লিখিত বা সাহিত্যরূপ থাকার কথা নয়। কথ্য বা অলিখিত রূপই তার একমাত্র সম্বল। ককবরকের কথ্য এবং লিখিত দুটো রূপই বর্তমান। সরকারী স্বীকৃতির অভাবে এটা দীর্ঘদিন অনাদৃত ও অবহেলিত ছিল। সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্তির পূর্বে এটা দৈনন্দিন জীবনের আচরণে ও মুখে মুখে এতোদিন ব্যবহৃত ও প্রচলিত হয়ে এসেছিল। কথ্য বা মুখের ভাষায় পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা, বাক্ বিনিময় ইত্যাদি চললেও এর ব্যবহার ছিল সীমিত। সেই লিখিত রূপের সাহায্যে স্থান এবং কালের ব্যবধান অতিক্রম করে আমরা আমাদের মনের ভাব জানা এবং অজানা অনেক লোকের নিকট পৌঁছাতে পারি। সুতরাং ভাষায় যে লিখিত রূপের সাহায্যে আমরা মনের ভাব অন্য বহুজনের কাছে স্থায়ীভাবে পৌঁছাতে পারি তাকে বলে লিখিত ভাষা অথবা ককবরকে সীয়জাক কক বলে।

সূত্র ঃ সীয়ীই খানি কক সাকীলাইমা এবা সাউই মানথকমা ককন' সীয়জাক কক হিনু।

খুকনি কক/মুখের কথা ও সীয়জাক কক/লেখ্যরূপের তুলনামূলক চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

মুখের কথা বা ভাষা/খুকনি কক	লিখিত ভাষা/সীয়জাক কক
১। কথ্যরূপ।	১। স্থায়ীরূপ।

২। বাচন নির্ভরতা	২। লিখন নির্ভরতা
৩। কাজ চালানোর জন্য।	৩। রস সৃষ্টির জন্য।
৪। ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ করে।	৪। সৃজনধর্মী ও সৌন্দর্য সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক।
৫। বর্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং শুধুমাত্র সামনাসামনি মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।	৫। সম্মুখে অনুপস্থিত ব্যক্তি এবং অনাগত দিনের লোকদের কাছে মনের ভাব, অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় চিন্তাধারা ইত্যাদি পৌঁছে দেওয়া যায়।
৬। দৈনন্দিন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সাধিত হয়।	৬। সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আগামী দিনের মানুষের জন্য আপন পরিচয় রেখে যায়।
৭। ক্ষণস্থায়ী ও নিয়ত পরিবর্তনশীল।	৭। কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম অবশ্যই পালনীয়। তাই স্থায়ী।

ব্যাকরণ/ককমা

মানুষ তার নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা, আবেগ-অনুভব, কল্পনা-সাধনা ও বক্তব্য বিষয় সবকিছুই ভাষার সাহায্যে প্রকাশ করে। মুখে কথা বলে বা লিখে সে এই ভাষা প্রকাশ করে। তাই বলা যায়— মনের ভাব প্রকাশ করার উদগ্র কামনার বাহন হচ্ছে ভাষা। সেই ভাষার সামগ্রিক উপাদানের বিচার-বিশ্লেষণ একান্তই অপরিহার্য। আবার ভাষার সাহায্যে প্রকাশিত সেই মনোভাবকে অবশ্যই শুদ্ধ হতে হবে। অর্থাৎ একটি ভাষায় কথা বলাটাই শেষ নয়, লেখার মধ্য দিয়ে মনের কথাগুলিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রকাশও করতে হবে। কারণ ব্যবহৃত সেই ভাষায় শব্দ, পদ ও বাক্য ব্যবহারের কতকগুলো নির্দিষ্ট রীতি বা নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। তাই সুন্দর, সুনিপুণ ও পরিপূর্ণ মনের ভাব প্রকাশের জন্য প্রয়োজন কতকগুলো নিয়ম বা পদ্ধতির। সেখানেই ব্যাকরণের আবির্ভাব। প্রত্যেক ভাষার পেছনে একটি নিয়ম-শৃঙ্খলা কাজ করে। এই শৃঙ্খলাই ব্যাকরণ।

নদীর স্রোতের মতো নিত্য বহমান একটি ভাষা কিভাবে গঠিত হয়েছে, এর নিয়মই বা

কি, সেটা আবিষ্কার করাই ব্যাকরণকারদের কাজ। সুতরাং ব্যাকরণ হলো ভাষা-বিজ্ঞান। একটি ভাষাকে বিশেষ বা সম্যকরূপে বিশ্লেষণ করাকেই ব্যাকরণ নামে অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ ব্যাকরণ এমন একটি বিদ্যা যা কোন একটি ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তার প্রকৃত স্বরূপটি তুলে ধরে। একটি ভাষার সৌন্দর্য-লাবণ্য এবং মাধুর্য ব্যাকরণের উপর নির্ভরশীল। ব্যাকরণই ভাষার সৌকুমার্য এবং শক্তিকে অতি রমণীয় করে তোলে। ব্যাকরণ ব্যতীত শুদ্ধ, সাবলীল ও স্পষ্টভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না এবং অতি দ্রুত যেকোন ভাষা আত্মস্থও করা যায় না। ব্যাকরণ ঘটিত সাধারণ ত্রুটিও যেকোন লেখার জৌলুস নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে— "যে বিদ্যার দ্বারা কোন ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয় এবং সেই ভাষার পঠনে-লিখনে ও কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে ভাষার ব্যাকরণ বলে।" সুতরাং পরিশেষে বলতে পারি— কোন ভাষা শুদ্ধভাবে বলতে ও লিখতে পারার বিদ্যা যে পুস্তকে পাওয়া যায় সেই পুস্তকই সেই ভাষার ককমা বা ব্যাকরণ। সব ভাষার ক্ষেত্রেই একটি নির্দিষ্ট নিয়মকানুন সম্বলিত ককমা বা ব্যাকরণের প্রয়োজন। সোজা ভাবে বলতে গেলে— যে পুস্তকে মনের ভাব শুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে প্রকাশক্ষম কতকগুলো নিয়মকানুনের উল্লেখ থাকে তাকে ব্যাকরণ বা ককমা বলে। আরো সহজভাবে বলা যায়— যে পুস্তক পাঠ করলে শুদ্ধভাবে সেই ভাষা বলতে, লিখতে ও পড়তে পারা যায়, তাকে ককমা বা ব্যাকরণ বলে।

(কাহামখে পরিউই মাননানি, সীয়াই মাননানি এবা সাউই মাননানি রাইদাগীনাঙ বিজাব এবা পুথিন হিনু ককমা।)

তেমনি যে পুস্তক পাঠ করলে শুদ্ধরূপে ককবরক বলতে, পড়তে বা লিখতে পারা যায় তাকে বলে ককবরক ককমা বা ককবরক ব্যাকরণ।

(কাহামখে ককবরক সাউই, সীয়াই এবা পরিউই মাননানি রাইদাগীনাঙ বিজাপ এবা পুথিন' ককবরক ককমা হিনু।)

ভাষা শিক্ষার কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। ককবরক ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও একটি উদ্দেশ্য আছে। ককবরক ভাষা শিক্ষার সহায়ক হিসাবে ককবরক ভাষার ব্যাকরণ পুস্তকের অপরিহার্যতার কথা অনস্বীকার্য। ককবরক ভাষী এবং নন-ককবরক ভাষীদের ককবরক শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিতৃপ্তি সাধন ও ককবরক ভাষার বিকাশের নিমিত্ত একখানি ককবরক ব্যাকরণ পুস্তকের একান্তই প্রয়োজন। বিশেষতঃ শুদ্ধভাবে ককবরক লিখতে পারা, সঠিকভাবে

বলতে পারা, সুন্দরভাবে বলতে পারা এবং শুনে বুঝতে পারার জন্যই ককবরক ককমা বা ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে।

খরাঙ/ধ্বনি

কথা বলার সময় মানুষের মুখ থেকে কতকগুলো আওয়াজ নির্গত হয়। মানুষের বাগযন্ত্র থেকে নিঃসৃত এই আওয়াজকেই ধ্বনি বলে। ফুসফুস থেকে বেরিয়ে এসে এই নিঃশ্বাস বায়ু কণ্ঠনালী থেকে ওষ্ঠের মধ্যে কোন না কোন জায়গায় বাধা পায়। বাধাপ্রাপ্ত এই নিঃশ্বাস বায়ুই ধ্বনির সৃষ্টি করে। মনের ভাব প্রকাশ করার জন্যেই মানুষ কথা বলে। কথা বলার জন্যই সে বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি সমষ্টি ব্যবহার করে। মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত এই ধ্বনি থেকেই ভাষার সৃষ্টি হয়। এই ভাষা আবার একদিকে অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টির সমন্বয়ে গঠিত কতকগুলো শব্দের সুশৃঙ্খল মিলনের ফসল। সুতরাং ধ্বনি বা আওয়াজ হলো শব্দের বিশ্লিষ্ট ভগ্নাংশ মাত্র।

সাধারণ অর্থে যে কোন আওয়াজকেই ধ্বনি হিসাবে অভিহিত করা হয়। কারণ কথা বলার সময় হরেক রকম ধ্বনিই আমাদের মুখ থেকে নির্গত হয়। কিন্তু যে কোন আওয়াজ বা ধ্বনিই ব্যাকরণে স্থানলাভে সমর্থ হয় না। ব্যাকরণে শুধুমাত্র অর্থযুক্ত ধ্বনিই আলোচিত হয়।

যে আওয়াজ মানুষের বাক্‌যন্ত্র যথা— কণ্ঠ, জিহ্বা, মূর্ধা ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত হয় তাই ধ্বনি বা খরাঙ।

(কক সাফুরু খুকতাই পেপ্লাই-ফায়মা পুঙমুঙন খরাঙ হিনু)।

আবার ধ্বনি চোখে দেখা যায় না; কিন্তু কানে শোনা যায়। লিখিত বর্ণের উচ্চারণ আমরা কানে শুনি। এই উচ্চারণই ধ্বনি।

ভাষায় ব্যবহারের জন্য মানুষের মুখ নিঃসৃত ধ্বনিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ (ক) স্বরধ্বনি (খ) ব্যঞ্জন ধ্বনি।

যে ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস প্রেরিত নিঃশ্বাস বায়ু বিনা বাধায় মুখ থেকে নির্গত হয় তাকে সারি-খরাঙ বা স্বরধ্বনি বলে।

আর যে ধ্বনির উচ্চারণে ফুসফুস প্রেরিত নিঃশ্বাস বায়ুর নির্গমনে মুখ-গহ্বরের যেকোন স্থানে বাধার সৃষ্টি হলে কাথা-খরাঙ বা ব্যঞ্জন ধ্বনির সৃষ্টি হয়।

সীয়থাই/বর্ণ

মানুষের মুখ নিঃসৃত আওয়াজ বা ধ্বনিকে লিখে প্রকাশ করার জন্য দরকার কতকগুলো সংকেত চিহ্ন বা প্রতীকের। এই সংকেত চিহ্ন বা প্রতীকী লেখ্যরূপ হলো সীয়থাই বা বর্ণ। ইংরেজীতে এটাকে বলে LETTER। অর্থাৎ এককথায় বলা যায়— বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির চিত্রিতরূপই হলো বর্ণ বা সীয়থাই। আমরা আমাদের কথাগুলোকে প্রকাশ করি কতকগুলো সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে। এক একটি চিহ্নের সাহায্যে আমরা এক একটি ধ্বনিকে ধরে রাখি। ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলোর স্থায়ীরূপ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। সে জন্যই বর্ণের সৃষ্টি। সেজন্য এক একটি ধ্বনির জন্য এক একটি বর্ণ সৃষ্টি করতে হয়েছে। তাছাড়া ধ্বনির লিখিতরূপ না থাকলে তার স্থায়ীত্ব থাকে না। তাই ধ্বনির লিখিত রূপ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীকই হচ্ছে বর্ণ। এককথায় বলা যায়— বর্ণ হচ্ছে ধ্বনির লিখিত রূপ। ভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যেকটি ধ্বনিকেই বর্ণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়।

বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির লেখ্যরূপ আমরা চোখে দেখি এবং তার সাংকেতিক অস্তিত্ব আছে। তাই আমরা বলতে পারি— বর্ণ হলো মানুষের মুখ নিঃসৃত, পৃথক ভাবে উচ্চারিত একটি ক্ষুদ্রতর আওয়াজ বা ধ্বনির দৃষ্টিগ্রাহ্য সুদর্শন লিখিত রূপ।

(খুকনি পেপ্লাই ফায়মা খরাঙন সীয়াই ফুনুকনা বাগাই সীয়জাক মারিন' সীয়থাই হিনু)।

এখনও পর্যন্ত ককবরকের নিজস্ব কোন লিপি আবিষ্কৃত হয়নি। সেজন্য কোন লিপিতে ককবরক লেখা হবে এ নিয়ে মতদ্বৈততা আছে। বহুদিন ধরে বিতর্কও চলছে। অনেকে বাংলা হরফের পক্ষে এবং অনেকে রোমান হরফের পক্ষে ওকালতি করেন। এ বিতর্ক চলতেই থাকবে। লিপি বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে, নিজস্ব লিপি না হওয়া পর্যন্ত বাংলা কিংবা রোমান যেকোন একটি লিপিতে ককবরকের সাহিত্য সৃষ্টির কাজ চলতে থাকুক। সাহিত্য সৃষ্টির কাজ সেজন্য ফেলে রাখা যায় না, অব্যাহত রাখতে হবে।

ত্রিপুরা সরকার ককবরক লেখার জন্য বাংলা লিপিকে স্বীকার করে নিয়েছেন। বাংলা লিপির মাধ্যমেই বর্তমানে সরকারী পর্যায়ে ককবরকের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন -প্রকাশনা এবং পত্রিকাসহ অন্যান্য প্রকাশনার যৎসামান্য কাজ চলছে। এ বিষয়টি ভেবেই ককবরকে বাংলা অক্ষরের ব্যবহার নিয়ে এখানে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্।

বাংলা লিপির সবগুলো বর্ণ ককবরক উচ্চারণে প্রযোজ্য নয়। তাই বাংলা লিপির সবগুলো

বর্ণ ককবরকের লেখ্যরূপদানে রাখারও কোন প্রয়োজন নেই। কিছু গ্রহণ- বর্জনের মাধ্যমে বাংলা লিপিকে ককবরকের জন্য গ্রহণ করাই বিধেয়। তবে এমন কিছু ককবরক ধ্বনি আছে যা বাংলা এবং রোমান কোন লিপির মাধ্যমেই তার লিখিত রূপ দেওয়া যায়না। এক্ষেত্রে কিছু নতুন বর্ণ সৃষ্টি করে নিতে হয়েছে।

বাংলা এবং ইংরেজীর ন্যায় ককবরকেও বর্ণগুলো দুই ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ (ক) সারিথাই/স্বরবর্ণ। (খ) কীথাথাই/ব্যঞ্জন বর্ণ।

ক) সারিথাই/স্বরবর্ণ

অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতীত যে সকল বর্ণ স্বাধীনভাবে উচ্চারিত হয় এবং উচ্চারণের অন্য বর্ণকেও সাহায্য করে তাকে বলে সারিথাই/স্বরবর্ণ।

(বয়ুনি চুবামুঙ নায়াউই সাক সাক পেপলাই মাননাই তেই কুবুনি সীয়থাইনব' পুঙথানি চুবাচুবাই মাননাই সীয়থাইন হীনু সারিথাই।)

বাংলার পাঁচটি বর্ণসহ ককবরকে স্বরবর্ণ/সারিথাই এর সংখ্যা সর্বমোট ছয়টি। যথা ঃ

অ, আ, ই

উ, এ, ঔ

এর মধ্যে 'ঔ' এই বর্ণটি নূতনভাবে তৈরী করে নিতে হয়েছে। এই বর্ণটি বাংলায় নেই। ককবরকে এমন একটি ধ্বনি আছে বাংলা বর্ণের সাহায্যে যার সঠিক উচ্চারণ আসে না। এই ধ্বনির সঠিক উচ্চারণের জন্য 'ঔ' এই বর্ণটিকে নেওয়া হয়েছে।

'ঔ' এই বর্ণের যোগে গঠিত কিছু শব্দ নিম্নরূপ ঃ

ঔংখা	- হয়েছে
ঔংথুন	- হওয়া বাঞ্ছনীয়
মৌতায়	- দেবতা
তৌক	- হাড়ি/পাতিল
সৌয়	- লেখা
কৌতাল	- নূতন
তৌয়	- জল ইত্যাদি।

সারিথাই/স্বরবর্ণের অপ্রাথমিক সহগ প্রতীক

ককবরকে এই ছয়টি সারিথাই/স্বরবর্ণের আবার প্রতিটিরই একটি করে ছয়টি অপ্রাথমিক সহগ প্রতীক আছে। এই চিহ্নগুলো হলো—

অ - এর চিহ্ন অ,
আ - এর চিহ্ন া
ই - এর চিহ্ন ি
উ - এর চিহ্ন ু
এ - এর চিহ্ন ে
ঔ - এর চিহ্ন ৌ

'অ' এই বর্ণের অন্য সহগ প্রতীকের ক্ষেত্রেই শুধু 'অ' এবং ',' এই দুটিকে ব্যবহার করা হয়। অন্য স্বরবর্ণগুলোর একটিই সহগ প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

এই অপ্রাথমিক সহগ চিহ্নগুলোর ব্যবহার নিম্নরূপ ঃ

স + অ	=	সঅ	থাং	=	থ +আ + ং
তর + অ	=	তব'	কিচিক	=	ক + ই + চ + ই + ক
থার + অ	=	থার'	কুচুক	=	ক + উ + চ + উ + ক
সি + অ	=	সিঅ	মেখেক	=	ম + এ + খ + এ + ক
থু + অ	=	থুঅ	কেফের	=	ক + এ + প + এ + র
রী + অ	=	রীঅ	কৌতাল	=	ক + ঔ + ত + আ + ল
মতম + অ	=	মতম'	সৌদী	=	স + ঔ + দ + ঔ
খার + অ	=	খার'	কৌফাক	=	ক + ঔ + ফ + আ + ক

খ) কৌথাথাই/ব্যঞ্জনবর্ণ

অন্য বর্ণের সাহায্য ব্যতিরেকে অর্থাৎ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া যে সকল বর্ণ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হতে পারে না তাদেরকে বলা হয় কৌথাথাই/ব্যঞ্জনবর্ণ। ব্যঞ্জন বর্ণগুলো উচ্চারণের জন্য স্বরবর্ণের সাহায্য একান্তই দরকার।

(বুয়ানি চুবাচু নায়াউই সাক সাক পেপলাই মানয়া সৌয়থাইন হীনু কৌথাথাই।)

ককবরকে ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা বাইশটি। এর মধ্যে একটি বাদে সবই বাংলা লিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র 'উা' এই বর্ণটিই প্রয়োজনে সৃষ্টি করতে হয়েছে।

ব্যঞ্জন বর্ণগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক, খ, গ, ঙ, চ, জ, ত, থ, দ, ন, প, ফ, ব, ম, র, ল, স, হ, য়, ং, ঁ, উা।

'উা' এই বর্ণটিও বাংলায় নেই। ককবরকে এমন একটি ধ্বনি আছে যার উচ্চারণ বাংলার একটি বর্ণের সাহায্যে করা সম্ভব নয়। সেই ধ্বনির প্রতিনিধি হিসাবে বাংলার উ— এর শেষে আ-কার বসিয়ে নূতন একটি বর্ণের সৃষ্টি করতে হয়েছে। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজীর WORD, WORK, POWER এর মতো। অর্থাৎ এই শব্দগুলোর প্রথম দুই বর্ণ ও POWER এর WER এর যা উচ্চারণ হয় তার মতো (WER, WA)। আবার বাংলায় পাওয়া, যাওয়া অর্থাৎ 'ওয়া' এর মতো।

'উা' এই বর্ণযোগে গঠিত কিছু ককবরক শব্দের উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ

উানা= চিন্তা, উা' = বাঁশ, উাহান = শূকরের মাংস। উালাঅ = কলহ, কুউার বড়/বিস্তৃত, উা = দাঁত ইত্যাদি।

গৃহীত বাংলা বর্ণগুলোর ককবরকে ব্যবহার বিষয়ে কিছু আলোকপাত ঃ ক) ই এবং য় এর ব্যবহার = উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রে 'ই' এবং নিম্নস্বরের ক্ষেত্রে 'য়' এর ব্যবহার করতে হবে। 'ই'কে উচ্চস্বরের প্রতীক এবং 'য়' কে নিম্ন বা লঘুস্বরের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

পায় =	ক্রয় করা		পাই	=	শেষ হওয়া
ফায়	=	আসা	ফাই	=	মচকানো
তীয়	=	জল	তীই	=	মিষ্ট হওয়া
বীতীয়	=	ঝোল	বীতীই	=	ডিম
খায়	=	ঘাই দেওয়া	খাই	=	কমানো
বলায়	=	দুজন মিলে বিছানো	বলাই	=	অহঙ্কার

খ) 'ঙ' এবং 'ং' এর ব্যবহার ও তথৈবচ। 'ং' এইটি উচ্চস্বরের প্রতীক এবং 'ঙ' লঘুস্বর বা নিম্নস্বরের প্রতীক।

ফুনুকমানি/উদাহরণঃ

নুখুঙ	=		পরিবার	নুখুং	= ঘরের ছাদ
থাঙ	=	বেঁচে থাক	থাং	=	যাওয়া
নীঙ	=	পান করা	নুং	=	ডাক দেওয়া ইত্যাদি।

স্মরণীয়ঃ বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে 'য়' কখনো শব্দের আদিতে বসে না বা শব্দের প্রথম অক্ষর হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু ককবরকের ক্ষেত্রে 'য়' বর্ণটি শব্দের আদিতেও ব্যবহৃত হয়। বাংলায় ং এবং ঙ এই দুটি বর্ণের মধ্যে ধ্বনিগত পার্থক্য নেই। তথাপি ককবরকে উচ্চ এবং নিম্নস্বরের পার্থক্য দেখানোর জন্যই দুটি বর্ণকে দু'ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

গ) কোনও ককবরক শব্দের শেষে শেষ বর্ণ ক হলে এবং এর সঙ্গে অ ধ্বনি যুক্ত হলে পরবর্তী শব্দে ক বর্ণটি লোপ পায় এবং ওই স্থানে একটি গ এর আগম ঘটে।

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

বুচুক + অ	=	বুচুগ'	মায়তীক + অ	=	মায়তীগ'
নক + অ	=	নগ'	পাইথাক + অ	=	পাইথাগ'
রুতুক + অ	=	রুতুগ'	মীয়তীক + অ	=	মীয়তীগ'

ঘ) আবার কোনও শব্দের শেষে প থাকলে এবং পরে অ ধ্বনি যুক্ত হলে পূর্ববর্তী প লোপ পেয়ে ব-তে পরিণত হয়। অর্থাৎ বাংলা বর্গের প্রথম বর্ণের হলে তৃতীয় বর্ণ হয়।

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

কাপ + অ	=	কাব'	বীচাপ + অ	=	বীচাব'
চীকাপ + অ	=	চীকাব'	খাক্লাপ + অ	=	খাক্লাব'
ককলপ + অ	=	ককলব'	য়াকীলাপ + অ	=	য়াকীলাব' ইত্যাদি।

ঙ) পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অ এর অপ্রাথমিক সহগ চিহ্ন হিসাবে ',' চিহ্নটিকে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই চিহ্নের সাহায্যেই অনেক ক্ষেত্রে অ এর উপস্থিতি বুঝানো হয়।

ব্যঞ্জনবর্ণগুলো উচ্চারণের সময় ককবরকে প্রায় ক্ষেত্রেই 'অ' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। এক্ষেত্রে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ বা ধাতুর শেষে (') এই চিহ্ন ব্যবহার করে 'অ' এর উপস্থিতি বোঝানো হয়। এই 'অ' ধ্বনি ছাড়া অন্য ধ্বনি তাও অন্য ধ্বনি বা বর্ণের সহগ চিহ্নের সাহায্যে দেখানো হয়।

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

খ + আ = *, ম + ই = মি, চ +উ = চু খ + এ = খে ক + ঔ = কৌ ইত্যাদি।

আবার কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্রে এই 'অ' ধ্বনির অপ্রাথমিক চিহ্ন অর্থাৎ ',' এই প্রতীকটিকে ব্যবহার করে 'অ' এর উপস্থিতি বোঝানো হয়।

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

হিম'	=	হাঁটে	নুগ'	=	দেখে
লগ'	=	লম্বা/লম্বা হয়	তর'	=	বড়/বড় হয়
ফায়'	=	আসে	বাথাগ'	=	থামে/বিশ্রাম করে।
রহর'	=	প্রেরণ করে	আচুগ'	=	বসে
সীয়'	=	লেখে	তান'	=	কাটে

তবে যেসব পদের শেষে ঙগ অথবা ংগ থাকবে সেগুলোর শেষ বর্ণ 'গ' এর শেষে ',' এই চিহ্ন থাকবে না।

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

থাংগ	=	যায়/যাই	সীংগ	=	জিজ্ঞাসা করে
থাঙগ	=	বাঁচে	সীঙগ	=	টাঙগায়
তঙগ	=	আছে/থাকে	পুঙগ	=	বাজে/ডাকে
চীংগ	=	জ্বল জ্বল করে	রুংগ	=	বোঝাই করে
থীঙগ	=	খেলে			

তেমনি যে সমস্ত ক্ষেত্রে ই ব্যবহৃত হয়, এর পূর্ববর্তী বর্ণ যদি ব্যঞ্জন বর্ণ হয় তবে উচ্চ স্বরযুক্ত বর্ণের পর (,) এই চিহ্ন বসবে না।

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

নায়থক	=	সুন্দর,	চাইতক	=	চেষ্টা	মায়কতক	= ধানের ছড়ির পরবর্তী অংশ
খীলয়	=	করে				সীইকবর	= পাগলা কুকুর ইত্যাদি

এখানে থ, ক, ক, ত, য় ইত্যাদি বর্ণের পর (') এই চিহ্ন দেওয়া হয়নি। কারণ এই বর্ণগুলোর

পূর্বে য় অথবা 'ই' আছে।

আবার কোনও ককবরক শব্দের শেষে অ-কার, আ-কার, ই-কার, উ-কার এ-কার, ঐ-কার ইত্যাদি থাকলে এবং এগুলোর পর 'অ' ধ্বনি যুক্ত হলে এই অ ধ্বনির উপস্থিতি বোঝানোর জন্য ',' এই চিহ্ন যুক্ত হবে না। তখন 'অ' এই স্বরবর্ণ প্রয়োগ করেই অ ধ্বনির উপস্থিতি বোঝাতে হবে অর্থাৎ স্বরান্ত শব্দের পর 'অ' বসে।

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

স + অ = সঅ = টানে

কা + অ = কাঅ = উঠে

সি + অ = সিঅ = জানে

থু + অ = থুঅ = ঘুমায়

সে + অ = সেঅ = পদক্ষেপ নেয়

রি + অ = রিঅ = দেয় ইত্যাদি।

চ) ককবরকে ভিন্ন অর্থবাহী এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলোর উচ্চাররে উচ্চ ও নিম্নস্তর ভিন্ন অন্য কোথাও পার্থক্য নেই। উচ্চ এবং লঘুস্বরের উপস্থিতিই শুধুমাত্র লক্ষণীয়। আবার অর্থগত ভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত। এসব ক্ষেত্রে অন্য কোন চিহ্ন ব্যবহার না করে বাক্যের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে যথার্থ অর্থ জেনে নিতে হবে।

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

উচ্চস্বর	**নিম্নস্বর**
বারা = অতিরিক্ত	বারা = খাটো
বির = ভিক্ষা করা	বির = উড়ে যাওয়া
বুখুক = মুখ	বুখুক = বোন
চিনি = চিনি (sugar)	চিনি = আমাদের
চুক = কাজে লাগা	চুক = উচ্চতা

জ) প্রয়োজনে ককবরকে যুক্তবর্ণের ব্যবহার করতে হবে।

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

ব্রীয় = মেয়ে/মহিলা

খীনা = শ্রবণ করা

থাংগীলাক = সম্ভবতঃ যাবেনা

সীনাম = তৈরী/গঠন করা ইত্যাদি

ককথাই/শব্দ

ধ্বনির মূল উৎস হলো কণ্ঠ। সেই কণ্ঠ থেকেই বেরিয়ে আসে টুকরো টুকরো ধ্বনি। সেই ধ্বনির লিখিত রূপ হলো বর্ণ। সেটাই ভাষার সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম লিখিত রূপ বা চিহ্ন। আর শব্দ বা ককথাই হলো কণ্ঠ নির্গত সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বনির লিখিত সংকেত বা চিহ্ন সমূহের সমষ্টিগত রূপ। কিন্তু সেই সমষ্টিগত চিহ্নকে অবশ্যই অর্থযুক্ত হতে হবে। এর সাহায্যে কোন অর্থ প্রকাশ পেলেই তাকে শব্দ বলা হবে, নতুবা নয়। কারণ অর্থবিহীন ধ্বনি সমষ্টি কখনও শব্দের মর্যাদা লাভ করে না। অর্থাৎ শব্দ হলো কিছু ধ্বনির সমষ্টি। সেই ধ্বনি বা আওয়াজের অর্থ হলেই শব্দের সৃষ্টি হয়।

তাহলে আমরা বলতে পারি— এক বা একাধিক বর্ণ মিলিত হয়ে বা পাশাপাশি বসে কোন অর্থ প্রকাশ করলে তাকে ককথাই বা শব্দ বলা হয়। এক বা একাধিক বর্ণের সুষ্ঠু প্রয়োগে একটি অর্থপূর্ণ কথা বেরিয়ে আসে। সেই অর্থপূর্ণ কথাই ককথাই বা শব্দ।

(থাইসা এবা থাইসানি কীবাং সীয়থাই থানসা ঔংগাঁই থাইসাসীকন' য়াসি সুরখে বন' ককথাই হীনু)

ফুনুকমারিঃ

খুম = ফুল, নক = ঘর, লামা = পথ/রাস্তা, খরক = মাথা, মকল = চোখ ইত্যাদি। এই শব্দগুলির প্রত্যেকটিতেই কয়েকটি বর্ণের সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটেছে এবং তাতে এক-একটি অর্থপূর্ণ কথা বেরিয়ে এসেছে।

ককবীতাং/বাক্য

শব্দ গেঁথে আমরা কথা বলি। কথা বলার সময় বা সেই কথাকে লিখে প্রকাশ করার সময় আমরা কতকগুলো অর্থপূর্ণ শব্দ একসঙ্গে ব্যবহার করি। এই শব্দগুলোর প্রত্যেকটিই একটির সঙ্গে অপরটির অর্থ-সম্পর্ক থাকতে হবে। আবার শব্দ সমষ্টিকে সম্পূর্ণভাবে মনের ভাব প্রকাশে সক্ষমও হতে হবে। এরকম শব্দ সমষ্টিই হচ্ছে বাক্য। শব্দ সমষ্টি ত্রুটিপূর্ণ ও সঙ্গত অর্থ প্রকাশের জন্যই বাক্যের অন্তর্গত পদগুলো পরস্পরের সঙ্গে অর্থ সম্পর্কযুক্ত হয়। তাই এলোমেলো পদ সমষ্টি নয়, মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজন একটি সুসজ্জিত পদসমষ্টির। সেই সুসজ্জিত পদ সমষ্টিই বাক্যের মর্যাদা লাভে সমর্থ হয়।

তাই বলব— পরস্পর অর্থ সম্পর্কযুক্ত কতকগুলো পদ মিলিত হয়ে মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করলে সেই সুসজ্জিত পদ সমষ্টিকে ককবীতাং বা বাক্য বলা হয়।

ফুনুকমারি/ডদাহরণঃ

আঙ মায় চাঅ = আমি ভাই খাই। ব তীয় নীঙগ = সে জল পান করে। নিনি মুঙ তাম' = তোমার নাম কি? নীঙ খীনা আগুলিঅ থাংনাইদে = তুমি কি আগামীকাল আগরতলায় যাবে? তিনি বেলাই কুতুং = আজ খুব গরম।

এই উদাহরণগুলোর পদসমূহ পরস্পর অর্থ সম্পর্কযুক্ত এবং বাক্যগুলোর বক্তব্য বা ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে বলেই বাক্যসমূহ সার্থক বাক্যরূপে গৃহীত হয়েছে।

আবার দেখা যাক্— ফুঙ দিবর' সাল হাব' = সকালবেলায় সূর্য অস্ত যায়। এই বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোর অর্থ সঙ্গতি নেই। এর সমষ্টিগত অর্থ যা বলতে চেয়েছে— তা অবাস্তব এবং অসম্ভব। তাই এটি বাক্য নয়। কারণ সকালবেলায় সূর্য অস্ত যায় না ; উদিত হয়। পদ সমষ্টিকে বাক্যের গুণ লাভ করার জন্য যে অর্থসঙ্গতি থাকা প্রয়োজন ছিল, এখানে তা অনুপস্থিত। আবার নরগ মিয়া গাতিঅ = তোমরা গতকাল ঘাটে। এর দ্বারা কোনও ভাব প্রকাশ পায়নি। এরপরও আরো কিছু জানার আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। অর্থাৎ বাক্যের এই পদসমষ্টির দ্বারা শ্রোতার আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করেনি। তাই এই বাক্যটি বাক্য নয়। আবার দেখা যাক— কৌচাং ফুঙগ চায়া আঙ মায় হরনি = ঠাণ্ডা সকালে খাইনা আমি ভাত রাত্রিবেলার। বাক্যটি মোটেই অর্থবহ হয়নি। এর অন্তর্গত পদগুলোকে যথাযথ স্থানে বসানো হয়নি বলেই তাদের সমষ্টিগত অর্থ পরিস্ফুট হয়নি এবং ভাববোধও জন্মেনি। কিন্তু যদি এভাবে সাজিয়ে বলা হয়— আঙ ফুঙগ হরনি মায় কৌচাং চায়া = আমি সকালে রাত্রিবেলার ঠাণ্ডা ভাত খায় না। তাহলেই এটা অর্থবহ হবে, সঠিক ভাব প্রকাশ পাবে। সুতরাং এই প্রচ্ছদে প্রদত্ত তিনটি বাক্যই ত্রুটিপূর্ণ। কোনটিই ত্রুটিমুক্ত নয়। এদের দ্বারা কোন সঠিক বক্তব্য বা ভাব প্রকাশ পায় না। তাই এগুলো বাক্যের পর্যায়ভুক্ত নয়।

(ককথাইরগ থানসা ঔংগৌই খাপাঙনি কক স্রাই স্রাইখে সাখে বন' ককবীতাং হীনু।)

বাংলা এবং ইংরেজীর ন্যায় ককবরকেও বাক্য গঠনের কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি আছে।

ক) একটি ককবরক বাক্যে কর্তৃ, কর্ম এবং ক্রিয়া — এই তিনটি পদ অবস্থান করে।

খ) বাক্যগুলোতে প্রথমে কর্তৃপদ, মাঝে কর্মপদ এবং সবশেষে ক্রিয়াপদ বসে।

ককবরকে কর্তৃপক্ষ বা কর্তাকে তাঙফাঙ, কর্মপদকে তাঙজাকনাই এবং ক্রিয়াপদকে খীলায় বলে। ককবরক বাক্যে এই তিনটি পদ একান্ত অপরিহার্য।

(ককবরক ককবীতাং তাংসাঅ তাঙফাঙ, তাঙজাকনাই তেই খীলায় নাঙগ।)

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

১) আঙ তীয় খগ' = আমি জল তুলি। ২) খাজা খুম খলু = খাজা ফুল তুলে। ৩) চেরায়রগ দু-দু থীঙগ = ছেলেরা কাবাডি খেলে।

উপরের প্রত্যেকটি বাক্যেই যথাক্রমে কর্তৃ, কর্ম এবং ক্রিয়াপদ নিয়মানুযায়ী যথাস্থানে বসেছে। একটি সহজ নিয়মের দ্বারা কর্তা এবং কর্ম এ দুটি পদের চিহ্নিতকরণ সম্ভব। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদকে ভিত্তি করে সাব', তাম', বর' ইত্যাদি প্রশ্নের দ্বারা এর অন্তর্ভুক্ত কর্তা এবং কর্ম এই দুটি পদকে বের করা যায়।

ফুনুকমারি ঃ

১) দুকমালি মায় রাঅ (দুকমালি ধান কাটে। ২) সিনজি ফুতলাবায় থীঙগ = সিনজি পুতুল দিয়ে খেলে। ৩) মুসুক দেগা বকরঙ পাকগ' = ষাঁড় শিং নাড়ে। ৫) আফা বুয়নি কামিঅ থাংগ = বাবা অন্যের বাড়ীতে যান।

বাক্যগুলোর প্রত্যেকটিতে সাব', তাম', বর' অর্থাৎ কি এবং কোথায় এই প্রশ্নবোধক পদসমূহের দ্বারা প্রশ্ন করলে বাক্যের অন্তর্গত কর্তৃ এবং কর্মপদগুলো অতি সহজেই পাওয়া যাবে।

বাক্যের আয়তন বড়ও হতে পারে, ছোটও হতে পারে। ছোট বাক্য গঠনে যেমন কোন অসুবিধা নেই, আবার দীর্ঘ হলেও কোন অসুবিধার কারণ ঘটে না। অর্থবোধক একটি মাত্র শব্দের দ্বারাও কখনও কখনও বাক্য গঠিত হয়। যেমন কোন একজন লোক 'বল খেলছে'। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো— নীঙ তাম' থীঙ বা তুমি কি খেলছ? লোকটি উত্তরে বলল— বল। বল— এই একটি মাত্র শব্দের দ্বারাই লোকটি তার প্রশ্নের জবাব দিয়েছে। তবে একটিমাত্র শব্দের দ্বারা যে বাক্য গড়ে উঠে তা সংলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এ কথা সবসময় মনে রাখতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে সেগুলোকে বাক্য আখ্যা দেওয়া যায় না। এসব একটি মাত্র পদের দ্বারা গঠিত সংলাপমূলক বাক্যে কখনও কর্তা, কর্ম এবং ক্রিয়াপদ এই তিনটির যেকোন একটি অনুপস্থিত বা উহ্য থাকতে পারে।

সাজাকনাই তেই সাজাকমা/উদ্দেশ্য ও বিধেয়

প্রত্যেক বাক্যের দুটি প্রধান অংশ থাকে। একটি সাজাকনাই বা উদ্দেশ্য এবং অপরটি সাজাকমা বা বিধেয়। কোন ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী ইত্যাদি বিষয়ে কিছু বলা বাক্যের প্রধান লক্ষ্য।

বাক্যের যে অংশে কারও সম্পর্কে বা যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হত তাকে সাজাকনাই বা

উদ্দেশ্য বলা হয়।

(খরক, লাংমা, মানীয় এবা কীথাঙন রীগীই মুংসাসীক সাজাকখে বন' হীনু সাজাকনাই।)

আর সাজাকনাই সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তাকে সাজাকমা বা বিধেয় বলে।

(সাজাকনাইন রীগীই ককলাম অীংমারগন' হীনু সাজাকমা)

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

সাজাকনাই/উদ্দেশ্য	সাজাকমা/বিধেয়
খানদায় রীঙনগ'	থাংগ
খানদায়	বিদ্যালয়ে যায়।
চুমুই	মীতায় বগ'
চুমুই	পূজো দেয়
মা-ফা কীরীই সামসতা	কাবীই তঙগ
পিতৃ-মাতৃহীন সামসভা	কাঁদছে

এই বাক্যগুলোর প্রথম অংশ সাজাকনাই বা উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় অংশ সাজাকমা বা বিধেয়। প্রথম অংশে খানদায়, চুমুই এবং মা-ফা কীরীই সামসতা হচ্ছে উদ্দেশ্য ও সাজাকনাই। আবার উদ্দেশ্য অংশের প্রধান পদ হচ্ছে খানদায়, চুমুই এবং সামসতা। কারণ বাক্যগুলোতে এদের বিষয়ে কিছু বলা হয়েছে।

সাজাকনাই অংশের প্রধান পদকে বলে সাজাকনাই ককথাই বা উদ্দেশ্যপদ। এটাই হলো বাক্যের কর্তা বা তাঙফাঙ। আর সাজাকমা অংশের প্রধান পদকে সাজাকমা খীলায় বা বিধেয় ক্রিয়া বলে। এই সাজাকমা খীলায়ই হলো মীথাকনাই খীলায় বা সমাপিকা ক্রিয়া। সুতরাং বলা যায়— সাজাকনাই বা উদ্দেশ্য অংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ হলো তাঙফাঙ বা কর্তা এবং সাজাকমা বা বিধেণ অংশের গুরুত্বপূর্ণ পদ হলো তার মীথাকনাই খীলায় বা সমাপিকা ক্রিয়া।

ককরবক বাক্যে উদ্দেশ্য পদ বা সাজাকনাই ককথাই অনেক সময় উহ্য থাকে। এক্ষেত্রে কর্তা বা তাঙফাঙকেই বুঝতে হবে। উহ্য থাকলেও তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

যেমন ঃ ক) হুগ' থাংদি = জুমে যাও। ২) তাম' থীঙলায় = কি খেলছ? ৩) বর' থাং সা? = কোথায় যাও? ইত্যাদি। উপরোক্ত বাক্যগুলোতে সাজাকনাই ককথাই অর্থাৎ উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্য পদ উহ্য রয়েছে। এখানে নীঙ/তুমি, নরগ/তোমরা, নীঙ/তুমি ইত্যাদি পদগুলো যথাক্রমে উহ্য রয়েছে।

শেষে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়— বাক্যের দুটি অংশ।

১। সাজাকনাই/উদ্দেশ্য
এই অংশের প্রধান পদকে বলে—
সাজাকনাই ককথাই বা উদ্দেশ্য পদ।
বাক্যের কর্তা বা তাঙফাঙ
গুরুত্বপূর্ণ পদ নামপদ।
অনেক সময় সাজাকনাই ককথাই উহ্য থাকে।

২। সাজাকমা/বিধেয়
সাজাকমা অংশের প্রধান পদকে
বলে সাজাকমা খীলায় বা বিধেয় ক্রিয়া।
বাক্যের মীথাকনায় খীলায় বা সমাপিকা ক্রিয়া।
গুরুত্বপূর্ণ পদ ক্রিয়াপদ।

ককবীতাংনি দাল/বাক্যের প্রকারভেদ

অর্থ ও গঠন অনুসারে ককবরক বাক্য বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। অর্থ অনুসারে ককবরক ককবীতাংকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১) উক্তিমূলক বাক্য/সাকৌলাইমুঙ ককবীতাং ২) প্রশ্নবোধক বাক্য/সীংমুঙ ককবীতাং ৩) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য/দাগিমুঙ ককবীতাং ৪) প্রার্থনাসূচক বা ইচ্ছামূলক বাক্য/সুরিমুঙ এবা মুচুঙমুঙ ককবীতাং ৫) বিস্ময়সূচক বাক্য/মৌলাঙ ককবীতাং।

সাকৌলাইমুঙ ককবীতাং/উক্তিমূলক বাক্য

কোন ঘটনা বা বিবৃতি থাকলে সেই বাক্যকে সাকৌলাইমুঙ ককবীতাং বা উক্তিমূলক বাক্য বলে। সাকৌলাইমুঙ ককবীতাং এর বক্তব্যগুলো বিবৃতি আকারে রাখা হয়।

(সৌরাই-সৌরাইখে সাজাকমান' সাকৌলাইমুঙ ককবীতাং হীনু।)

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

১। বরগ অর' ফায়লায়খা= তারা এখানে এসেছে। ২) দুকমালি খা রিই সামুঙ তাঙগ = দুকমালি মনোযোগ সহকারে কাজ করে। ৩) খুমতয়া নি সাগ হাময়া = খুমতয়ার শরীর সুস্থ নয়। উপরোক্ত বাক্যগুলো সবই সাকৌলাইমুঙ ককবীতাং বা উক্তিমূলক বাক্য। কেননা এর বক্তব্য বিষয়গুলো বিবৃতি আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

সাকৌলাইমুঙ ককবীতাং আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ ১) 'ই'-ককবীতাং বা হ্যাঁ বাচক বাক্য। ২) ইঁহি ককবীতাং = না বাচক বাক্য। কোন কিছু স্বীকার করা অর্থে ই ককবীতাং বা হ্যাঁ বাচক বাক্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কোন ঘটনা বা ভাব বিবৃতির মাধ্যমে স্বীকার করে

নেওয়া হলে সেই বাক্যটি হ্যাঁ বাচক বাক্যে পরিণত হয়। ককবরক বাক্যে ধাতুর শেষে অ, খা, নাই, আনী এই অংশগুলো যুক্ত হলে কোন ঘটনা ও ভাবের স্বীকৃতি বা প্রতিষ্ঠা বোঝায়। তাই যে ককবরক বাক্যে ক্রিয়াপদের শেষে অ, খা, নাই, আনী ইত্যাদি অংশগুলো যুক্ত থাকে বা যুক্ত হয় তাকে হ্যাঁ বাচক বা ইঁ ককবীতাং বলে।

(ইঁ ককবীতাংনি মারিরগ - অ, খা, নাই, আনী, অ ককবকচ' রগ তঙখে ইঁ ককবীতাং হিন - জাগু।)

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

১) আঙ মিয়া ফায়খা = আমি গতকাল এলাম। ২) আঙ আগুলিঅ থাংখা = আমি আগরতলায় গিয়েছি। ৩) ব মায় চাঅ = সে ভাত খায়। ৪) মনিরাম থাংগানী = মনিরাম যাবে। ৫) ব থাংনাই = সে যাবে ইত্যাদি।

ইঁহি ককবীতাং/না বাচক বাক্য

কোন কিছু অস্বীকার করার অর্থে ইঁহি ককবীতাং বা নঞর্থক বাক্য প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ কোন ঘটনা বা ভাব বিবৃতির মাধ্যমে অস্বীকার করা হলে বাক্যটি ইঁহি ককবীতাং বা নঞর্থক বাক্যে পরিণত হয়। ককবরক বাক্যের ধাতুর শেষে য়া, গ্লাক, লিয়া, য়াখু, য়ানা, নিয়া ইত্যাদি অংশ যুক্ত হলে এবং বাক্যে তা, কীরাই ইত্যাদি প্রয়োগ হলে কোন ঘটনা বা ভাবের অস্বীকৃতি বুঝানো হয়। তাই যে ককবরক বাক্যে ধাতুর শেষে উপরোক্ত ধ্বনিগুচ্ছ যুক্ত থাকে বা যুক্ত হয় এবং ব্যবহৃত হয় তাকে ইঁহি ককবীতাং বা নঞর্থক বাক্য বলে।

(ইঁহি ককবীতাং মারিরগ য়া, য়ানা, য়াখু, নিয়া, লিয়া, লিয়ানা, তা, কীরাই অ ককবকচ' রগ তঙখে ইঁহি ককবীতাং হীনজাগ'।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

১) আঙ বল থীঙয়া = আমি বল খেলিনা। ২) ব চা-গীলাক = সে খাবেনা (অনিশ্চয়তা অর্থে)। ৩) নরগ তিনি তা থাংদি = তোমরা আজ যেওনা। ৪) আনি সলাঅ লেপসা রাঙ কীরাই = আমার পকেটে একটি পয়সাও নেই। ৫) আঙ মায় চায়াখু = আমি এখনও ভাত খাইনি। ৬) ব মীতায়নি থালিক চা-য়ানা = সে পূজার কলা খায়নি (অনিশ্চয়তা অর্থে)। ৭) ব থাংলিয়া = সে যায় নি। ৮) ব থীঙলিয়ানা = সে হয়তো খেলে নাই। ৯) নরগ থাংলায়দি, আঙ থাংলিয়া = তোমরা যাও, আমি আর যাই না।

উপরোক্ত বাক্যগুলো ইঁহি ককবীতাং বা নঞর্থক বাক্যের উদাহরণ। ককবরকে নঞর্থক বাক্য গঠনের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। ধাতু বা ক্রিয়ার মূল অংশের সাথে য়া ধ্বনি যোগ করে বর্তমান কালবাচক ইঁহি ককবীতাং বা নঞর্থক বাক্য গঠন করা যায়। তবে 'য়া' যুক্ত পদে বর্তমান কালের চিহ্ন অ বা উ-কার বসবে না।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

১) খুমপুয় উাহান চায়া = খুমপুয় শূকরের মাংস খায়না। ২) ব চুউাক নীঙয়া = সে মদ পান করে না। দুকমালি সামুঙ তাঙয়া = দুকমালি কাজ করে না।

আবার সময় বা কালজ্ঞাপক পদ থাকলে অতীতকালের বাক্যের ক্রিয়াপদ অন্তে 'য়া' বসিয়ে নঞর্থক বাক্য গঠন করা যায়। 'য়া'-অন্তে অতীতকালবাচক চিহ্ন আর বসে না। যেমন ঃ ১) খুমতয়া মিয়া খুমুলীঙগ থাংয়া = খুমতয়া গতকাল খুমুলীঙগে যায় নি। ২) আঙ ঔসকাঙগ মুই চংথানি থাংয়া = আমি গত পরশুদিন পশু শিকারে যায়নি। ৩) ব সেমানি সিমি রীঙনগ' থাংয়া = সে গত বৎসর থেকে বিদ্যালয়ে যায় নি।

২। আবার সম্ভবতঃ বা অনিশ্চয়তা অর্থে শুধুমাত্র অতীত কালবাচক ককবরক বাক্যের ক্রিয়াপদের শেষে 'য়ানা' ধ্বনিগুচ্ছ যুক্ত হয়। অর্থাৎ ক্রিয়াপদের শেষে 'য়ানা' যুক্ত হয়ে অতীকালের না-বোধক বাক্য গঠন করে। উদাহরণ বা ফুনুকমারি ঃ

১) খুমজারতি মীতায়নি বাতাসা চা-য়ানা = খুমজারতি পূজার বাতাসা খায়নি। (সম্ভবতঃ অর্থে)। ২) বরগ আবতাই সামুঙ সিতরা তাঙয়ানা = তারা হয়তো সেরূপ অন্যায় কাজ করে নাই। ৩) ব নন' আ কক সা-য়ানা = সে হয়তো তোমাকে এ কথা বলে নাই।

৩। আবার 'য়াখু' এই অংশটিকে মূল ক্রিয়াপদের শেষে বসিয়েও অতীতকালের নঞর্থক বাক্য গঠন করা যায়। ফুনুকমারি ঃ

১) য়াম্রক হুগ' থাংয়াখু = য়াম্রক (এখনও) জুমে যায় নি। ২) দা কতর তাবুকব' মায় চা-য়াখ্ = বড়দা এখনও ভাত খায়নি। ৩) দাবুরা চুউাক চেঙয়াখু = দাদু (এখনও) মদ খাওয়া শুরু করেনি।

৪) ক্রিয়াপদের শেষে 'লিয়া' যোগ করে অতীত কালবাচক নঞর্থক বাক্য গঠন করা যায়।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

১) মীলাঙ থাংলিয়া = মীলাঙ যায়নাই। ২) চীঙ তাস থীঙলিয়া = আমরা তাস খেলিনাই

৩) বিনি কক খুনজুঅ হাপলিয়া = তার কথা আর শুনতে কানে ঢুকে নাই।

৫। অনিশ্চয়তা অর্থে 'নিয়া' প্রত্যয়টি ক্রিয়াপদ বা ধাতু অন্তে যুক্ত হয়ে ভবিষ্যৎ কালবাচক নঞর্থক বাক্য গঠন করে। কিন্তু তাতে ভবিষ্যকালের চিহ্ন 'নাই' বা 'আনী' যুক্ত থাকে না।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

১) ব খালি হুক খীলায়নিয়া = সে আগামী বার জুম চাষ করবে না। ২) হানকজীক খীনা আবুল সুথানি থাংনিয়া = ছোট বোন হয়তো আগামীকাল অন্নপ্রাশনে যাবে না। ৩) নীংলে খুকনি কক নারীকনিয়া = তুমি হয়তো কথা দিয়ে কথা রাখবে না।

৬। অনিশ্চয়তা অর্থে ভবিষ্যৎকালের নঞর্থক বাক্যের ক্রিয়াপদ-অন্তে গ্লাক প্রত্যয় যুক্ত হয়।

ফুনুকমাবি / উদাহরণ ঃ

১) নীপ্রাঙজীক কাহায় বরক অবতীই কক সাগীলাক = তোমার শ্যালিকার মতো লোক এরূপ কথা বলবে না। ২) বাচীই কতরনি য়াগ' আসীক রাঙ কীবাং তঙগীলাক = বড় বৌদির কাছে এত বিপুল পরিমাণ টাকা থাকবে না। ত) সমলখি অীসীক উাতীয়' নকনি নঙখর গীলাক = এই বৃষ্টিতে সমলখি ঘর থেকে বেরোবে না।

৭) আদেশ বা নির্দেশমূলক নঞর্থক বাক্যে 'তা' ধ্বনি , টি সর্বদা ক্রিয়াপদের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। তাতে শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ কালবাচক বাক্যই গঠিত হবে। ফুনুকমারি ঃ

১) বুয়নি মানীয় তা তাঙদি = পরদ্রব্যে হাত দিও না। ২) তা উানাদি, আঙ তঙগ = চিন্তা করো না, আমি আছি। ৩) নীঙ থাংদি, অর' তা তঙদি = তুমি যাও, এখানে থেকো না।

৮। 'কীরীই' এই স্বাধীন শব্দটি ব্যবহার করেও বর্তমান এবং অতীত কালবাচক নঞর্থক ককবরক বাক্য গঠন করা যায়। তবে অতীতকালের ক্ষেত্রে সময় বা কালবাচক পদ থাকতে হবে। ফুনুকমারি ঃ

১) বিনি সলাঅ রাঙ কীরীই = তার পকেটে টাকা নেই। ২) নাহানক কাহায় নায়থক কীরীই = তোমার বোনের মতো সুন্দরী আর নাই। ৩) নীঙ ফায়ফুবু আঙ নগ' কীরীই = তুমি আসার সময় আমি বাড়ীতে ছিলাম না। ৪) মিয়াঅ আনি নগ' মাইরুম-কীরীই = গতকাল আমার ঘরে চাউল ছিল না।

২। সীংমুঙ ককবীতাং/প্রশ্নবোধক বাক্য ঃ

কোন ঘটনা বা ভাব সম্পর্কে কোনরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে সীংমুঙ ককবীতাং বা প্রশ্নবোধক বাক্য হয়। অর্থাৎ বাক্যে কোন কিছু সম্পর্কে কোনরকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে তাকে

সীংমুঙ ককবীতাং বলে;
(সীংমান' রীগীই সাজাক ককবীতাংন সীংমুঙ ককবীতাং হিনু।)

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

১) চেথুউাঙ দুধ দে নীঙখা? = চেথুউাঙ দুধ খেয়েছ? ২) নিনি কামি বর'? = তোমার বাড়ী কোথায়? ৩) নীমা নগ দে তঙ? = তোমার মা বাড়ীতে আছেন? ৪) বিনি মুঙ তাম' = তার নাম কি? ইত্যাদি।

ককবরকে প্রশ্নবোধক পদগুলো হলো ঃ সাব/সীবা = কে, বাহাই/ বুবুতাই/ ববতাই/ বমতাই/ বুমতাই = কেমন, বিক'/বুক', (কোন্‌টি/কোথায়, বিয়াং = কোন্‌দিকে, বব'/ বুব'/ বুম'/ বম' = কোন্‌টি, বুফুরু = কখন, দে, লে, তাম' = কি ইত্যাদি।

ককবরক প্রশ্নবোধক বাক্য গঠনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

১) ক্রিয়াপদ বিহীন বাক্যগুলোর শেষে তাম', বর', সীবা, সাব, লে, দে বিক'/বুক'/বক' ইত্যাদি প্রশ্নসূচক শব্দ বা ধ্বনিসমূহ ব্যবহৃত হয়ে প্রশ্নবোধক বাক্য সৃষ্টি করে। ফুনুকমারি ঃ

১) বিনি মুঙ তাম' = তার নাম কি? ২) বরগনি কামি বর' = তাদের বাড়ী কোথায়? ৩) আনি সীয়কং বুর' = আমার কলমখানি কোথায়? ৪) নিনি বানতা লে = তোমার অংশ কোথায়? ৫) ইব' বিনি কামচৌলীয় দে? = এটা কি তার শার্ট? ৬) ব' অর' সাব' = সে এখানে কে? ৭) আচাইনি দামরা বিক' = দিদিমা/ঠাকুরমার টাক্কাল কোথায়? ৮) আনি রিসা বুক' = আমার রিসা (বক্ষাবরণী) কোন্‌টি?

২। ক্রিয়াপদ আছে এমন বাক্যে ক্রিয়াপদের পর দে, সাব'/সীবা ইত্যাদি প্রশ্নবোধক শব্দের প্রয়োগে, প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরী হয়। আবার লে এবং দে অনেকে সময় একই বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করেও প্রশ্নসূচক বাক্য গঠন করে।

ফুনুকমারি ঃ

১) ব নিনি লগিঅ থাংয়াদে = সে কি তোমার সঙ্গে যাবে না? ২) আরঅ ব সানাই সাব' = সেখানে তিনি বলার কে? ৩) ব দাগিনাই সীবা = আদেশ দেওয়ার তিনি কে? ইত্যাদি।

৩। সাব'/সীবা, বাহাই, বুবতাই/বুমতাই, বিয়াং, বব', তামা/তাম', বর'/ বুর', বুফুরু, দে ইত্যাদি প্রশ্নসূচক ধ্বনি ও শব্দগুলো বাক্যে ক্রিয়াপদের পূর্বের ব্যবহৃত হয়েও প্রশ্নবোধক বাক্য গঠন করে।

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

১) নীঙ সাব'/সীবা অীংখা = তুমি কে? ২) খাজু বাহাই তঙ = খাজু কেমন আছে? ৩) বরগ বিয়াং থাংলায় = তারা কোথায় যায়? ৪) বব' নিনি = কোন্‌টি তোমার? ৫) আচু বর'/বুর' থাং = ঠাকুরদা/দাদু কোথায় যায়? ৬) নিহিরগ বুফুরু ফায়নাই = তোমার স্ত্রী কখন আসবে? ৭) নীঙ ববতাই/বুবুতাই নায় = তুমি কেমন চাও? ৮) চিনি উলদ্রব' নীং দে ফায় = আমাদের পশ্চাৎভাগে তুমিই এসেছিলে?

দাগিমুঙ ককবীতাং/অনুজ্ঞাবাচক বাক্য

কোন বাক্যের দ্বারা উপদেশ, আদেশ, অনুরোধ, নিষেধ ইত্যাদি বোঝালে তাকে দাগিমুঙ ককবীতাং বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলে।

(ককবীতাংরগ' তুমুঙ মুংসাসীস দাগিমা, থরমা, খরায়মা, কয়মা অবতাইরগ তঙখে আবন' হিনু দাগিমুঙ ককবীতাং।)

ফুনুকমারিঃ ১) তিনি আরঅ তা থাংদি * আজ সেখানে যেওনা। ২) খা রিউই সীরীঙদি * মন দিয়ে পড়াশোনা করো। ৩) অবতাই সামুঙ সিতরা তা তাঙজাবাসিদি, দউ * এরূপ অন্যায় কাজ আর কখনো করো না, কেমন। ৪) মীসা তঙগু, আয়াং বাজুঅ তা থাংদি * বাঘ আছে, ঐদিকে যেওনা। ৫) আঙ নিনি য়াকুংগ কীলায়ু, আনি ককথাইসা খীনাজাবাদি * আমি তোমার পায়ে পড়ি, আমার একটি কথা শোনো।

উপরের সবকটি বাক্যই দাগিমুঙ ককবীতাং বা অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের উদাহরণ। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দাগিমুঙ ককবীতাং দ্বারা আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ ইত্যাদি বোঝানো হয়। এজন্য এ ধরনের ককবরক বাক্যে ধাতু বা ক্রিয়াপদ অন্তে 'দি' ধ্বনি যুক্ত করা হয়। এই 'দি' ধ্বনিটি আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ বা নিষেধমূলক। উপরের প্রতিটি বাক্যের ক্রিয়াপদ অন্তে 'দি' ধ্বনি যুক্ত রয়েছে।

অনুজ্ঞাসূচক বা দাগিমুঙ ককবীতাং এ প্রথম পুরুষের কোনও ব্যক্তির প্রতি আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি বর্ষিত হলে ক্রিয়াপদ-অন্তে 'দি' এর পরিবর্তে 'থুন' ব্যবহৃত হয়।

ফুনুকমারিঃ

১) ব' অ সামুঙ খা বায়-খুকবায় খীলায়জাবাথুন = সে এই কাজটি আন্তরিকভাবে করুক।
২) মাতুডা ফাতার' থাংগাই সীরীঙনাখে সীরীঙগাইথুন = মাতুডা ইচ্ছা করলে বাইরে গিয়ে

পড়াশোনা করুক।

উপরোক্ত অনুজ্ঞাসূচক দুটি বাক্যেই বাক্যান্ত গত ক্রিয়াপদ-অন্তে থুন প্রত্যয় যুক্ত রয়েছে। লক্ষ্য করলেই তা বুঝতে পারা যাবে। লক্ষ্যণীয় হলো— এ ধরনের বাক্যে ক্রিয়া বা ধাতু-অন্তে অন্যান্য প্রত্যয় যুক্ত থাকলেও প্রত্যয় বা অংশ বিশেষযুক্ত ধাতু অথবা ক্রিয়াপদের শেষে 'থুন' যুক্ত হয়েছে। 'দি' ধ্বনির ক্ষেত্রেও তাই। যেমন ঃ ১) নীঙ জরা তঙসানি নগ' থাংজাবাসিদি = সময় থাকতে তুমি অনুগ্রহ পূর্বক বাড়িতে যাও। ২) ব অর'নি কুতুলজাবা সিথুন = সে দয়া করে এখান থেকে সরে যাক্। দুটি ক্ষেত্রেই সর্বশেষে 'দি' অথবা 'থুন' যুক্ত হয়েছে।

সুরিমুঙ এবা মুচুঙমুঙ/প্রার্থনা বা ইচ্ছামূলক বাক্য

মনের ইচ্ছা, প্রার্থনা, কামনা ইত্যাদি বোঝানোর ক্ষেত্রে সুরিমুঙ এবা মুচুঙমুঙ অর্থাৎ প্রার্থনা বা ইচ্ছামূলক বাক্য ব্যবহৃত হয়। তাই যেসব বাক্যে আকাঙ্ক্ষা, প্রার্থনা ইত্যাদি সূচিত হয় তাকে সুরিমুঙ অথবা মুচুঙ মুঙ ককবীতাং বা প্রার্থনা/ইচ্ছামূলক বাক্য বলে।

(ককবীতাং তাংসানি বিসিংতৌই খানি নায়মুঙ, মুচুঙমুঙ, সুরিমুঙ আবতৌইরগ সাজাকখে বন' হীনু সুরিমুঙ অথবা মুচুঙমুঙ ককবীতাং।)

ফুনুকমারি ঃ

১) মীতায়রগ নিনি কাহাম খীলায়থুন = ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ২) আঙ নিনি সাককাহাম নায়জাঅ = আমি তোমার শারীরিক মঙ্গল কামনা করি। ৩) নীঙ হামীই চাউই তঙজাদি = তোমার সংসার সুখের হউক। ৪) অ মীতায়রগ, আন' খাইরগজাবাদি = হে ভগবান, তুমি আমার প্রতি সহনশীল হোন।

উপরোক্ত বাক্যগুলো সুরিমুঙ অথবা মুচুঙমুঙ বাক্যের উদাহরণ। এসব বাক্যের ক্ষেত্রে 'দি', 'থুন', এবং ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য ধ্বনিও ধাতু বা ক্রিয়াপদ— অন্তে যুক্ত হতে পারে। তবে তা বাক্যের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

বিস্ময়সূচক বাক্য/মীলাঙ চামুঙ ককবীতাং

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনা আমরা কানে শুনি বা চোখে দেখি। এসব গোচরীভূত ঘটনায় কোথাও আমরা দুঃখ পাই, কোথাও আনন্দ লাভ করি, কোথাও বিস্ময়ের শিহরণ জাগে, কোথাও সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। আবার কোথাও কোথাও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি। যে বাক্যে

সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বিস্ময়-সহানুভূতি ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাকে মৌলাঙ চামুঙ ককবৌতাং বা বিস্ময়সূচক বাক্য বলে। এ সকল বাক্যগুলোতে বিস্ময়সূচক ইত্যাদি ধ্বনি বর্তমান। আরও বিস্তৃতভাবে বললে— যে বাক্যে মনের দুঃখ, হর্ষ, উচ্ছ্বাস ইত্যাদি বিষয়াদি প্রকাশ পায় তাকে মৌলাঙ চামুঙ ককবৌতাং বা বিস্ময়সূচক বাক্য বলা হয়।

(ককবৌতাংগ তমুং খা-খামমা, খা-নাঙমা, খা-পেরমা, তঙথক- মা আক'রগ তঙখে এবা সাজাকখে আব'ন' হীনু মৌলাঙচামুঙ ককবৌতাং।)

ফুনুকমারি ঃ

১) মা-ফা কৌরাই চেরায়ন' খাইরগসুকখা ! = পিতৃমাতৃহীন শিশুর প্রতি দারুণ সহানুভূতি সঞ্চার হয়েছে ! ২) কৌচাংততনি তাইলৌলৌক বয়ার খাপাঙ উদিলা চারিখা দ' ! = মৃদু শীতল মিষ্টি হাওয়া মন মাতোয়ারা করেছে গো ! ৩) হায়, নৌঙ তাবুকব' থাংয়াখুদে ! = সে কি, তুমি এখনো যাওনি !

উপরোক্ত বাক্যসমূহের কোথাও কোথাও বক্তার মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে, কোনটিতে সহানুভূতি বা অনুকম্পা জেগেছে, আর কোথাও আনন্দের মাতোয়ারা বা জোয়ার সৃষ্টি করেছে। তাই বাক্যগুলো বিস্ময়সূচক বাক্যে পরিণত হয়েছে।

ককবরকে উক্তিমূলক ও বিস্ময়সূচক বাক্যের মধ্যে ভাবগত ও আকারগত খুব বেশী পার্থক্য নেই। শুধু বলার ভঙ্গিতে বা উচ্চারণেই যা কিছু তফাৎ। তবে উক্তিমূলক বাক্যের শেষে দাঁড়ি (।) বা **Fullstop** (.) থাকে, আর বিষয়সূচক বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয় বিস্ময়সূচক চিহ্ন

খ। গঠন অনুসারে বাক্যের শ্রেণী বিভাগ

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, মনের ভাব বা বক্তব্য বিষয় পরিপূর্ণভাবে প্রকাশে সক্ষম এরকম পরস্পর অর্থসম্পর্কযুক্ত ককথাই বা শব্দের সমষ্টিই হচ্ছে ককবৌতাং বা বাক্য।

সব বাক্য এক ধরনের হয় না। কোন কোন বাক্যে বক্তব্যের বিষয়সমূহ অল্পকথায় প্রকাশিত হয়। আবার অনেক বাক্যে বক্তব্যের বিষয়কে বেশী কথায় প্রকাশ করা হয়। কোথাও একটিমাত্র বক্তব্য অল্পকথায় বোঝানো হয় ; আবার কোথাও একাধিক বাক্যের মিলন ঘটিয়ে বাক্যটিকে দীর্ঘ বা বড় করা হয় না।

তাই গঠনগত ভাবে ককবরকে বাক্যগুলোকে তিনভাগে ভাগ করে দেখানো হল।

এগুলো হলো ঃ ১) ককবৌতাং কসঙ/সরল বাক্য ২) ককবৌতাং মানজু/যৌগিক বাক্য ৩) ককবৌতাং কুতুক/জটিল বাক্য।

১। ককবীতাং কসঙ/সরল বাক্য

যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে ককবীতাং কসঙ বা সরল বাক্যে বলে।

(ককবীতাং তাংসাঅ তমুং থাইসা সাজাকনাই তাই থাইসা সাজাকমা তঙখে বন' হীনু ককবীতাং কসঙ, এবা ককবীতাং তাংসাঅ তমুং থাইসাসীক মীথাকনাই খীলায় তঙখে আবন' হিনু ককবীতাং কসঙ।)

ফুনুকমারি ঃ

১) খুম বারখা = ফুল ফুটেছে। ২) সিকুরুক নখাঅ বির' = আকাশে শকুন উড়ে। ৩) পিয়ায়ুঙ পিয়াতীয় নাঅ = রাজমধুপোকা মধু সংগ্রহ করে। ৪) থাঙগাতি নক ফাব' = থাঙগাতি ঘর ঝাট দেয়।

উপরোক্ত বাক্যসমূহের প্রত্যেকটিতেই একটি করে মীথাকনাই খীলায় বা সমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে। তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আবার এ ধরনের বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়াপদ একাধিক থাকলেও সমাপিকা ক্রিয়াএকটিই থাকবে। তবেই ককবীতাং কসঙ বা সরল বাক্য হবে— এ কথা মনে রাখা দরকার।

ফুনুকমারি ঃ

১) আঙ তুকুই মুসুই, মায়-তীয় চাউই কীচাং কীচাং খে রীঙনগ' থাংগানী * আমি স্নান পর্ব সেরে, ভাত খেয়ে, ধীরে-সুস্থে বিদ্যালয়ে যাব। এই বাক্যে একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলেও সমাপিকা ক্রিয়া একটিই আছে। তাই এটা ককবীতাং কসঙ বা সরল বাক্য।

আবার অনেক ককবীতাং কসঙ এ ক্রিয়াপদ থাকে না বা উহ্য থাকে। অর্থাৎ ক্রিয়াপদ ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে সরল বাক্য হয়।

ফুনুকমারি ঃ

১) দিংচাঙনি সীয়কং = দিংচাঙ এর কলম। ২) লামাকুনি বুচুনি মুঙ থাপলাগদক = লামাকুর ঠাকুরদা/দাদুর নাম থাপালগদক। ৩) মকল কিতিং কিতিং = গোল গোল চোখ।

এই তিনটি বাক্যেই ক্রিয়াপদ বা খীলায় ককথাই অনুপস্থিত। তবুও এটা ককবীতাং কসঙ বা সরল বাক্য।

২। ককবীতাং মানজু/ যৌগিক বাক্য

সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে দুই বা ততোধিক স্বাধীন বাক্যের সংযোগে গঠিত বাক্যকে ককবীতাং

মানজু বা যৌগিক বাক্য বলে।

(তাংনীয় এবা তীংনীয়নি কীবাং ককবীতাং মানজুনাই ককথাই বায় মানজুজাগীই তমুং ককবীতাং তাংসা অীংখে আবন' হীনু ককবীতাং মানজু।)

ককবীতাং মানজুনাই বা সংযোজক অব্যয়গুলো হলো— তেই, ফিয়াবা, আব' সে, ফান', এবং ইত্যাদি।

ফুনুকমারি ঃ

১) চীঙব থাংনাই তেই বরগব' থাংনাই = আমরাও যাব এবং তারাও যাবে। ২) রীঙনগ' ফীরীঙনাই তঙগ, ফিয়াবা খা-রিউই ফীরীঙনাই কীরীই = বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছেন কিন্তু মনোযোগ দিয়ে তারা কেউ পড়ান না। ৩) মকললে নুকয়া, আবসে মখলপ সানু = দেখে না অথচ চশমা চায়। ৪) বীসাক চেং চেং ফান' চা-কীরীক = শরীর রোগা, তা সত্ত্বেও খাওয়ার দিকে লোভ বেশী। ৫) মায় রাদি, এবা হাতিঅ থাংদি = ধান কাট, নতুবা বাজারে যাও।

৩। ককবীতাং কুতুক/জটিল বাক্য

ককবীতাং কুতুক বা জটিল বাক্যে থাকে একটি স্বাধীন বা প্রধান খণ্ড বাক্য। আর একটি বা একের অধিক থাকে পরনির্ভর বা অধীন বাক্যাংশ। এই একটিমাত্র প্রধান এবং এক বা একাধিক অ-প্রধান খণ্ডবাক্যের সহযোগেই গঠিত হয় ককবীতাং কুতুক বা জটিল বাক্য।

(ককবীতাংফাঙ তাংসা তেই ককবীতাং য়াকচু তাংসা এবা তাংসানি কীবাং কীথালায়ীই ককবীতাং তাংসা অীংখে আবন' হীনু ককবীতাং কুতুক।)

ফুনুকমারি ঃ ১) তমুং আঙ থাংখে ব ফায়নাই = যদি আমি যায় তবে তিনি আসবেন। ২) তমুং ব তুকুখে হিনখে নীঙ তুকুদি = যদি সে স্নান করে তবে তুমিও করবে। ৩) নীঙ তমুং অঙখরখে আঙব নঙখরনাই = যদি তুমি বের হও তবে আমিও বেরোব।

এই তিনটি বাক্যে 'ব' ফায়নাই', নীঙ তুকুদি এবং আঙব নঙখরনাই— এই অংশগুলো হচ্ছে ককবীতাং কুতুক এর ককবীতাং ফাঙ বা বাক্যের প্রধান অংশ। আর আঙ থাংখে, ব তুকুখে, নীঙ নঙখরখে । ১) তমুং বরগ চায়াখে হীনখে চীঙব চায়া = যদি তারা না খায় তবে আমরাও খাব না। ২) তমুং জরা তঙখে হীনখে ফায়দি = যদি সময় থাকে তবে আসিও ৩) তমুং নীঙ থাংখে হীনখে আঙব থাংনাই = যদি তুমি যাও তবে আমিও যাব। একথা মনে রাখতে হবে যে, ককবরকে জটিল বাক্য কম ব্যবহৃত হয় এবং তমুং এবং হীনকে এই দুটিশব্দের সাহায্যেই জটিল বাক্য গঠিত হয়ে থাকে।

বাক্যাংশ/ককবকচ'

আমরা জানি— ককবীতাং এর সাহায্যে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। এজন্য প্রয়োজন মনের ভাব প্রকাশে সক্ষম কতকগুলো ককথাই বা পদের। এরূপ ককথাই বা পদের সমষ্টিতেই ককবীতাং গড়ে উঠে এবং এর দ্বারাই মনের একটি ভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। ককবীতাং বা বাক্য হচ্ছে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্টভাবে মনের একটি ভাব প্রকাশে সক্ষম কতকগুলো ককথাই এর সমষ্টি— এ কথা আমরা বলতে পারি। এই ককবীতাং গঠনের জন্যই অনেকগুলো ককথাই এর দরকার হয়। এই ককথাই বা পদগুলো আবার ককবীতাং বা বাক্যেরই এক একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ককবীতাং এ ব্যবহৃত বক্তব্যের অংশগুলোকে বলা হয় ককবকচ' বা বাক্যাংশ। ইংরেজীতে একে বলে part of speech। ককবরকে শব্দ ও পদ এক নয়। উভয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। বাক্যে ব্যবহৃত না হওয়া পর্যন্ত শব্দগুলো পদের মর্যাদা লাভ করে না। বাক্যে ব্যবহৃত হলেই এই অর্থপূর্ণ শব্দগুলো পদ হিসাবে বিবেচিত হয়। কারণ বাক্যে স্থানলাভের জন্য শব্দ বা ধাতুকে বিভক্তি যুক্ত হতে হয়। শব্দ বা ধাতু বিভক্তি যুক্ত হয়ে বাক্যের স্থান লাভের যোগ্যতা অর্জন করলেই বিভক্তিযুক্ত সেই শব্দ বা ধাতু পদে পরিণতি লাভ করে। নতুবা নয়। সুতরাং প্রতিটি পদই বাক্যের বা ককবীতাং এর এক একটি অঙ্গ। ককবরকে পদকে ককফাঙ বলা হয়।

ককবরকে এই ককবকচ/বাক্যাংশ অথবা part of speech মোট আট প্রকার।

যথা ঃ ১) মুঙ/বিশেষ্য ২) মুঙস্নাই/সর্বনাশ, ৩) গরন/বিশেষণ ৪) খীলায়/ক্রিয়া ৫) খীলায়গরন /ক্রিয়া বিশেষণ ৬) হালকবনাই/পদান্বয়ী অব্যয় ৭) মানজুনাই/সংযোজক অব্যয় ৮) খা'-পেরনাই/ভাববাচক অব্যয়।

১। মুঙ/বিশেষ্য

নামমাত্রই মুঙ বা বিশেষ্যরূপে গণ্য হয়। সুতরাং যে ককথাই দ্বারা কোন কিছুর নাম বোঝানো হয় তা-ই মুঙ বা বিশেষ্য। এই নাম অনেককিছুর হতে পারে। যেমন ঃ ব্যক্তি, স্থান, জাতি, প্রাণী, ভাব, গুণ ইত্যাদির বিভিন্ন রকম নাম। তাই বলা যায়— কোনও ককথাই এর দ্বারা ব্যক্তি, প্রাণী, জাতি, গুণ, স্থান, ভাব, বস্তু ইত্যাদির নাম বোঝালে সেই ককথাই বা পদকে মুঙ বা বিশেষ্য বলে।

(মুঙ রীকমুঙন মুঙ-হীনজাগু।)

ফুনুকমারি ঃ নাখীরায়, অসমতি, হা, তীয়মা, মালখুঙ, খুম, মিসিপ, মীসা, বিজাপ, মকল,

বখরক, মায়রাঙ, কারায় ইত্যাদি। অর্থাৎ নাখৌরায় ও অসমতি ব্যক্তির নাম, হা-মাটি, তৌয়মা-নদী, মালখুঙ-গাড়ী, খুম-ফুল, মিসিপ-মহিষ, মৌসা-বাঘ, বিজাপ-বই, মকল-চোখ মায়রাঙ-খাল, কারায়-কড়াই ইত্যাদি সবগুলোই এক একটি নাম।

ককবরকে মুঙ/বিশেষ্য সর্বমোট আটভাগে বিভক্তি।

(মুঙ-বেবাগৌই দালচুকু)

১) বরকনি মুঙ/মনুষ্যবাচক বিশেষ্য

বরকনি মুঙ বা মনুষ্যবাচক বিশেষ্যের দ্বারা মনুষ্যবাচক প্রাণী বা জীবকে বোঝানো হয়। তাই যে মুঙ দ্বারা মনুষ্যবাচক প্রাণী বা জীবকে বোঝায় তাকে বলে বরকনি মুঙ/মনুষ্যবাচক বিশেষ্য।

ফুনুকমারি ঃ দুকমালি- একটি মোষের নাম, রবি- একজন লোকের নাম, জর্জ- লোকের বা ব্যক্তির নাম, মুজিব- ব্যক্তির নাম, বতুউা- ব্যক্তির নাম, বৌসাতে- মহিলার নাম, ঊর্মিলা - মহিলার নাম।

২) লাংমানি মুঙ/মনুষ্যবাচক ব্যতীত অন্য প্রাণীবাচক বিশেষ্য

যে মুঙ মনুষ্যবাচক প্রাণী বা জীব ব্যতীত অন্য জাতীয় প্রাণী বা জীবকে বোঝায় তাকে বলা হয় লাংমানি মুঙ।

লাংমানি মুঙ এর মধ্যে পশু, পাখী, সরীসৃপ ইত্যাদি জাতীয় মনুষ্যেতর প্রাণীর নামসমূহ অন্তর্ভুক্ত।

ফুনুকমারি ঃ পুন/ছাগল (goat), মুফুক/গোধিকা, তখা/কাক, মুইসেলে/অজগর, মায়ুঙ/হাতি, য়ংগলা , ব্যাঙ, লাতিয়া/লাটিমাছ, আ/মাছ, ব্যাঙ/মাকড়সা, বঙবৌরায়/ভীমরুল ইত্যাদি।

৩। কৌথাঙনি মুঙ/উদ্ভিদবাচক বিশেষ্য

যে মুঙ বা বিশেষ্য দ্বারা গাছ, লতা, ঘাস ইত্যাদি সমূহের নাম বোঝায় তাকে কৌথাঙনি মুঙ বা উদ্ভিদবাচক বিশেষ্য বলে। এটা ককবরক ব্যাকরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ এর দ্বারা সজীব বস্তুকে বোঝানো হয়েছে।

ফুনুকমারি ঃ উানদাল/মৃত্তিংগা বাঁশ, থরাই/তারা (সব্জী বিশেষ), মাধগ'/কনক গাছ, গৌরজীঙ/গর্জ্জন গাছ, মায়ফাঙ/ধান গাছ, কুউায়ফাঙ/সুপারী গাছ ইত্যাদি।

৪। মানৌয়নি মুঙ/বস্তুবাচক বিশেষ্য

এই মুঙ বা বিশেষ্যের দ্বারা বস্তু বা দ্রব্যের নাম বোঝানো হয়। তাই যে মুঙ বা বিশেষ্যের দ্বারা

দ্রব্য বা কোন বস্তুর নাম প্রকাশ পায় তাকে বলে মানীয়নি মুঙ/বস্তুবাচক বিশেষ্য।

মানীয়নি মুঙ/বস্তুবাচক বিশেষ্য আবার দু'প্রকার। যথা ঃ ১) য়াকসীনমজাক/হাতে তৈরী দ্রব্যের নাম। যেমন— নক/ঘর, চাতি/কুপি, বিজাপ/বই, সীয়কং/কলম, থারুক/হাতা ইত্যাদি।

২। সীনামজাক মানীয়/প্রাকৃতিকভাবে তৈরী দ্রব্য বা বস্তুর নাম যেমন ঃ নখা/আকাশ, সাল/সূর্য, আথুকিরি/তারা, তীয়/জল, হা/মাটি, হ'র/আগুন, হলং/পাথর ইত্যাদি।

৫। চংদালসানি মুঙ/জাতিবাচক বিশেষ্য

এই মুঙ দ্বারা জাতি, গুচ্ছ বা শ্রেণীকে বোঝানো হয়। তাই যে মুঙ বা বিশেষ্য প্রাণী, জাতি গুচ্ছ ইত্যাদির নাম বোঝায় তাকে বলা হয় চংদালসানি মুঙ/জাতিবাচক বিশেষ্য।

ফুনুকমারি ঃ ফারীঙনাই/শিক্ষক, বুফাঙ/গাছ জাতীয়, বরক/মানুষ বা বরক ভাষা সম্প্রদায়, ঊানজীয় = বাঙালি সম্প্রদায়, সিপাইরগ/সৈন্যদল ইত্যাদি।

৬। খীলায় রীকজাক মুঙ/ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য

মুঙ বা বিশেষ্যের সাথে মুঙ ধ্বনি যুক্ত করেও ককবরকে বিশেষ্য পদ গঠিত হয়। এটা ককবরকের অপর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। যে মুঙ বা বিশেষ্য 'মুঙ' ধ্বনিগুচ্ছ সংযোগে গঠিত হয় তাকে বলে খীলায় রীকজাক মুঙ বা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।

ফুনুকমারি ঃ তঙমুঙ/ আচার-আচরণ, নীঙমুঙ-পানীয়, চামুঙ-খাদ্য, নায়সিকমুঙ-চাহানি, সীয়মুঙ-লেখনি ইত্যাদি।

৭। গরন রীকজাক মুঙ/ বিশেষণ স্থানীয় বিশেষ্য

গরন রীকজাক ককচৌলীয় অথবা বিশেষণ স্থানীয় ধাতুর অন্তে 'মুঙ' ধ্বনির সংযোগের দ্বারাও বিশেষ্য পদ গঠিত হতে পারে। এটাও ককবরকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। গঠিত সেই শব্দকে বলে গরন রীকজাক মুঙ বা বিশেষণ স্থানীয় বিশেষ্য।

ফুনুকমারি ঃ থকমুঙ/ স্বাদ, নায়থকমুঙ/ সৌন্দর্য, সাকতরজাকমুঙ/ অহঙ্কারিতা, খা রিয়গমুঙ/ সহানুভূতি ইত্যাদি।

সির/লিঙ্গ

লিঙ্গ বা সির কথাটির অর্থ চিহ্ন। এই চিহ্নের সাহায্যে বা লক্ষণের দ্বারা পুরুষ ও নারী জাতীয়, অজীব বস্তু অর্থাৎ ক্লীব ইত্যাদির প্রভেদটুকু নির্ধারণ করা যায়। এককথায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে, প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক শব্দের মধ্যে প্রভেদ বোঝাবার জন্যই লিঙ্গ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। চিহ্নটি আরার অর্থনির্ভর হতে হবে। এই অর্থনির্ভর চিহ্ন বা লক্ষণের সাহায্যে অর্থাৎ বিশেষ্য, সর্বনাম ইত্যাদি ককথাই এর সাহায্যে পুরুষ বুঝালে পুংলিঙ্গ, স্ত্রী বুঝালে স্ত্রীলিঙ্গ অথবা পুরুষ বা স্ত্রী কোনটিই নয় এমন ক্ষেত্রে ক্লীবলিঙ্গ হয়। যে অর্থনির্ভর পদের সাহায্যে প্রাণী বা বস্তুর পুরুষ, স্ত্রী বা ক্লীব ইত্যাদি বিষয়ে ধারণাবোধ জন্মে তাকে সির বা লিঙ্গ বলে।

(চৌলা বৌরৌয় সিনিরৌনাই-ককথাইন সির হৌনু)

ফুনুকমারি ঃ মা/মাতা, ফা/পিতা, তাখুক/ভাই, বুখুক/বোন, পুনজুউা/পাঠা, পুনজৌক/পাঠী (ছাগল), চৌলা/পুরুষ, বৌরৌয়/মহিলা (স্ত্রী) ইত্যাদি।

ককবরকে লিঙ্গকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হলো— ১) সিরচৌলা/পুংলিঙ্গ ২) সিরবৌরৌয়/স্ত্রীলিঙ্গ, ৩) সিরকৌরৌই/ক্লীবলিঙ্গ। এছাড়া আরও কতকগুলো পদ আছে যার দ্বারা পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়কেই বুঝানো হয়। এদেরকে বলে উভয় লিঙ্গ। যথা— আবসাকৌলীয়/শিশু, সন্তান, মুসুক/গরু, করায়/ঘোড়া, বরক/মানুষ, পুন/ছাগল ইত্যাদি। এককথায় বলা যায়— মনুষ্যবাচক বা প্রাণীবাচক কোন শব্দের দ্বারা দু'রকম অর্থের উপস্থিতি বা সম্ভাবনা বুঝানো হলে উভয়লিঙ্গ হয়। উভয়লিঙ্গের ককবরক পরিভাষা 'সিরনৌনীয়'।

১। সিরচৌলা

যে সব পদের দ্বারা পুরুষ জাতিকে বুঝানো হয় এদেরকে বলা হয় পুংলিঙ্গ বা সিরচৌলা।

(চৌলা সির বৌকনাই ককথাইন হৌনু সিরচৌলা।)

ফুনুকমারি ঃ ফা/পিতা, বুবাগ্রা/মালিক, সুউারি/শিষ্য, চৌলা/পুরুষ, কিচিং/বন্ধু, বইরা/পুরুষ-মহিষ, গেনদা/পুরুষ শূকর, খ্রা/খুড়া, ইয়ার/পুরুষ বন্ধু, তকলা/মোরগ সৌইলা/পুরুষ কুকুর ইত্যাদি।

২। সিরবৌরৌয়

যে সব পদের দ্বারা স্ত্রী জাতিকে বুঝানো হয়, তাকে বলে সিরবৌরৌয় বা স্ত্রীলিঙ্গ।

বৌরৌয় সিনিরিনাই-ককথাইন সিরবৌরৌয় হিনু।)

ফুনুকমারি ঃ আমা/মাতা, আতয়/মাসিমা, হিক/বৌ, বাচাই/বৌদি, বৌরীয়/মহিলা, বায়/দিদি, মারে/বান্ধবী, তকজীক/মোরগী, ফারঙনাইজীক/শিক্ষিকা ইত্যাদি।

৩। সিরকৌরাই/ক্লাবলিঙ্গ

যেসব পদ স্ত্রী অথবা পুরুষ কোনটিকে না বুঝিয়ে অপ্রাণীবাচক কোন বস্তু বা দ্রব্যকে বুঝায়, তাদের সিরকৌরাই/ক্লীবলিঙ্গ বলা হয়। এককথায় অপ্রাণীবাচক পদের ক্ষেত্রে ক্লীবলিঙ্গ। (মানীয় রীগাই চৌলাবুয়া বৌরীয়বুয়া সিনিরিনাই ককথাইন সিরকৌরাই হিনু।)

ফুনুকমারি ঃ বাথাই/ফল, তীয়/জল, বুফাঙ/গাছ, হলং/পাথর, সীয়কং/কলম, নক/ঘর, কামি/বাড়ী, রি/ কাপড়, চাতি/প্রদীপ, বিজাপ/পুস্তক, আবুকতীয়/দুধ ইত্যাদি।

ককবরকে লিঙ্গ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কতকগুলো নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

যেমন—

১) পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক শব্দ দিয়ে অথবা আলাদা ককথাই/শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর করা হয়।

ফুনুকমারি ঃ

সিরচৌলা/পুংলিঙ্গ	সিরবৌরীয়/স্ত্রীলিঙ্গ
চু/পিতামহ	চাই/পিতামহী বা মাতামহী
চৌলা/পুরুষ	বৌরীয়/মহিলা
দেগা/ষাঁড়	গায়/গাভী বা স্ত্রীগরু
কিচিং বা ইয়ার/পুরুষবন্ধু	মারে/বান্ধবী বা স্ত্রীবন্ধু
ফা/পিতা	মা/মাতা
ফায়ুঙ/ছোট ভাই	হানক/ছোট বোন
সায়/স্বামী বা জামাই	হিক/স্ত্রী, কনে, বৌ
আতা/দাদা	বায়/দিদি
তাখুক/ভাই	বুখুক/বোন
সাজ্‌লা/ছেলে	হামজীক/ছেলের বৌ।

২। পুংলিঙ্গ ককথাই বা পদের শেষে 'আ' থাকলে স্ত্রীলিঙ্গে ককথাই বা পদের শেষে ই-কার বসবে।

ফুনুকমারি ঃ

সিরচৌলা/পুংলিঙ্গ	সিরবৌরীয়/স্ত্রীলিঙ্গ

বানজা/বন্ধ্যাপুরুষ	বানজি/বন্ধ্যা স্ত্রী
খ্রা/কাকা	খ্রি/কাকী
মৌখ্রা/বানর	মৌখ্রি/বানরী বা স্ত্রী বানর
রানদা/বিপত্নীক	রানদি/বিধবা
সিকলা/যুবক	সিকলি/যুবতী ইত্যাদি।

৩। কোন কোন পুংলিঙ্গ ককথাই/পদের শেষে জীক প্রত্যয় যুক্ত করে স্ত্রীলিঙ্গে পরিণত করা যায়।

ফুনুকমারি ঃ

সিরচীলা/পুংলিঙ্গ	সিরবীরীয়/স্ত্রীলিঙ্গ
বায়ুঙসা/ভাতিজা বা ভাগ্নে	বায়ুঙজীক/ভাজিজী, ভাগিনী
চামিরি/মেয়ের জামাই	হামজীক/ছেলের বৌ
ক্রা/শ্বশুর	ক্রাজীক/শাশুড়ী
মৌসীয়সা/হরিণ	মৌসীয়জীক/হরিণী
প্রাঙ/শ্যালক	প্রাঙজীক/শ্যালিকা
থুরুকসা/মুসলমান	থুরুকজীক/মুসলিম মহিলা
তকলা/মোরগ	তকমা/তকজীক/মুরগী
উানজীয়সা/বাঙালী (পুরুষ)	উাইনজীক/বাঙালী মহিলা
তিপ্রাসা/তিপ্রা (পুরুষ)	তিপ্রাজীক/তিপ্রা মহিলা

৪। লিঙ্গান্তরের সময় কোন কোন পুংলিঙ্গ বাচক শব্দে তি, মা, জীকমা ইত্যাদি যোগ করেও স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন করা যায়।

ফুনুকমারি ঃ

সিরচীলা/পুংলিঙ্গ	সিরবীরীয়/স্ত্রীলিঙ্গ
অসমবায়/পুরুষ নাম	অসমতি/স্ত্রী নাম
কীচাকরায়	কীচাকতি
অক্রাসা/বড় ছেলে বা জামাই	অক্রামা/বড় মেয়ে বা বড় বৌ
সাজ্লা/ছেলে	সাজীকমা/মেয়ে
চামিরিসা/জামাই	হামজীকসা/বৌ ইত্যাদি।

৫। মনুষ্যবাচক ব্যতিত অন্যান্য প্রাণীবাচক অর্থাৎ পশু, পাখী, সরীসৃপ প্রভৃতির ক্ষেত্রে উভয় লিঙ্গবাচক পদের শেষে উা, জীলা, লা ইত্যাদি যোগে পুংলিঙ্গ পদে এবং জীক, মা, বীরীয় ইত্যাদি যোগে স্ত্রীলিঙ্গ পদে পরিণত করা যায়।

ফুনুকমারি ঃ

সিরনীনীয়/উভয় লিঙ্গ	সিরচীলা/পুংলিঙ্গ	সিরবীরীয়/স্ত্রীলিঙ্গ
উাক/শূকর	উাকজীলা/ পুং শূকর	উাকজীক, উাকমা/স্ত্রী শূকর
কাসিঙ/কচ্ছপ	কাসিংচীলা/ পুং কচ্ছপ	কাসিঙবীরীয়/স্ত্রী কচ্ছপ
করায়/ঘোড়া	করায়চীলা/ পুং ঘোড়া	করায়বীরীয়/স্ত্রী ঘোড়া
তক/পাখি বা মোরগ	তকলা/পুং মোরগ	তকমা, তকজীক/মোরগী
তাখুম/হাঁস	তাখুমচীলা/পুং হাঁস	তাখুমবীরীয়/স্ত্রী হাঁস
পুন/goat	পুনজুউা/পাঁঠা	পুমা, পুনজীক/স্ত্রী ছাগল
মীখ্রা/বানর	মীখ্রাসা মীখ্রাচীলা } পুং বানর	মীখ্রাজীক মীখ্রাবীরীয় } স্ত্রী বানর
মায়ুঙ/হাতি	মায়ুঙচীলা/পুং হস্তী	মায়ুঙবীরীয়/স্ত্রী হস্তী, হস্তিনী
চিবুক/সাপ	চিবুকচীলা/পুং সর্প	চিবুকবীরীয়/স্ত্রী সর্প
মীসা/বাঘ	মীসাচীলা/পুং বাঘ	মীসাবীরীয়/বাঘিনী

সীক/বচন

সাধারণতঃ সীক বা বচন হচ্ছে সংখ্যাবাচক শব্দ। এই সীক বা বচন শব্দটি কোনও পদের একত্ব বা বহুত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এক বা একের বেশী সংখ্যা বুঝাতে সীক বা বচন শব্দটি বরাবর ব্যবহার হয়ে আসছে। এর দ্বারা কোনও বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সংখ্যা বিষয়ে আমাদের সাধারণ ধারণাবোধ জন্মে। তাই বলা যায়— যে ককথাই বা পদের দ্বারা বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের ধারণাবোধ জন্মে তাকে বলে সীক বা বচন। কেননা, এর সাহায্যে পদের সংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান জন্মে।

(মুঙ এবা মুঙস্নাই অবতীই ককথাইরগনি' বাংমা-বাংয়া' ফুনুকনাই ককথাইন সীক হিনু।)

ফুনুকমারি ঃ

আচুসঙ/দাদুগণ, আমা/মা, খরকসা/একজন, তাখুকরগ/ভাইসব, কিচিং/বন্ধু,

মারেসঙ/বান্ধবীগণ, করায় মাকনীয়/বুটি ঘোড়া ইত্যাদি।
ককবরকে সীক বা বচন দুই প্রকার ঃ ১) সীকসা/একবচন ২) সীকবাং/বহুবচন।

১। সীকসা/একবচন

একটিমাত্র ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণী যে ককথাই/পদ দ্বরা নির্দেশিত হয় তাকে বলে সীকসা/একবচন। অর্থাৎ সীকসা বা একবচনের দ্বারা একটি মাত্র ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে বুঝানো হয়।
(মুঙ এবা মুঙসীলাই তমুং সংদারি অীংখে বন' হীনু সীকসা।)
যেমন ঃ আঙ/আমি, নীঙ/তুমি, চেরায়/শিশু, আব'/সেটি, নক/ঘর, মখলপ/চশমা, থঙ/খুঁটি, কামচী লীয়/জামা ইত্যাদি।

২। সীকবাং/বহুবচন

প্রাণী, ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা একাধিক হলে বহুবচন বা সীকবাং হয়। যে ককথাই বা পদের দ্বারা একাধিক ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুকে বোঝানো হয় তাকে বলে সীকবাং বা বহুবচন।
(মুঙ এবা মুঙ সীলাই তমুং সংদারি অীংয়াউই কীবাং ফুনুকজাকখে বন' হীনু সীকবাং।)
যেমন— সীরীঙনাইরগ/ছাত্ররা, চেরায়রগ/শিশুরা, চীঙ/আমরা, নরগ/তোমরা, আচীই সঙ/দিদিমারা, মানীয়রগ/জিনিসগুলো, কিচিংসঙ/বন্ধুগণ, সাম্পারিসঙ/সাম্পারিরা ইত্যাদি।
ককবরকে বিশেষ্য/মুঙ, মুঙউইই/সর্বনাম এবং খীলায়/ক্রিয়াপদের একবচন ও বহুবচন হয়। এমন কি দ্বিত্ব ব্যবহারের দ্বারা গরন ককথাই বা বিশেষণ পদেরও বহুবচন হয়।
ককবরকে একবচন থেকে বহুবচনে পরিবর্তনের অনেকগুলো নিয়ম পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ
১) ককবরকে একবচনান্ত পদকে বহুবচনে অনেকভাবে প্রকাশ করা যায়। অনির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুবাচক পদ-অন্তে রগ, সঙ ইত্যাদি বহুত্ববোধক ধ্বনি বসিয়ে বহুবচন বা সীকবাং এ পরিণত করা যায়। তবে সংখ্যাটা যে একের অধিক এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।
এক্ষেত্রে ব্যক্তি বা মনুষ্যবাচক পদের শেষে রগ এবং সঙ দুটোই ব্যবহৃত হয়।
(খরকনি সীকবাংগ রগ তেই সঙ আচুগু।)
যেসব ব্যক্তিবাচক পদের শেষে সঙ বসে এগুলো হল ঃ
কিচিংসঙ/বন্ধুগণ, মারেসঙ/বান্ধবীগণ অথবা মহিলা বন্ধুগণ, আতাসঙ/দাদারা, বাচাইসঙ/বৌদিগণ, মীনায়সঙ, আশারামসঙ ইত্যাদি।
যেসব ব্যক্তিবাচক পদের শেষে 'রগ' যুক্ত হয়ে বহুবচনের অর্থ প্রকাশ করে এগুলো হলোঃ তাখুকরগ/ভায়েরা, বুখুকরগ/বোনেরা, বরগ/তাহারা, বায়ারগ/বন্ধু গণ,

চেরায়-ৎনায়রগ/ছেলে-ছোকরা ইত্যাদি।

২) ব্যক্তিবাচক অর্থাৎ মনুষ্যবাচক ব্যতিত অন্যান্য প্রাণীবাচক ও বস্তুবাচক পদের শেষে 'রগ' বসিয়ে একবচনান্ত পদকে বহুবচনান্ত পদে পরিণত করা যায়।

ফুনুকমারিঃ আমিঙরগ/বিড়ালগুলো, মুসুকরগ/গরুগুলো, মায়ুঙরগ/হাতিগুলো, তকরগ/মোরগগুলো, বুফাঙরগ/গাছগুলো থাইপুঙরগ/কাঁঠালগুলো, লাঙগারগ/খাড়াগুলো, হলংরগ/পাথরগুলো, মায়রাঙরগ/থালগুলো, লুতারগ/ঘটিগুলো ইত্যাদি।

৩) ককবরকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে, খীলায় ককথাই বা ক্রিয়াপদের দ্বারাও এর একবচন বা বহুবচন প্রকাশ পায়। ককচ্লীয় বা ধাতুর সাথে 'লায়' অংশ যুক্ত হয়ে ব্যক্তিবাচক পদের বহুবচনবোধক অর্থ প্রকাশ পায়।

(খীলায়-ককচ্লীয়' 'লায়' ককথাই থেপাই সীকবাং ঔংগ।)

ফুনুকমারি ঃ চালায় = একাধিক লোকের আহার অর্থে, নীঙলায় = একাধিক লোকের পান করা অর্থে, তঙলায় = একাধিক ব্যক্তির পারস্পরিক বাস করার অর্থে, থাংলায় = একাধিক লোকের মিলেমিশে গমনের অর্থে, হিমলায় = একাধিক ব্যক্তির একত্রে চলার অর্থে, উালায় = একাধিক লোকের মধ্যে কলহ অর্থে, বুলাই = একাধিক লোকের মধ্যে মারামারি করার অর্থে ইত্যাদি।

৪) মুঙসীলাই/সর্বনামের বহুবচন

সীকসা/একবচন	সীকবাং/বহুবচন
আঙ/আমি	চীঙ/আমরা
আন'/আমাকে	চীঙন/আমাদিগকে
আমি/আমার	চিনি/আমাদের
নীঙ/তুমি	নরগ/তোমরা
নন'/তোমাকে	নরগন'/তোমাদিগকে
নিনি/তোমাকে	নরগনি/তোমাদের/
ব/সে	বরগ/তাহারা
বন'/তাহাকে	বরগন'/তাহাদিগকে
বিনি/তাহার	বরগনি/তাহাদের।

৫) পদের পূর্বভাগে জত', বেবাক, পা, লাঙকা, গিলামা, গিলা ইত্যাদি অংশগুলো পৃথকভাবে বসিয়েও সীকবাং বা বহুবচন করা যায়।

যেমন ঃ জত' সামুঙ/সব কাজ, জত' কক/সব কথা, জত' মানীয়/সব দ্রব্য, জত' লুকু/সব লোক ইত্যাদি। আবার বেবাক মানীয়/সব দ্রব্য, বেবাক কক/সব কথা, বেবাক হা/সব মাটি অথবা পৃথিবী, বেবাক বীখীনাই/সবগুলি চুল, বেবাক থাংলাম/সবগুলো গমন পথ ইত্যাদি। পা সামুঙ/সব কাজ, পা লামা/পথসমূহ, পা সীয়কং/সব কলম প্রভৃতি। তেমনি গিলামা বরক/অনেকগুলো লোক, গিলামা রি/অনেকগুলো কাপড়, গিলা মীখ্রা/অনেকগুলো বানর, গিলা নক্/অনেকগুলো ঘর, লাংকা মানীয়/অনেকগুলো দ্রব্য, লাংকা কক/অনেক কথা, লাঙকা নীঙমুঙ/অনেকগুলো পানীয় ইত্যাদি।

এর মধ্যে গিলামা, গিলা এবং লাঙকা এই পদগুলোও বিশেষ্য অথবা সর্বনাম পদের পরেও বসতে পারে। এককথায় এইগুলো পদের পূর্বে অথবা পরে পৃথকভাবে অবস্থান করে বহুত্ববোধক অর্থ প্রকাশ করে।

যেমন ঃ মানীয় গিলামা = অনেকগুলো দ্রব্য, মানীয় লাংকা/অনেকগুলো দ্রব্য ইত্যাদি।

৬) কীবাংমা, কীবাং এই অংশগুলো একটি ককবরক বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে ব্যবহৃত হয়ে সীকবাং/বহুবচন গঠন করে।

যেমন ঃ বরক কীবাং/অনেক লোক, মায়ুঙ কীবাং/অনেক হাতি, মুই কীবাংমা/অনেক ব্যঞ্জন বা তরকারী, লামা কীবাংমা/অনেকগুলো পথ ইত্যাদি।

৭) একই মুঙ, মুঙস্নাই এবং গরন ককথাই পর পর দুবার ব্যবহারের দ্বারাও বহুবচন বা সীকবাং হয়।

যেমন ঃ মুঙ বা বিশেষ্যকে দুবার ব্যবহার করে ঃ কামি কামিঅ-ন'ই কক রীচারখা = গ্রামে গ্রামে এই কথা ছড়িয়ে পড়েছে। ব নক নক পাক'গীই বিরজাঅ = তিনি ঘরে ঘরে ভিক্ষা করেন।

বিশেষণের দ্বিরুক্তি করে ঃ নরগ সাব' সাব' থাংনাই = তোমরা কে কে যাবে? হাতিঅ থাংগীই তাম' তাম' পায়নাই = বাজারে গিয়ে কি কি দ্রব্য ক্রয় করবে?

গরণ বা বিশেষণের দ্বিরুক্তির দ্বারা—

খুম নায়থক নায়থক = সুন্দর সুন্দর ফুল।

থাইচ্ক কুমুন কুমুন = পাকা পাকা আম।

য়াসি চকসি চকসি = সুঠাম সুগঠিত অঙ্গুলিসমূহ

মানীয় কাহাম কাহাম = ভাল ভাল দ্রব্য ইত্যাদি।

যেমন ঃ কামি বুরুম বুরুম বিরজাঅ = বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে।

সাল বুরুম বুরুম = প্রতিদিন, চা-বুরুম বুরুম = প্রতি আহারের সময়, নক-বুরুম বুরুম = প্রতি ঘরে বা ঘরে ঘরে। থাইবুরুম বুরুম = প্রতি ফল ধরার সময় ইত্যাদি।

৯) বিবাহ ইত্যাদির দ্বারা সম্পর্কের ক্ষেত্রে বহুবচন বোধক ধ্বনি 'রগ' এবং 'সঙ' একবচনের অর্থ প্রকাশ করে। সম্মানার্থেই এই ধ্বনিগুলোর দ্বারা একবচনের অর্থ প্রকাশিত হয়। তবে রগ এর সঙ এবং সঙ-এর পর রগ থাকলে বহুবচনের অর্থ প্রকাশ পায়।

ফুনুকমারি ঃ

১) ছোটবোনের জামাইকে সম্পর্ক অনুসারে ডাকার সময়—
বুউাইরগ = একবচন, বুউাইরগ সঙ = বহুবচন।

২) ছোট ভাই এর স্ত্রীর ক্ষেত্রে—
উায়জীকরগ = একবচন, উাইজীকরগসঙ = বহুবচন।

৩) স্বামী অথবা স্ত্রীর বড় বোনদের ক্ষেত্রে
বায়সঙ, আয়বিসঙ, উাইজীকরগ = একবচন, আবার বায়সঙরগ, আয়বিসঙরগ, উায়জীকসঙরগ = বহুবচন।

৪) স্বামীর বড় ভাই অথবা স্ত্রীর বড় ভাইদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে — দা অথবা দাসঙ, বীতারগ, নীতারগ, উাইরগ, নুউাইরগ = একবচন, আবার দাসঙরগ, বীতারগসঙ, নীতারগসঙ, উাইসঙরগ, নুউাইরগ সঙ = বহুবচন।

৫) স্ত্রীর ক্ষেত্রে রগ ব্যবহারে একবচন, আবার রগের পর সঙ ব্যবহারে বহুবচন—
আঙহিকরগ/আমার স্ত্রী, বিহিকরগ/তাহার স্ত্রী, নিহিকরগ/তোমার স্ত্রী = একবচন। আবার আঙহিকরগসঙ, বিহিকরগসঙ, নিহিকরগসঙ অর্থাৎ আমার স্ত্রী, তাহার স্ত্রী ও তোমাদের স্ত্রীগণ = বহুবচন।

৬) শ্বশুর-শাশুড়ীর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য—
যেমন ঃ ক্রারগ/আমার শ্বশুর, চিনি ক্রারগ/আমার শ্বশুর, বীক্রাজীকরগ/আমার শাশুড়ী, চিনি ক্রারগসঙ/আমার শ্বশুর মশাইগণ, বীক্রারগসঙ/তার শ্বশুর মশাইগণ, নীক্রারগসঙ/তোমার শ্বশুর মশাইগণ = বহুবচন।

৭) স্ত্রী অথবা স্বামীর ছোট ভাই ও বোনদের সম্পর্ক অনুসারে সম্বোধনের ক্ষেত্রে—
আঙপ্রাঙজীকরগ/আমার শ্যালিকা, বুপ্রাঙরগ/তার শ্যালক ইত্যাদি = একবচন। আবার আঙপ্রাঙরগসঙ/আমার শ্যালকবৃন্দ, নীপ্রাঙজীকসঙরগ/তোমার শ্যালিকাবৃন্দ ইত্যাদি বহুবচন।

৮) মুঙ বা বিশেষ্যের ক্ষেত্রে একটি বা একজন বুঝালে একবচন এবং একের অধিক বুঝালে

বহুবচন হয়। তবে এই পদগুলোর বৈশিষ্ট্য ও আকার বা আয়তন অনুসারে একবচন ও বহুবচনের রূপও ভিন্ন হয়। অর্থাৎ সংখ্যাগতভাবে একের অধিক হলেই সীকবাং বা বহুবচন হয়।

(মুঙ ককথাইরগনি গীরীঙ রীগীই সীকসা- সীকবাং অীংগ)

যেমন ঃ চকসা, চেংসা, দেকসা, লেপসা, রেচেকসা, নাকিকসা, বিসিসা ইত্যাদি একবচন। আবার চকনীয়, চেংথাম, দেকব্রীয়, লেপবা, রেচেকদক, নাকিকস্লি, বিসিচার ইত্যাদি বহুবচন। অর্থাৎ একের বেশী সংখ্যা হলেই বহুবচন। ককবরক গণনাবাচক পদের গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় দিক নিয়ে পুস্তকের অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ

ক) মুঙ অথবা মুঙ স্লাই-এর সঙ্গে বুকচা সিনিমারি বা শূন্যবিভক্তি থাকলে একবচন হয়। যেমন ঃ নাখীরায়, রাম, রাবণ, বীরচন্দ্র, হামতারফা ইত্যাদি।

খ) বিভক্তি বা সিনিমারি যোগে একবচন করা যায়। যথা— আনি তাখুক/আমার ভাই, সীয়কং বায়/কমল দ্বারা, নিনি সিমি/শুধু তোমার ইত্যাদি।

গ) সীকবাং বা বহুবচন বোধক শব্দের আগে বহুবচন/সীকবাং এর আলাদা প্রতীক যুক্ত হয় না। যেমন ঃ চেরাইরগ কীবাংমা/অনেক শিশুগণ, রাঙরগ কীবাংমা/অনেক টাকাগুলো। এক্ষেত্রে চেরায় কীবাংমা এবং রাঙ কীবাংমা বলতে হবে।

ঘ) জাতি বা শ্রেণীর ক্ষেত্রে একবচন বা সীকসা ককথাই এর দ্বারা সীকবাং বা বহুবচন বুঝাবে।

যেমন ঃ আ বায় আ চালায়' — মাছ অপর মাছকে ধরে খায়। বরক বরকন' পুয়তু থাংয়া/মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করে না।

ঙ) বজর' ককথাই/যুগ্ম শব্দের দ্বারাও বহুবচন বুঝানো হয়। যেমন ঃ য়াকুং-য়াক/হাত-পা, বিগ্রা-খাঙগ্রা/দীন-দুঃখী, সেলেঙ-চাকর/পাইক-পেয়াদা, মাল-মাতা/জন্তু-জানোয়ার নক-হুক/ঘর-দোর, রাঙচাক-রিচাক/সোনা-দানা ইত্যাদি।

চ) আবার নাম ও সর্বনামের শেষে রগ, সঙ ইত্যাদি বহুত্ববোধক প্রতীক যোগেও বহুবচন হতে পারে।

যেমন ঃ দুকমালিসঙ/দুকমালিরা, মা-ফাসঙ = মাতৃ-পিতৃগণ, আতাসঙ/দাদারা, ফনতি সঙ/ফনতিরা, মুসুকরগ/গরুগুলো ইত্যাদি।

মুঙসীলাই তেই বিনি দাল

একই মুঙ/বিশেষ্য পদ বার বার ব্যবহারে শ্রুতিকটু শোনায়। সেজন্য আমরা মুঙ ককথাই বার বার ব্যবহার করি না। পরিবর্তে আমরা বিকল্প অন্য একটি পদ বা ককথাই ব্যবহার করি। তাতে বাক্যটি শ্রুতিমধুরও হয়। অর্থাৎ একই বিশেষ্যপদ বার বার ব্যবহারের বা পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। এর পরিবর্তে আমরা যে ককথাই বা শব্দ ব্যবহার করি তাকে মুঙস্লাই ককথাই/সর্বনাম পদ বলে। তাই বলব— একই বিশেষ্য পদের বার বার পুনরুল্লেখ না করে তার পরিবর্তে যে পদ ব্যবহার করে বাক্যে শ্রুতিমধুরতা আনয়ন করা হয়, তাকে বলে মুঙস্লাই ককথাই/সর্বনাম পদ।

(মুঙনি আচুকথায়' আচুগীই ককবীতাংন খীনাথকরিই তিসানাই ককথাইন মুঙসীলাই হীনু।)

ফুনুকমারি ঃ ব/সে, বরগ/তাহারা, বিনি/তাহার, বরগনি ,তাহাদের, বন'/তাহাকে, নরগ/তোমরা, অব'/এটা, আব'/সেটা ইত্যাদি। এগুলোর সবকটিই মুঙ বা বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। তাই সেগুলি মুংসীলাই ককথাই/সর্বনাম পদ।

মুঙসীলাই বা সর্বনাম পদ ককবরকে ছয় প্রকার। যথা ঃ

১। বরকমুঙসীলাই/ব্যক্তিবাচক— মনুষ্য বা ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত মুঙসীলাইকে বলে বরক মুঙসীলাই/ব্যক্তিবাচক সর্বনাম। যেমন ঃ আঙ/আমি, নীঙ/তুমি, ব/সে, চীঙ/আমরা, বরগ/তাহারা, নরগ/তোমরা ইত্যাদি।

২। থীগীই মুঙসীলাই— কোনও ঘটনা, ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী, ভাব ইত্যাদি সম্পর্কে ইঙ্গিতবাহী ককথাই বা পদ ব্যবহার করা হলে তাকে বলা হয় থীগীই মুঙসীলাই। যেমন— অব'/এটা, আব'/সেটা, করা উব'/ওটা, আ/সেই, ই/এই ইক/এটা, উক'/ঐটা, ঔ/এই ইত্যাদি।

৩। চংমুঙকীরীই মুঙস্লাই/অনির্দেশক সর্বনাম— কোনও অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু অথবা ভাবের পরিবর্তে এই সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়। তাই এই সর্বনামপদকে বলা হয় চংমুঙকীরীই মুঙস্লাই। যেমন ঃ কেব'/কেহ বা কেউ, কিচা কিচা/কিছু কিছু, তাই কেব'/আর কেউ, বাকসা বাকসা/কেউ কেউ, ফনা/অমুক, মুংসাসীক/কোন কিছু, কিচাসীক/কিছু ইত্যাদি।

৪। সীংমারি মুঙসীলাই/প্রশ্নবাচক সর্বনাম— কোন কিছু জানবার ইচ্ছা যে সর্বনাম পদের দ্বারা প্রকাশ পায় তাকে প্রশ্নবাচক সর্বনাম/সীংমারি মুঙসীলাই বলে। যেমন— সাব'/কে, কি/তাম', বব'/কোনটি, সাব'রগ/কাহারা, তাম'নি/কিসে, সাব'সাব'/কে কে, তাম'তাম'/কি কি, বম'রগ/কোনগুলো ইত্যাদি।

৫। বাইথাঙমারি মুঙসীলাই/আত্মবাচক সর্বনাম— যে সর্বনাম পদের দ্বারা নিজেকে বুঝানো হয় তাকে বাইথাঙমারি মুঙসীলাই/আত্মবাচক সর্বনাম পদ বলে। যেমন— বাইথাঙ/নিজে, সাকবাইথাঙ/নিজে, সাক সাক/নিজে নিজে, বাইথাঙনি/নিজের ইত্যাদি।

৬। খীলায় এর অন্তে 'নাই' যোগে মুঙসীলাই বা সর্বনামপদ ঃ ককচ্লীয় বা ধাতুর শেষে 'নাই' যুক্ত হলে 'নাই' যুক্ত ককথাই বা পদটি সর্বনাম পদে পরিণত হয়।

যেমন ঃ চানাই = চা + নাই— ভক্ষক বা যিনি খান। চীংনাই = চীং + নাই — যে বস্তু বা বস্তুসমূহ জ্বলজ্বল করে অথবা জ্বলে। এককথায় উজ্জ্বল বস্তু। তাঙনাই = তাঙ + নাই— যিনি কাজ করেন অথবা কর্মী। হিম+নাই = হিমনাই— যিনি হাঁটেন ইত্যাদি।

গরন/বিশেষণ

বাক্যের মধ্যে যে ককথাই/পদ অন্য ককথাইগুলোর দোষ, গুণ, আকার, অবস্থা, বর্ণ, সংখ্যা, মাত্রা, ক্রম, পরিমাণ ধর্ম ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বলে গরন/বিশেষণ।

(কুবুনি ককথাইনি কাহাম-হাময়া, তরমুঙ-লকমুঙ, তঙমুঙ-চামুঙ, বাংমুঙ-খাইজাকমুঙ, বাথংমুঙ আবতীইরগ ফুনুকনাই এবা সুরনাই ককথাইন হীনু গরন।)

ফুনুকমারি ঃ কতর/বড়, চিকন/ছোট, কলক/লম্বা, বারা/খাটো, কিতিং/গোল, বুদুল/গোলাকার কাহাম/ভাল, হাময়া/মন্দ, মতম/সুগন্ধ, মীনাম/দুর্গন্ধ, কীতীই/মিষ্টি, কীখা/তিতা ইত্যাদি।

ব্যাকরণে বিশেষণ বা গরনকে তিনভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১) মুঙ গরন/বিশেষ্যের বিশেষণ। ২) গরননি গরন/বিশেষণের বিশেষণ। ৩) খীলায়গরন/ক্রিয়া বিশেষণ।

এই ভাগগুলো নিয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করব। প্রথমে ককবরকে কিভাবে বিশেষণ পদ গঠিত হয় তা নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ককবরকে গরন ককথাই/বিশেষণ সাধারণতঃ মুঙ এর পরে বসে। অর্থাৎ মুঙ এর পর গরন ককথাই ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ

খা কীথার/পবিত্র মন, হিক কীতাল/নূতন বৌ, লামা কতর/বড় রাস্তা, য়াসুকু কলক/লম্বা নখ ইত্যাদি।

ককবরক ব্যাকরণে গরন ককথাই বা বিশেষণ পদ আটভাবে গঠিত হতে পারে।

ককবরক ককমাঅ দালচার লামতাই গরন ককথাই সীনামাই মানু।)

১) ধাতুর পূর্বে উাসা/উপসর্গ বসিয়ে গরন ককথাই/বিশেষণ পদ গঠন করা যায়।

ক-যোগে = কফন/জীর্ণ, কসক/পচা, কৎক/সুস্বাদ, কবর/পাগল, কতর/বড় ইত্যাদি।
ক-যোগে = কাহাম/ভাল।
ক-যোগে = কেফের/চ্যাপ্টা, কেচেপ, কেখেক, কেবেল ইত্যাদি।
ক-যোগে = কুচুক, কুফুর, কুফুঙ, কুতুং, কুমুন ইত্যাদি
ক-যোগে = কীচাম, কীফাক, কীবাং, কীখা, কীসাপ, কীপ্রাপ ইত্যাদি।
ক-যোগে = কিথিক, কিরিক।

২। ধাতুর অন্তে উাখ্লায়/প্রত্যয় যোগেও গরন ককথাই গঠিত হয়।

যেমনঃ		বুবুকযোগে	=	সিবুবুক (সি + বুবুক)
ব্রেব্রে		যোগে	=	খাব্রেব্রে (খা + ব্রেব্রে)
বেবে		”	=	খাবেবে (খা + বে বে)
ব্রু ব্রু		”	=	সি ব্রু ব্রু (সি + ব্রু ব্রু)
চুচু		”	=	ফাকচুচু (ফাক + চুচু)
চচ		”	=	ফাকচচ' (ফাক + চচ)
চুচুম		”	=	খীয়চুচুম (খীয় + চুচুম)
চচম		”	=	খীয়চচম (খীয় + চচম)
চমচম		”	=	খীয়চম খীয়চম (খীয় + চম)
দ্রু দ্রু		”	=	রুমুদ্রুদ্রু (রুমু + দ্রু দ্রু)
গুলুগুলু		”	=	সমগুলুগুলু
গেরেং গেরেং		”	=	সমগেরেঙ গেরেঙ, তীয়গেরেঙ গেরেঙ
দ্দু	প্রত্যয়	যোগে	=	ফুদ্দু (ফু + দ্দু)
গগ'	”	”	=	চেংগগ' (চেং + গগ')
হুহু	”	”	=	মতম হুহু (মতম + হুহু)
হেহেক	”	”	=	মীনাম হেহেক (মীনাম + হেহেক)
জাক	”	”	=	খীলায়জাক (খীলায় + জাক)
জিজি	”	”	=	খ্রাঙজিজি (খ্রাজ + জিজি)
জিজি	”	”	=	খ্রাঙজিজি (খ্রাঙ + জিজি) খ্রাঙজি খ্রাঙজি
খর' খর'	”	”	=	বাংখর' খর' (বাং + খর'খর') বুংখর' খর'
কক'	”	”	=	হিলিকক' (হিলিক + কক')

কীকী	”	”	=	হিলিকীকী, হিলিকীকীক (হিলিক + কীকীক)
লল’	”	”	=	পেকল’ল’ (পেক + লল’) তীয়লল’ ‘ফুল’ ল’
লীলীক	”	”	=	য়ালীলীক, কীলীলীক (কীলীক + লীলীক)
লীংলীং	”	”	=	থীলীং থীলীং, থীলীলীং।
লালা	”	”	=	খকলালা, উালালা (উার + লালা)
লেলে	”	”	=	তীয়লেলে, খালেলে, মাললেলে
মা সিসি	”	”	=	থুমাসিসি, হামাসিসি, থাংমাসিসি
মাসি	”	”	=	থাংমাসি, ফায়মাসি, কাপমাসি
মুরু মুরু	”	”	=	থীয়মুরু মুরু, হিমমুরু মুরু
পেপেক	”	”	=	সিপেপেক, সীরাপেপেক
পেপে	”	”	=	সীরাপেপে (সীরাপ + পেপে)
ফ্রে ফ্রে	”	”	=	রামফ্রেফ্রে (রাম + ফ্রেফ্রে)
পুপুক	”	”	=	রামপুপুক (রাম + পুপুক)
চেকেচেকে	”	”	=	রাম চেকে চেকে (রাম + চেকে চেকে)
প্লম প্লম	”	”	=	তীয়প্লম প্লম (তীয় + প্লম প্লম)
প্রাই প্রাই	”	”	=	খীনাপ্রাই প্রাই (খীনা + প্রাই প্রাই)
প্রম প্রম	”	”	=	সমপ্রম প্রম, নুকপ্রম প্রম
প্রু প্রু	”	”	=	খামপ্রুপ্রু (খাম + প্রু প্রু)
রর’	”	”	=	হিমরর’, থাংরর’, ফায়রর’, তীইরর’
রেরে	”	”	=	রমরেরে, থাংরেরে, আচুকরেরে, তাঙরেরে
সেসে	”	”	=	পুকসেসে, মুকসেসে
সিসি	”	”	=	কুঙসিসি, কর’সিসি
সস’	”	”	=	ফাকস’স’, নাঙসস’, খীয়সস’ মাকসস’
স্রু স্রু	”	”	=	মীনীয় স্রু স্রু, চাকস্রুস্রু
থক	”	”	=	চাথক, নীঙথক, খীলায়থক, তাঙথক
থ্রেং থ্রেং	প্রত্যয় যোগে		=	বাথ্রেং থ্রেং, লকথ্রেং থ্রেং
তীলাঙ তীলাঙ	”	”	=	সেংতীলাঙ তীলাঙ
তুরুতুরু	”	”	=	খীয়তুরুতুরু
থথ	”	”	=	বানথ’থ’ ইত্যাদি।

৩। ককচ্লীয় বা ধাতুর আগে পরে অর্থাৎ সামনে-পেছনে উাসা/উপসর্গ এবং উাখীলাই/প্রত্যয় যোগে গরন ককথাই গঠিত হতে পারে।

ককচীলীয়/ধাতু	উাসাযোগে/উপসর্গযোগে	উাখীলাই/প্রত্যয় যোগে
চাং	কী + চাং = কীচাং	কীচাং + ততক = কীচাংততক্।
সুম	কু + সুম = কুসুম	কুসুম + বই বই = কুসুমবইবই
সম	ক + সম = কসম	কসম + সিতরা = কসমসিতরা
চিক	ক + চিক কিচিক	কিচিক + কীপলা = কিচিককীপলা
ফেক	ক + ফেক = কেফেক	কেফেক + কবর = কেফেককবর
হাম	ক + হাম = কাহাম	কাহাম + কুক = কাহামকুক

৪। ধাতুর অন্তে 'থায়া' উাখীলাই বসলে গঠিত ককথাই বা পদটি গরন ককথাই বা বিশেষণ পদে পরিণত হয়।

যেমন ঃ পুঙ + থায়া = পুঙথায়া, চা + থায়া = চা-থায়া, লক + থায়া = লকথায়া, বারা + থায়া = বারাথায়া, হাম + থায়া = হামথায়া নুক + থায়া = নুকথায়া

৫। এক বা একাধিক মুঙ ককথাই বা বিশেষ্যপদ যদি একটি আর একটির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তখন নির্দেশিত সেই ককথাইটি গরন ককথাই এ রূপান্তর লাভ করে।

ফুনুকমারি ঃ রাঙচাক বীতাং = সোনার হার, উা-লাঠা = বাঁশের লাঠি, হলংলামা = পাথুরে রাস্তা, সরদীখাই = লোহার শেকল ইত্যাদি। এখানে মুঙ বা বিশেষ্য পদগুলো একটি অপরটির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করছে।

৬। কোন কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে আর একটি ব্যক্তি বা বস্তু হিসাবে দেখানো হলে সেক্ষেত্রে গরন ককথাই বা বিশেষণ পদ হয়।

ফুনুকমারি ঃ নীঙ মীতায় = তুমি দেবতা, নীঙ চাবায়ামা = তুমি রাক্ষস, নীঙ সীকাল = তুমি ডাইনী, নীঙ কীরীইরগনি মুকতকসা = তুমি গরীবদের চোখের মণি। এখানে মীতায়, চাবায়ামা, সীকাল এবং মুকতকসা হলো গরন ককথাই বা বিশেষণ পদ।

৭। তাছাড়া কোন ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর সংখ্যা বুঝালেও গণনাবাচক ককথাইগুলো গরন ককথাই এ পরিণত হয়।

যেমন— চকসা, চেঙনীয়, দেকথাম, লেপব্রীয়, কংবা কাইদক, রেচেকস্লি, খকচার, বিসিচুকু, লচি ইত্যাদি গণনাবাচক পদ।

যেমন ঃ নাই প্রত্যয় যোগে = চুকনাই, থীয়নাই, চানাই, বুথারনাই হামরিনাই, বুরিনাই, সুরিনাই, মালরিনাই, নুকরিনাই, সুপনাই ইত্যাদি।

নি প্রত্যয়যোগে = হা-নি, পাহথাকনি, ফায়মানি, উলনি, আবনি আরনি, অরনি ইত্যাদি

এবার বিশেষণের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১। মুঙগরন/বিশেষ্যের বিশেষণ

বিশেষ্যপদের গুণ, ধর্ম, অবস্থা ইত্যাদি যে পদের দ্বারা প্রকাশ পায় তা-ই বিশেষ্যের বিশেষণ। এটাকে ককবরকে বলে মুঙগরন। আরও বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে, যে ককথাই বা পদের দ্বারা একটি মুঙ ককথাই বা বিশেষ্যপদের অবস্থা, পরিমাণ, সংখ্যা, ক্রম, গুণ, ধর্ম ইত্যাদি প্রকাশ পায় বা জানা যায় তাকে মুঙগরন বা বিশেষ্যের বিশেষণ বলে।

(মুঙ ককথাইনি কাহাম-হাময়া, বাংমা-বাংয়া, তমুঙ-চামুঙ, গীরীঙ অবতীই রগন' ফীলাং ফীলাং সাকীলায়ীই এবা ফুনুগীই রিনাই ককথাইন হীনু মুঙগরন ককথাই।)

ফুনুকমারি ঃ চেবায় কাহাম, রাঙ খববা, বুবাব মতম, লাম কতর, দেক চুক, তঙমুঙ কাহাম, গীরীঙ হাময়া, কুঙফের ইত্যাদি। পর্যায়ক্রমিক এই ককবরক ককথাইগুলোর বাংলা অর্থ হলো ঃ ভাল ছেলে, পাঁচ টাকা, সুগন্ধি ফুল, বড় রাস্তা, উঁচু ডাল, সুচরিত্র, কুস্বভাব, খাদা নাক ইত্যাদি।

২। গরননি গরন/বিশেষণের বিশেষণ

ক্রিয়া বিশেষণ অথবা নাম বিশেষণের ভাল-মন্দ, অবস্থা, প্রকার ইত্যাদি যে ককথাই/ পদের দ্বারা প্রকাশ পায় তাকে বিশেষণের বিশেষণ বলে।

(মুঙগরন এবা খীলায় গরননি কাহাম-হাময়া, তঙমুঙ-চামুঙ, গীরীঙ অবতীইরগন' সুরনাই-এবা সানাই-ককথাইন হীনু গরননি গরন।)

ফুনুকমারি ঃ কীচাংততক, কিচিককীপলা, কসমসিতরা, কাহামকুক, বেলাই নায়থক, নায়থককুক, পুঙথায়া, লকথায়া, লকথেরেঙ থেরেঙ, মতম জিপ জিপ, মতম তীইলীলীক, মীনাম হেকেহেক, য়ালীলীকনি কীলীলীক, কর্সম মিলিক, সেংতীলাঙ-তীলাঙ, বুংখর'খর' ইত্যাদি।

৩। খীলায়-গরন/ক্রিয়া-বিশেষণ

কোনও পদের দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদনের অবস্থা বর্ণিত হলে বা জানা গেলে তাকে বলে খীলায়রগন/ ক্রিয়া-বিশেষণ।

(খীলায় বাহাইখে বিনি সামুঙ তাঙখা আবরগ ফুনুগীই রিনাই ককথাইন হীনু খীলায়গরন।)

ফুনুকমারি ঃ

খীনা প্রাইপ্রাই, নুকপ্রাই প্রাই, হিমরহ', চা-রব', চাথক, নীঙথক, খীলায়থথক, চা-থায়া,

মীনায়তীতীই, কাপকতর কাপ, বহক রাকসাই মীনায়, তাঙকতর-তাঙ, থুরাজা-থু ইত্যাদি খীলায়রগন বা ক্রিয়া বিশেষণকে ককবরকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১। জরারীকনাই খীলায়রগন/সময় নির্দেশক ক্রিয়া বিশেষণ। যে খীলায়গরন দ্বারা ক্রিয়াপদের কাজের সময় নির্দেশিত হয় তাকে বলে জরা রীকনাই-খীলায়গরন বা সময় নির্দেশক ক্রিয়া বিশেষণ।

ফুনুকমারি ঃ

ক) মীনায় তিনি ফুঙগ চীঙন নাসিঙগীই তঙনাফুল = মীনায় আজ সকালে আমাদেরকে অপেক্ষা করে থাকবেন বলে জানা যায়।

খ) বুবাগ্রা মিয়াঅ সীরাপসানি বাগীই হুগ' ফায়খা = মালিক গতকাল কিছুক্ষণের জন্য জুমে এসেছিলেন।

এই দুটি বাক্যে 'ফুঙগ', মিয়াঅ এবং সীরাপসানি বাগীই হলো খীলায়গরন ককথাই।

২। থায় (place) রীকনাই খীলায়রগন/স্থান নির্দেশক ক্রিয়া বিশেষণ পদের শেষে 'র' এর অবস্থানের ভিত্তিতে অর্থাৎ যে খীলায় গরণ দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদনের স্থান নির্দেশিত হয় তাকে বলে থায় রীকনাই খীলায়রগন বা স্থান নির্দেশক ক্রিয়া বিশেষণ।

ফুনুকমারি ঃ

ক) নীঙ অর'নি কুতুলদি/তুমি এখান থেকে সরে যাও। খ) নীঙ বর' থাং/তুমি কোথায় যাও ইত্যাদি।

৩। তঙমুঙ রীকনাই খীলায়রগন/অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য নির্দেশক ক্রিয়া বিশেষণ।

যে খীলায়রগন দ্বারা ক্রিয়ার অবস্থা বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তাকে তঙমুঙ রীকনাই খীলায়রগন বা অবস্থা/বৈশিষ্ট্য নির্দেশক ক্রিয়া বিশেষণ বলে।

ফুনুকমারি ঃ

ক) দা সেনারায়নি তমুঙ চাথায়া = সেনারায়দার ব্যবহার বেশী ভাল নয়। খ) ব কক সানানি রীঙয়া = কিভাবে কথা বলতে হয় সেটা সে জানেনা। গ) বিনি হিমমুঙ নায়থকয়া = তাঁর চলন বাঁকা অথবা চলনে সৌন্দর্যের অভাব।

এই তিনটি বাক্যে তঙমুঙ, ককসানানি এবং হিমমুঙ এই পদগুলো হলো তঙমুঙ রীকনাই খীলায়রগন/অবস্থা অথবা বৈশিষ্ট্য নির্দেশক ক্রিয়া।

৪। বাংমুঙ রীকনাই খীলায়রগন/পরিমাণ বাচক ক্রিয়া বিশেষণ ঃ যে পদের দ্বারা ক্রিয়ার সংখ্যা, পরিমাণ, গুণগত পরিমাণ ইত্যাদি বুঝানো হয় তাকে বলে বাংমুঙ রীকনাই খীলায়রগন

বা পরিমাণবাচক ক্রিয়া বিশেষণ।

ফুনুকমারি ঃ

ক) নিনি আব' মজম' হামরর' বীলা/তোমার ওটা তো তুলনামূলক ভাল। খ) খুমপুয়নি রাঙ-রি কীরীইর্থা/খুমপুই এর অঢেল টাকা পয়সা নেই।

এই দুটি বাক্যে হামরর' এবং কীরীইথা হচ্ছে বাংমুঙ রীকনাই'খীলায়রগন।

৫। সীংমুঙ রীকনাই খীলায়রগন/প্রশ্নসূচক ক্রিয়া বিশেষণ

ক) ব তাম'নি ফায়খা/সে কেন আসে নাই? খ) নীঙ তাম' খীলায়/তুমি কি কর? গ) নীঙ বুফুরু থাংনাই/তুমি কখন যায়? এই তিনটি বাক্যে তাম'নি, তাম' বুফুরু ইত্যাদি পদগুলো হচ্ছে সীংমুঙ রীকনাই খীলায়রগন বা প্রশ্নসূচক ক্রিয়া বিশেষণ।

গরনারি/তুলনামূলক বিশেষণ

গরনারি হলো তুলনামূলক বিশেষণ। এতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে ভাল-মন্দ বিষয়ে তুলনা বুঝানো হয়। তাই একাধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে ভাল-মন্দ বিষয়ে উৎকর্ষ-অপকর্ষ ইত্যাদি বোঝালে তাকেই গরনারি বা তুলনামূলক বিশেষণ হিসাবে অভিহিত করা হয়। (গীরীঙ দালসান' রীকজাক কায়সা এবা কায়সানি সীলাই কীবাং মুঙনি বিসিংগ সুরমুঙন' হীনু গরনারি)।)

গরনারি মোট তিনপ্রকার। যথা ঃ ১) সংদারি গরনারি/positive degree ২) সুরনীয় গরনারি/comperative degree ৩) সুরবাং গরনারি/superlative degree।

১। সংদারি গরনারি/positive degree

সংদারি গরনারি' তে তুলনা বুঝানো হয় না ; শুধুমাত্র গরন'এর মূল রূপটিই ব্যবহৃত হয়। অতএব তুলনা না বুঝিয়ে গরন এর মূল রূপটিই শুধুমাত্র ব্যবহৃত হলে তাকে সংদারি গরনারি বা positive degree বলা হয়।

(মুংসাসীকনি গরন সাজাকখে বন' হীনু সংদারি গরনারি।)

বরচুকফাঙ বেদেকসেরেম = শিমূলের শাখা সাধারণত নরম থাকে। এখানে গরন বা বিশেষণগুলো কারও সঙ্গে তুলনা বুঝায় না। শুধু তার মূল রূপটিই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এই গরন বিশেষণটি সংদারি গরনারি/ positive degree।

২। সুরনীয় গরনারি/comperative degree

এক্ষেত্রে দুটি ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা বুঝায়। দুটি ভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা অর্থাৎ

উৎকর্ষ-অপকর্ষ ইত্যাদি বুঝায় বলেই সুরনীয় গরনারি বা comperative degree হয়। (মুঙনীয় এবা কায়নীয়নি বিসিং কাহাম-হাময়া, কলক-বারা আবতীইরগ সুরসাউই সাজাকমান' হীনু সুরনীয় গরনারি।)

ফুনুকমারি ঃ

১) কীচাংতিনি সীলাই মীচাঙটি নাইথক = কীচাংতির চেয়ে মীচীঙতি আরও সুন্দর। ২) দাফ্র কলক, ফিয়াবা চমরক তেইব কলক = দাফ্র লম্বা, কিন্তু চমরক আরও লম্বা। ৩) মুনদুল ফাঙনি সীলাই গুর্জুরফাঙ তেইব কুচুক = মুনদুল গাছের চেয়ে গর্জন গাছ আরও উঁচু।

উপরের তিনটি বাক্যের প্রত্যেকটিতেই দুইটি বিশেষ্য পদের মধ্যে তুলনা বোঝাচ্ছে। প্রথম বাক্যে সৌন্দর্যগতভাবে, দ্বিতীয় বাক্যে দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে এবং তৃতীয় বাক্যে উচ্চতার দিক দিয়ে এই তুলনা করা হয়েছে। তাই গরন ককথাইটি হয়েছে সুরনীয় গরনারি/comperative degree। সীলাই, তেইব এই দুটি পদের দ্বারা আমরা তা বুঝতে পারি।

নোটস্ ঃ সুরনীয় গরনারি বাক্যে সংদারি গরনারি বা positive degree এর বর্তমান রূপটিই বহাল থাকে। তার বর্তমান রূপের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটেনা। কিন্তু এই গরন পদের পূর্বে সীলাই, তেইব/তেব' ইত্যাদি তুলনাবোধক পদগুলি ব্যবহৃত হবে। অর্থাৎ এই পদগুলো গরন ককথাই' এর পূর্বে সংদানি গরনারি/positive degree কে সুরনীয় গরনারি/comperative degree তে রূপান্তরিত করে।

৩। সুরবাং গরনারি/superlative degree

এক জাতীয় দুই এর অধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে উৎকর্ষ-অপকর্ষ বা তুলনা বুঝাতে সুরবাং গরনারি/superlative degree হয়।

(কায়নীয়নি কীবাং এবা মুঙনীয়নি কীবাংন সুরসামানিন' হিনু সুরবাং গরনারি/superlative degree।)

ফুনুকমারি ঃ

১। জতত'নি বিসিং সুলেংন' কলক = সকলের মধ্যে সুলেঙগই লম্বা। ২। কামিনি সিকলারগনি বিসিং মীচাংতি নায়থককুক = পাড়ার যুবতীদের মধ্যে মীচাংতি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী। ৩। বুয়নি সীলাই বিনি হুগ'ন মায় হামকুক খা = অন্যদের তুলনায় তার জুমেই ফসল সর্বাপেক্ষা ভাল হয়েছে। ৪। ফাঙনি বের' বীরীইফাঙ কতরকুক = গাছের মধ্যে বটগাছ সবচেয়ে বড় হয়। ৫) খেপেংরায়ন' অর' জত'নি ফানগীনাঙ = থেপেংরায়ই এখানকার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী লোক। ৬। অ হাফার' থেমরাঙনি বারা থাকজাক পেরেতকুক কীরীই = এই দুনিয়ায় থেমরাঙ

এর ন্যায় খারাপ লোক আর হয় না।

উপরের বাক্যগুলোতে দুই এর অধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা বোঝানো হয়েছে। তাই বাক্যগুলোর গরনারি হয়েছে সুরবাং গরনারি বা superlative degree।

নোট ঃ

বিশেষণ/গরন পদের শেষে কুক প্রত্যয় যোগ করে এবং পূর্বে জত'নি, জত'নি স্লাই, জত'নি বিসিং, বের', বেলাই ইত্যাদি উপসর্গ/উাসা বসিয়ে এটাকে সুরবাং গরনারিতে পরিণত করা যায়।

ফুনুকমারি ঃ

সংদারি গরনারি/ positive degree	সুরনীয় গরনারি/ comperative degree	সুরবাং গরনারি superlative degree
কাহাম	সীলাই কাহাম	কাহামকুক
কুফুর	তাইব কুফুর	কুফুরকুক
নায়থক	বেলায় নায়থক	নায়থককুক

এভাবে সংদারি গরনারি থেকে সুরনীয় এবং সুরবাং গরনারিতে পরিণত করা যায়।

খীলায় ককথাই/ক্রিয়াপদ

বাক্যের প্রাণ খীলায় ককথাই হচ্ছে কর্মবোধক পদ। খীলায় ককথাই বা ক্রিয়াপদ ভিন্ন বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না। এই কর্মবোধক শব্দ দ্বারা করা, হওয়া, থাকা ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ পায়। কোনও বাক্যে অবস্থা বিশেষে ক্রিয়াপদ অনুপস্থিত বা উহ্য থাকতে পারে। কিন্তু এর উপস্থিতি অনুভব করা যায়। সুতরাং আমরা বলব— যে পদের দ্বারা করা, হওয়া, থাকা ইত্যাদি কর্মবাচক অর্থ প্রকাশ পায় তাকে খীলায় ককথাই বা ক্রিয়াপদ বলে।

(ককথাই থাইসানি ককমাঙতাই আংমা, তাঙমা, খীলায়মা আবতাইরগ সাজাকে আবন' হিনু খীলায় ককথাই।)

ককচ্লীয়/ধাতু ঃ ক্রিয়াপদ বা খীলায় ককথাইকে ভাঙ্গলে এর একটি অবিভাজ্য মূল অংশ পাওয়া যায়। এই অবিভাজ্য অংশই ককচালীয় বা ধাতু। সুতরাং আমরা বলব— খীলায় ককথাই বা ক্রিয়াপদের মূল অর্থ প্রকাশক অবিভাজ্য অংশকে ধাতু বা ককচালীয় বলে।

ফুনুকমারি ঃ

রীচাপদি/গান গাও = রীচাপ + দি, থাংখীনা/সম্ভবতঃ গিয়েছে = থাং + খ্না, রমনিয়া/ধরবেনা = রম + নিয়া, তঙগ/আছে = তঙ + অ, চাখা/খেয়েছে = চা + খা, মীসাউানী/নাচবে = মীসা + আনী, চাউই/খেয়ে = চা + ঔই ইত্যাদি। উল্লিখিত ককথাই বা পদগুলোর ধাতু হচ্ছে যথাক্রমে— রীচাপ, থাং রম, তঙ, চা, মীসা, চা ইত্যাদি। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিশ্লেষিত ক্রিয়াপদের মূল বা অবিভাজ্য অংশই হলো ধাতু বা ককচীলীয়। ধাতুর সঙ্গে সিনিমারি ইত্যাদি যোগে যে পদ গঠিত হয় তা-ই ক্রিয়াপদ বা খীলায় ককথাই।

(খীলায় ককথাইনি খালজাক কক বথুমানন' ককচালীয় হীনু।)

ফুনুকমারি ঃ ককচীলীয় বা ধাতু ককবরকে দুরকম—

ককচীলীয়/ধাতু	উাসা/উপসর্গ	গঠিত ককচীলীয় কুমুন
ফাই	বু	বুফাই
চিক	ক	কিচিক
খুরুপ	কু	কুখুরুপ
খুরুপ	ব	বুখুরুপ
হিম	ম	মিহিম
থর	ম	মথর
থুং	ম	মুথুং
থাক	ম	মীথাক
থাক	ব	বীথাক
খক	ফ	ফেখক
খক	ক	কেখক
খক	ব	বখক
রিঙ	ফ	ফিরিঙ
লক	ফ	ফলক
নুক	ফ	ফুনুক
রীঙ	ফ	ফীরীঙ
চেক	র	রেচেক
তম	র	রতম

চিক	স	সিচিক
বাই	স	সীবাই

২। ককচীলীয় সিনিমারি বা প্রত্যয় যোগে যে ধাতুকে সরাসরি খীলায় ককথাই বা ক্রিয়াপদে পরিণত করা যায় তাকে বলে ককচীলীয় কুমুন বা সিদ্ধ ধাতু।

উদাহরণ ঃ

থাং/যাওয়া, ফায়/আসা, বীচা/দাঁড়ানো, সিচা/জাগ্রত হওয়া, চা/খাওয়া, নীঙ/পান করা, কীবা/বমি করা, অঙখীলাই/ওগলানো ইত্যাদি।

ককবরকে দুভাবে ক্রিয়াপদ গঠিত হতে পারে। প্রথমতঃ ককচীলীয় বা ধাতুর উত্তর প্রত্যয় বা উাখীলাই যোগ করে, দ্বিতীয়তঃ ককচালীয় বা ধাতুতে সিনিমারি বা বিভক্তি যোগ করে।

১। ককচীলীয় বা ধাতু-অন্তে প্রত্যয় যোগ করে গঠিত ক্রিয়াপদের উদাহরণ ঃ

প্রত্যয়/উাখীলাই	ককচীলায়/ধাতু	খীলায় ককথাই/ক্রিয়াপদ
খ্না	সীয়	সীয়খীনা
চুরুমা	সীয়	সীয়চুরুমা
খামুন	সীয়	সীয়খামুন
থায়া	সীয়	সীয়থায়া
তীলায়	সীয়	সীয়তালায়
জাক	সীয়	সীয়জাক
বর’	সীয়	সীয়বর’
প্রাইপ্রাই	সীয়	সীয়প্রাই প্রাই
থক	সীয়	সীয়থক

২। ককচীলায় বা ধাতুর উত্তর ক্রিয়াবিভক্তি যোগে গঠিত ক্রিয়াপদ।

ককচী লীয় সিনিমারি/ক্রিয়া বিভক্তি	ধাতু/ককচীলীয়	খীলায় ককথাই/ক্রিয়াপদ
অ	থাং	থাংগ
খা	থাং	থাংখা
আনী	থাং	থাংগানী
আঁই তঙ অ/উ	থাং	থাংগাঁই তঙগ/তঙগু
আঁই তঙ আনী	থাং	থাংগাঁই তঙগানী
খে	থাং	থাংখে

না	থাং	থাংনা
নাই	থাং	থাংনাই ইত্যাদি।

৩। সব ক্রিয়াপদের সাহায্যে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত নাও হতে পারে। এমন কিছু ক্রিয়াপদ আছে যার সাহায্যে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। আবার এমন কতকগুলো ক্রিয়াপদ আছে যার দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। তাই অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা অনুযায়ী ক্রিয়াপদকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। ক) মীথাক খীলায়/সমাপিকা ক্রিয়া খ) মীথাকয়া খীলায়/অসমাপিকা ক্রিয়া।

ক) যে খীলায় ককথাই/ক্রিয়াপদ একটি বাক্যের পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশে সক্ষম তাকে বলে মীথাকখীলায় বা সমাপিকা ক্রিয়া।

(তাংসা ককবীতাংনি ককমাঙ মীথাকসুকনাই খীলায় ককথাইন' হীনু মীথাকখীলায়।)

মীথাক খীলায় এর বিভক্তি ও প্রত্যয় সমূহ নিম্নরূপ ঃ

অ, খা, উ, নাই, আনী, য়ানা, দি, খামুন, খীনা, নিয়া লিয়া ইত্যাদি।

ফুনুকমারি ঃ

অ	যোগে	=	ব থাংগ/সে যায়।
খা	”	=	চীঙ মায় চাখা/আমরা ভাত খেয়েছি।
উ	”	=	আঙ নুগু/আমি দেখি।
নাই	যোগে	=	সাব' সাব' থাংনাই/কে কে যাচ্ছে।
আনী	”	=	আঙ থাংগানী/আমি যাব।
য়ানা	”	=	ব থাংয়ানা/সম্ভবতঃ সে যায়নি।
দি	”	=	আরঅ তা থাংদি/সেখানে যেওনা।
খামুন	”	=	সাখে আঙ তঙখামুন/বললে আমি থাকতাম।
খীনা	”	=	ব-ন' অ স[illegible] দরারিখীনা/সম্ভবতঃ সেই এই কাজ পণ্ড করেছে।
নিয়া	”	=	ব থাংনিয়া/সম্ভবতঃ সে যায়নি।
লিয়া	”	=	আঙ থাংলিয়া/আমি যায় নি ইত্যাদি।

উপরোক্ত বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদগুলো মীথাকখীলায়/সমাপিকা ক্রিয়ার উদাহরণ।

খ) মীথাকয়া খীলায় বা অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বাক্য শেষ হয় না। শুনবার বা বলবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই যায়। অর্থাৎ এই ক্রিয়া বাক্য শেষ করতে পারে না। এর দ্বারা

বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না। এককথায়— যে পদ একটি বাক্যের পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশে অক্ষম তাকে বলে মৌথাকয়া খৌলায় বা অসমাপিকা ক্রিয়া।

(ককবৌতাং তাংসান' মৌথাগৌই মানয়া খৌলায়ন' মৌথাকয়া খৌলায় হিনু।)

এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার এবং তা হলো সমাপিকা ক্রিয়া/মৌথাক খৌলায় এর সঙ্গে যুক্ত এমন প্রত্যয় বা ক্রিয়া বিভক্তি বাদে বাকী সবগুলোই মৌথাকয়া খৌলায়/অসমাপিকা ক্রিয়া।

ফুনুকমারি ঃ

ঔই যোগে	=	আঙ হাবাঅ থাংগৌই/আমি জুম ক্ষেত্রে গিয়ে। এই বাক্যের ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়নি।
খে "	=	ব নক স্নামখে/সে ঘর নির্মাণ করলে। এক্ষেত্রে বাক্যের অর্থ অসম্পূর্ণ থেকেছে।
য়াউই"	=	মকল নুকয়াউই/চোখে না দেখে। এটাও অসম্পূর্ণ ক্রিয়াপদের অসম্পূর্ণ বাক্য।

দেখা যায়, তিনটি বাক্যের ক্রিয়াপদই অসমাপ্ত অর্থাৎ ক্রিয়ার কাজ শেষ হয় নাই এরূপ বোঝাচ্ছে। তাই এগুলো মৌথাকয়া খৌলায় বা অসমাপিকা ক্রিয়া।

ককবরকে মৌথাকয়া খৌলায় বা অসমাপিকা ক্রিয়াপদ চেনার জন্য কিছু ধ্বনি ও ধ্বনিগুচ্ছের কথা সবসময় মনে রাখতে হবে। ঔই এবং খে এ দুটি ধ্বনি সবসময় অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে। একের অধিক অসমাপিকা ক্রিয়া একটি বাক্যে অবস্থান করতে পারে। কিন্তু অর্থ সমাপ্তির জন্য একটি সমাপিকা ক্রিয়া অন্ততঃ ব্যবহার করতেই হবে। যেমন ঃ ব খাচিগৌই য়কখা/সে পালিয়ে বেঁচেছে। আঙ মায় চাঅই ফায়ানৌ/আমি ভাত খেয়ে আসব। নৌঙ থাংখে আঙ ফায়নাই/তুমি গেলে আমি আসব। নুকয়াউই কক তা সাদি/না দেখে বলো না ইত্যাদি।

তাঙজাকনাই খৌলায়/সকর্মক এবং তাঙজাকযা খৌলায়/অকর্মক ক্রিয়া

বাক্যস্থিত কর্মপদের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতেও খৌলায় ককথাইকে ভাগ করা যেতে পারে। এটা দু'ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ ১) তাংজাকনাই খৌলায়/সকর্মক ক্রিয়া এবং ২) তাঙজাকয়া খৌলায়/অকর্মক ক্রিয়া।

১। তাঙজাকনাই খৌলায়/সকর্মক ক্রিয়া ঃ যে খৌলায় বা ক্রিয়াপদের কর্ম থাকে তাকে তাঙজাকনাই খৌলায় বা বাংলায় সকর্মক ক্রিয়া বলে।

(খৌলায়' তমুং তাঙজাকনাই তঙখে আব-ন' তাঙজাকনাই খৌলায়।)

ফুনুকমারি ঃ

আতা মায় চাঅ/দাদা ভাত খায়। আতিকুল বল নাঅ/আতিকুল লাকড়ি সংগ্রহ করে। বুকমালি তীয় খণ্ড/হুকমালি জল তুলে। এই বাক্যগুলোতে চাঅ, নাঅ, খণ্ড হলো তাঙজাকনাই খীলায়/সমাপিকা ক্রিয়া। কারণ কর্মকে ভিত্তি করেই এই ক্রিয়াপদগুলোর পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটেছে।, এই ক্রিয়াপদগুলোকে তাম'/কি দিয়ে প্রশ্ন করলেই বাক্যে কর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। অর্থাৎ বাক্যস্থিত কর্মপদটিকে পাওয়া যায়।

এখানে প্রথম বাক্যেআতা মায় চাঅ— এই বাক্যটিকে জিজ্ঞেস করা যাক। আতা তাম' চা/দাদা কি খায়? উত্তর হবে— মায় চাঅ/ভাত খায়। এখানে মায় বা ভাত হচ্ছে চাঅ/খায় ক্রিয়ার কর্ম। সুতরাং ক্রিয়াটি সকর্মক।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাক্যেও তাম'/কি দিয়ে ক্রিয়াপদটিকে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় যথাক্রমে বল/লাকড়ি এবং তীয়/জল। সুতরাং ক্রিয়া দু'টিও সকর্মক ক্রিয়া।

নোট ঃ খীলায় ককথাই/ক্রিয়াপদটিকে তাম'/কি দিয়ে প্রশ্ন করে যদি উত্তর মেলে তাহলে বুঝতে হবে যে, খীলায় ককথাই টি তাঙজাকনাই খীলায়/সকর্মক ক্রিয়া।

২। তাঙজাকয়া খীলায় বা অকর্মক ক্রিয়া ঃ যে খীলায় বা ক্রিয়ার কর্ম থাকে না, যার দ্বারা কেবল অস্তিত্ব, ঘটনা বা অবস্থান বোঝায় তাকে বলে তাঙজাকয়া খীলায়/অকর্মক ক্রিয়া। (খীলায়' তমু তাঙজাকনাই কীরীইখে বন' হিনু তাঙজাকথা খীংলায় ! তাঙজাকনাই কীরীইখেন' তাঙজাকয়া খীলায় অীংগু।)

ফুনুকমারি ঃ

আঙ রীচাবু/আমি গাই। ব সীয়'/সে লিখে। আঙ হাবাঅ থাংগ/আমি কর্মক্ষেত্রে যাই।

এই তিনটি বাক্যে ক্রিয়াপদকে ভিত্তি করে কিছু প্রশ্ন করা যাক। প্রথম বাক্যে আঙ তাম' রীচাপ/আমি কি গাই? উত্তর কিছুই মেলে না। অর্থাৎ এ বাক্যের কোন তাঙজাকনাই/কর্ম নেই। এককথায় কর্মহীন ক্রিয়া। তাই বীচাব' এই ক্রিয়াপদটি তাঙজাকয়া খীলায়/অকর্মক ক্রিয়া।

আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যেও তাই। এখানেও ক্রিয়াপদটিকে ভিত্তি করে তাম'/কি দিয়ে প্রশ্ন করলে কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। সুতরাং এই দুটি বাক্যের ক্রিয়াপদটিও তাঙজাকয়া খীলায় বা অকর্মক ক্রিয়া। কারণ এগুলোতেও ক্রিয়া কর্মহীন অর্থাৎ কর্মের অনুপস্থিতি।

নোট ঃ খীলায়/ক্রিয়াপদটিকে তাম'/কি দিয়ে প্রশ্ন করলে এবং কোন উত্তর পাওয়া না গেলে তাঙজাকয়া খীলায় বা অকর্মক ক্রিয়া হয়।

তাঙজাকনীয় খীলায়/দ্বিকর্মক ক্রিয়া

যেখানে সকর্মক ক্রিয়ার বা তাঙজাকনাই খীলায় এর দুটি কর্ম থাকে, সেখানে তাঙজাকনীয় খীলায়/দ্বিকর্মক ক্রিয়া হয়। দু'টি সকর্মক ক্রিয়ার মধ্যে একটি প্রাণী বা ব্যক্তিবাচক এবং অপরটি অপ্রাণী বা বস্তুবাচক হয়। সুতরাং বলা যায়— যে সকর্মক ক্রিয়ার একটি প্রাণীবাচক বা ব্যক্তিবাচক এবং অপরটি বস্তুবাচক বা অপ্রাণীবাচক কর্ম থাকে, সেই ক্রিয়াকে বলা হয় দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

(খীলায়' তমুং তাঙজাকনাই মুঙনীয় তঙখে বন' হীনু তাঙজাকনীয় খীলায়।)

ফুনুকমারি ঃ

বায় নন' কুক রমরিঅ/দিদি তোমাকে ফড়িং ধরতে দেয়। বীতা বন' মীখ্রা বীসা রিফায়'/তার ভাই তাকে বানর বাচ্চা এনে দেয়।

উপরের বাক্য দুটিতে খীলায় ককথাই বা ক্রিয়াপদ যথাক্রমে রমরিঅ এবং রিফায়'। এই ক্রিয়াপদগুলোকে তাম'/কি দিয়ে প্রশ্ন করলে প্রথম বাক্যে কুক/ফড়িং এবং দ্বিতীয় বাক্যে মীখ্রা বীসা/বানর বাচ্চা এই দুটি কর্মপদ পাওয়া যায়। এই দুটি কর্মপদের দুটিই প্রাণীবাচক। আবার সাব'ন' বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে পাওয়া যায় যথাক্রমে নন'/তোমাকে এবং বন'/তাকে। এখানেও দুটি তাঙজাকনাই ককথাই বা কর্মপদ পাওয়া যায়। এই দুটি কর্মই ব্যক্তিবাচক। মোট কথা— রমরিঅ ক্রিয়ার দুটি কর্মপদ। একটি কুক এবং অপরটি নন'। তদনুরূপ রিফায়' ক্রিয়াপদেরও দুটি কর্মপদ আছে— যথাক্রমে মীখ্রাবীসা এবং বন' অর্থাৎ বানর বাচ্চা এবং তাকে। সেজন্য এই দুটি ক্রিয়াই দ্বিকর্মক ক্রিয়া বা ককবরকে তাঙজাকনীয় খীলায়।

ককচালীয় বায় ককচালায় কীথাই ককচালীয়/দু'টি ধাতুর মিলনে ধাতু

ককবরকে দুটি ধাতু বা ককচালীয় এর মিলনে ককচালীয় বা ধাতুর সৃষ্টিও হয়। অর্থাৎ দুটি ধাতুর মিলনে নূতন ধাতু উৎপন্ন হয়।

ককচালীয় থাইনীয় কীথালায়াই খীলায় অীংগ।

চক + খাক = চখাক— খুনতি জাতীয় সরঞ্জাম দিয়ে মাটি খোদাই অর্থে। তক + খাক = তখাক — লাঠি বা রড় জাতীয় অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা। বু + খাক = বুখাক— লাঠি জাতীয় দ্রব্যের সাহায্যে মারতে থাকা বা আঘাত করা। সুক + ফেরে = সুফেরে— তীক্ষ্ণ বল্লম বা ছুরি জাতীয় অস্ত্রের সাহায্যে ঘাই দেওয়া।

উপরের প্রত্যেকটি উদাহরণ দুটি ককচালীয় বা ধাতুর মিলনে উৎপন্ন। দুটি ধাতুর সমন্বয়েই এক্ষেত্রে আমরা নতুন ককচালীয় বা ধাতু পাচ্ছি।

খরক/পুরুষ

বাক্যে অবস্থিত মুঙ/বিশেষ্য ও মুঙসীলাই/সর্বনাম পদগুলোকে পৃথকভাবে চিনিয়ে দেবার জন্য যে ককথাই/পদের ব্যবহার করি সেটাই খরক/পুরুষ। এই খরক/পুরুষ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ

১) সানাইখরক/উত্তম পুরুষ
২) সাজাকনাই খরক/মধ্যম পুরুষ
৩) কুবুনি খরক/প্রথম পুরুষ বা নাম পুরুষ

১) সানাই খরক/উত্তম পুরুষ

১) বাক্যে যিনি কথা বলেন তিনিই উত্তম পুরুষ। কথা বলার সময় যিনি বা যারা নিজের নামের পরিবর্তে যে মুঙসীলাই ককথাই/সর্বনাম পদ ব্যবহার করেন তাকেই উত্তম পুরুষ/সানাই খরক হিসাবে ধরে নেওয়া হয়।

(বাইথাঙ কক সানাইন হীনু সানাই খরক।)

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

আঙ = আমি, চীঙ = আমরা
আনি = আমার, চিনি = আমাদের
আন' = আমাকে, চীঙন = আমাদিগকে

ককবরক এ সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে কতকগুলো নিয়মকানুন বা পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতি বা বৈশিষ্ট্যগুলো জানা থাকা একান্ত দরকার। তা হলো সানাই খরক/উত্তম পুরুষের 'আনি' ককথাই দ্বারা সম্পর্ক নির্ধারণের সময় 'আঙ' 'আ' অংশটি সম্পর্কবাচক পদের প্রথমে ব্যবহৃত হয়।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

আনি বায়ুঙ (আমার ভাগ্নে) = আঙ বায়ুঙ
আনি হিক (আমার স্ত্রী) = আঙহিক/আঁহিক
আনি বাচাই (আমার বৌদি) = বাচাই/আঙবাচাই
আনি সায় (আমার স্বামী) = আঙসায়
আনি মা (আমার মা) = আমা

আনি ফা (আমার বাবা) = আফা
আনি বায় (আমার দিদি) = আবি/বায়
আনি তয় (আমার মাসী) = আতয়
আনি চু (আমার পিতামহ) = আচু
আনি চাঁই (আমার পিতামহী) = আচাঁই

২) সাজাকনাই খরক/মধ্যম পুরুষ

একটি ককবরক বাক্যে যাকে কিছু বলা হয় তাই মধ্যম পুরুষ/সাজাকনাই খরক। অর্থাৎ শ্রোতার নামের পরিবর্তে যে মুঙসৌলাই/সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয় তাকেই সাজাকনাই খরক/মধ্যম পুরুষ বলে।
(খীনানাইনি মুঙন স্লায়ীই আচুকনাই মুঙস্লাইন সাজাকনাই খরক হিনু।)

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

নীঙ = তুমি　　নরগ = তোমরা
নিনি = তোমার　　নরগনি = তোমাদের
নন' = তোমাকে　　নরগন'= তোমাদিগকে ইত্যাদি।

নোট ঃ ককবরকে তুমি অথবা আপনি এ দুটো পদের জন্য কোন আলাদা পদ ব্যবহৃত হয় না। নীঙ বললেই তুমি অথবা আপনি উভয়কে বোঝানো হয়। অর্থাৎ মধ্যম পুরুষের একটি পদের মাধ্যমেই এই দুটো পদের অর্থ প্রকাশ পায়।
সাজাকনাই খরক/মধ্যম পুরুষে 'নিনি' ককথাই দ্বারা সামাজিক সম্বন্ধ প্রকাশ করার সময় সম্বন্ধবাচক পদের আগে ন, না, নু, নী ইত্যাদি বসে ও সামাজিক সম্পর্কসূচক অর্থ প্রকাশ করে।

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

নিনি মা (তোমার মা) = নীমা
নি নি উায় (তোমার ছোট বোনের জামাই/স্ত্রীর বড় ভাই) = নুউায়
নিনি হামজীক (তোমার পুত্রবধূ) = নাহামজীক
নিনি হানক (তোমর ছোট বোন) = নাহানক
নিনি তা (তোমার দাদা) = নীতা

নিনি ফা (তোমার বাবা) = নীফা

নিনি তয় (তোমার মাসীমা) = নতয়

নিনি তয়জীক (তোমার মাসিমা) = নতয়জীক

নিনি কুমুয় (তোমার জামাইবাবু) = নুকুমুয়

৩। কুবুনি খরক/প্রথম পুরুষ বা নাম পুরুষ

যার বা যাদের সম্পর্কে বলা হয় এরকম তৃতীয় ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ বা বস্তুর নামের পরিবর্তে যে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয় তাকে কুবুনি খরক/প্রথম পুরুষ বলা হয়।

(কক সালায়থানি কুবুনি বরক এবা বরকরগন' তীয়াই সাজাকখে আব'ন' হীনু কুবুনি খরক। কক ঔংখা সানাই খরক বায় সাজাকনাই খরকন' কারীই কুবুনি তঙমারগ জত'ন, কুবুনি খরক।)

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

ব = সে

বনি/বিনি = তাহার

বন' = তাহাকে

বরগ = তাহারা

বরগনি = তাহাদের

বরগন' = তাহাদিগকে

নোটঃ কুবুনি খরক/প্রথম পুরুষের ধ্বনি বা বিনি ককথাই দ্বারা সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণের সময় সম্বন্ধবাচক পদের আগে বা, ব, বু, বী ইত্যাদি অংশগুলো যুক্ত হয় এবং সম্বন্ধবাচক পদ গঠন করে।

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

বিনি মা = বুমা = তাহার মা

বিনি ফা = বুফা = তাহার বাবা

বিনি তয় = বতয় = তাহার মাসিমা

বিনি তয়জীক = বতয়জীক = তাহার মাসিমা

বিনি হানক = বাহানক = তাহার বোন

বিনি হামজীক = বাহামজীক = তাহার পুত্রবধূ

বিনি সা = বীসা = তাহার সন্তান

বিনি সাজীক = বীসাজীক = তাহার কন্যা

বিনি সাচীলা = বীসাজীলা = তাহার পুত্র ইত্যাদি।

খরাঙমানজু/সন্ধি

সন্ধি বা খরাঙমানজু শব্দের অর্থ হলো মিলন। কয়েকটি শব্দের মিলনে গঠিত সুসংবদ্ধ পদসমষ্টি বাক্যের সাহায্যে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি। কখনো ধীরে এবং কখনো দ্রুতভাবে উচ্চারণ করে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি। দ্রুত উচ্চারণ করে কথা বলার সময় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি পদের সন্নিহিত ধ্বনি সমূহের মিলন ঘটে। ধ্বনিগতভাবে দুটি বর্ণের বা শব্দের এই মিলনের নামই খরাঙ মানজু বা সন্ধি নামে পরিচিত। তাতে প্রথম পদের শেষ ধ্বনি বা বর্ণ এবং পরবর্তী পদের প্রথম ধ্বনি বা বর্ণের মিলন ঘটে। তাই বলতে হয়— পরস্পর সন্নিহিত দুটি ধ্বনি বা বর্ণের মিলনকে খরাঙমানজু বা সন্ধি বলে।

(সামলায় সামলায় তঙলায়জাক ককথাই থাইনীয়নি সীকাঙনি ককথাইনি পাইথাক খরাঙ বায় উলনি ককথাইনি বীসকাঙগ আচুকজাক খরাঙ কীথাউই সীয়থাই জুদা অীংখে এবা আচুকখে আব'ন' হীনু খরাঙ মানজু।

সুতরাং আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি— ক) সন্ধিতে প্রথম পদের শেষ ধ্বনি বা বর্ণ ও পরবর্তী পদের প্রথম ধ্বনির অথবা এর প্রতীক বর্ণের মিলন ঘটে। খ) সন্ধিতে ধ্বনিগত মিলন ঘটলেও পদগুলোর অর্থ অবিকৃত থাকে। গ) সন্ধিতে পদসমূহের ক্রমের কোনরূপ বিপর্যয় ঘটেনা। ঘ) ককবরকে পাশাপাশি অবস্থিত পদগুলোর পরস্পর সন্নিহিত ধ্বনিসমূহেরই মিলন ঘটে। তাই সন্ধিতে ধ্বনিগত মিলন হয়।

সংস্কৃত বা বাংলার ন্যায় ককবরক সন্ধিতে খুব বেশী বৈচিত্র্য নেই। এ পর্যন্ত মাত্র কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের নজরে এসেছে। সেগুলো নিয়েই এখানে রাখছি। তবে অন্যান্য ভাষার ন্যায় সন্ধির ক্ষেত্রে ককবরকেরও কতকগুলো স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বা নিজস্বতা রয়েছে এ কথা মনে রাখতে হবে।

এ পর্যন্ত ককবরকে ছয়ভাবে সন্ধি নিষ্পন্ন হতে দেখা যায়।

ক) পদের শেষ বর্ণ 'ক' হলে এবং পরবর্তী 'অ' ঐ শেষ ধ্বনি বা বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে পূর্ববর্তী 'ক' লোপ পায় ও ঐ 'ক' স্থানে একটি 'গ' এর আগমন ঘটে। এককথায় 'ক' বর্ণটি 'গ'-এ পরিণত হয়।

ফুনুকমারিঃ

অক + অ = অগ'
ককবরক + অ = ককবরগ'
নক + অ = নগ'
হাচীক + অ = হাচীগ'
উাহানক + অ = উাহানগ'
মীরীক + অ = মীরীগ'

তক + অ = তগ'
রাঙচাক + অ = রাঙচাগ'
মরক + অ = মর'গ'
কুচুক + অ = কুচুগ'
নায়ৎক + অ = নায়ৎগ'
পাইথাক + অ = পাইথাগ'
বুচুক + অ = বুচুগ'
রুতুক + অ = রুতুগ' ইত্যাদি

(ককথাই পাইথাগ' 'ক' তঙখে তেই আ 'ক' নি উলদ্রব' 'অ' থেপাখে 'ক' সীয়থাই 'গ' অীংগীই থাংগ।)

খ। কোনও ককথাই বা পদের শেষ বর্ণ 'প' হলে এবং ঐ 'প' এর সঙ্গে 'অ' যুক্ত হলে পূর্ববর্তী পদের 'প' লোপ পেয়ে ঐ স্থানে 'ব' এর আগমন ঘটে।

ফুনুকমারিঃ

খাকীলাপ + অ = খাকীলাব'
বীকাপ + অ = বীকাব'
বীথাপ + অ = বীথাব'
মখ'লপ + অ = মখলব'
ককলপ + অ = ককলব'
বীচাপ + অ = বীচাব'
য়াচাপ + অ = য়াচাব'
খচাক + অ = খচাগ'
চীকাপ + অ = চীকাব'

(ককথাইনি পাইথাগ' 'প' তঙপে, আ 'প' নি উলদ্রব' 'অ' আচুকখে 'প' সীয়থায়' 'ব' আচুকনাই)।

গ) পদের শেষে 'ং' বা 'ঙ' থাকলে এবং এর শেষে 'অ' যুক্ত হলে 'ং' বা 'ঙ' এর পর একটি 'গ' এর আগম ঘটে।

ফুনুকমারিঃ

কীচীং + অ = কীচীংগ
কুপুলুঙ + অ = কুপুলুঙগ
কীবাং + অ = কীবাংগ
কেরাঙ + অ = কেরাঙগ
কুতুং + অ = কুতুংগ
কবঙ + অ = কবঙগ
ককতাং + অ = ককতাংগ
খেরাঙ + অ = খেরাঙগ

(ককথাইনি পাইথাগ' 'ং' এবা 'ঙ' তঙখে তেই আব'নি উলদ্রব 'অ' আচুকখে 'ং' এবা 'ঙ'-নি উলদ্রব' 'গ' নুকজাগ'।)

(ঘ) দুটি পদের মিলনের সময় পরবর্তী পদের প্রথম অংশে 'চী' থাকলে সন্ধির পর 'চী' অংশটি লোপ পায়। 'চী' স্থানে 'জী' এর আগম ঘটে।

ফুনুকমারি ঃ

সা + চীলা = সাজীলা,

সাঁই + চীলা = সাঁইজীলা

তক + চীলা = তকজীলা,

বীসা + চীলা = বীসাজীলা

পুন + চীলা = পুনজীলা,

কীচাক + চীলা = কীচাকজীলা

মীসীয় + চীলা = মীসায়জীলা

ব্যতিক্রম ঃ সাঁই + চীলা = সাঁইলা, পুন + চীলা = পুনজুউা, য়ঙ + চীলা = য়ঙচীলা, তক + চীলা = তকলা, বীসা + চীলা = বীসলা ইত্যাদি)

(ককথাই বায় ককথাই কীথাউই ককথাই কীতাল আংফুরু উলনি ককথায়' পুইলা 'চী' তঙখে উলনি ককথাইনি 'চী' কীমাউই থাংগীই 'চী' নি আচুকথায়' 'জী' আচুকনাই।)

ঙ) কতকগুলো প্রত্যয় নিষ্পন্ন ককবরক সন্ধির উদাহরণ ঃ

পুন + জীক = পুনজীক   তক + জীক = তকজীক   থুরুক + জীক = থুরুকজীক

পুন + বুমা = পুমা

তক + বুমা = তকমা

হানক + জীক = হানকজীক

মুগলি + জীক = মুগলিজীক

বীসা + জীক = বীসাজীক

চ) অন্য নিয়মে নিষ্পন্ন সন্ধিসমূহ

উাক + নক = উাহানক, নক + হানক = নহানক, পুন + বীসা = পুনসা, মীখ্রা + বীসা = মীখ্রাসা, আমিঙ + বীসা = আমিংসা, থুরুক + বীসা = থুরুকসা, তিপ্রা + বীসা = তিপ্রাসা, উানজীয় + বীসা = উানজীয়সা/উানসা, তক + বীসা = তকসা, মুসুক + বীসা = মুসুকসা।

উাখীলাই/উাসা প্রত্যয়/উপসর্গ

প্রয়োজনে আমরা প্রতি মুহূর্তেই নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করতে পারি বা করে থাকি। কথায় কথায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে আমাদের মুখ থেকে এরকম অজস্র শব্দ বেরিয়ে আসে। ককবরকে ধাতু, বিশেষণ, পদ, সর্বনাম ও বিশেষ্য পদকে ভিত্তি করে নূতন শব্দ সৃষ্টির কাজ এভাবেই চলতে থাকে।

ধাতু ও নামপদের অন্তে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ যুক্ত হয়ে যেমন নূতন শব্দের সৃষ্টি হয়, তেমনি এগুলোর পূর্বে বা আগেও এই ধ্বনি বা ধ্বনিগুলো যুক্ত হয়ে নূতন নূতন অর্থের শব্দ গঠনে সাহায্য করে। এই ধ্বনি বা ধ্বনি গুচ্ছগুলো এভাবে নূতন অর্থের শব্দরাজি সৃষ্টি করে ককবরকের

শব্দ প্রাচুর্য বৃদ্ধি করে। যে কোন ভাষা জীবন্ত ভাষারূপে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য এরূপ শব্দ প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে। এটিই তার অন্যতম প্রাথমিক পর্ব।

উাখীলাই/প্রত্যয়

যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুলো নামপদ ও ধাতুর পরে যুক্ত হয়ে নূতন শব্দ সৃষ্টিতে সহায়তা করে এদেরকে বলা হয় উাখ্লাই বা প্রত্যয়।
(সীয়থাইরগ তমুং বুমুঙ ককথাই এবা ককচীলীয়রগনি উলদ্রব' আচুগীই ককথাই-কীতাল সীনামফিখে বন' উাখীলাই হিনু।)
উদাহরণ ঃ
ধাতু-উত্তর উাখীলাই যোগে শব্দ গঠন—
নায় ধাতু = নায়মুঙ (নায় + মুঙ), নায়জাক (নায় + জাক), নায়নাই (নায় + নাই)।
বিশেষণ স্থানীয় ধাতুর সঙ্গে উাখীলাই যোগে শব্দ গঠন।
বেল ধাতু = বেল + জাক = বেলজাক, বেল + মুঙ = বেলমুঙ, বেল + নাই = বেলনাই।
বিশেষ্য উত্তর উাখীলাই যোগে শব্দ গঠন—
রাঙ + গীনাঙ = রাঙগীনাঙ, বীসা + গীনাঙ = সাগীনাঙ, বীসাক + গীনাঙগীই = সাক গীনাঙগীই, বুফাঙ + বাংমিসিঙ = বুফাঙ বাংমিসিং, নক + মারিউই = নকমারিই, তীয় + পম পম = তীয়পমম, তীয় + চিরিচিরি = তীয়চিরিচিরি ইত্যাদি। উপরোক্ত উদাহরণগুলোতে বিশেষ্যের ডত্তর উাখীলাই যুক্ত হয়ে নূতন শব্দ সৃষ্টি করেছে।
উাখীলাই বা প্রত্যয় ককবরক ব্যাকরণে দুই ভাগে বিভক্ত।
১) খীলায় উাখীলাই/কৃৎ প্রত্যয় ২) ককথাই উাখীলাই/তদ্ধিত প্রত্যয়।

১। খীলায় উাখীলাই/কৃৎ প্রত্যয়

যে সকল উাখীলাই/প্রত্যয় ধাতু-উত্তর যুক্ত হয়ে নূতন শব্দ সৃষ্টিতে সাহায্য করে তাদেরকে বলা হয় খীলায় উাখীলাই/কৃৎপ্রত্যয়।
(ককচীলীয়নি উল' আচুগীই ককথাই কীতাল সীনামখে আ উাখীলাইন খীলায় উাখীলাই হিনু।)
ফুনুকমারি ঃ নাই + খীনা = নায়খীনা, চা + পেক পেক = চা-পেপেক, নায় + চম = নায়চম, থাং + আই = থাংগীই, থাং + খে = থাংখে, তাম + কীরীঙ = তামকীরীঙ, ফায়

+ খামুন = ফায়খামুন, ফায়য়া + গীজা = ফায়য়া গীজা, চা + গীলাক = চাগীলাক, হিম + গ্রা = হিমগ্রা, ফায় + জাবা = ফায়জাবা ইত্যাদি।

ধাতুর উত্তর যুক্ত হয়ে এই খীলায় উাখীলাইগুলো নূতন নূতন অর্থের শব্দ সৃষ্টি করেছে।

২। ককথাই উাখীলাই/তদ্ধিত প্রত্যয়

নামপদের উত্তর যুক্ত হয়ে যে সমস্ত প্রত্যয় বিভিন্ন অর্থযুক্ত শব্দ গঠনে সাহায্য করে তাদেরকে বলা হয় ককথাই উাখীলাই বা তদ্ধিত প্রত্যয়।

(বুমুঙ ককথাইনি উলদ্রব' আচুগীই ককমাঙগাঙ ককথাইরগ সীনামখে বন' হীনু ককথাই-উাখীলাই।)

ফুনুকমারি ঃ

বিশেষ্য-উত্তর ককথাই উাখীলাই যোগে—

রাঙ + গীনাঙ = রাঙগীনাঙ, রি + গীনাঙ = রি-গীনাঙ, বলঙ + গীনাঙগীই = বলঙ গীনাঙগীই, খরক + বাংমিসিঙ = খরক বাংমিসিঙ, হাপিঙ + মারিই = হাপিঙমারিই, রাম + তাই = রামতাই ইত্যাদি।

গরন ককথাই এর শেষে উাখীলাই যোগে—

কিসি + ব্রু ব্রু = সিব্রুব্রু, কিসি + বুবুক = সিবুবুক, রুমু + দ্রু দ্রু = রুমদ্রুদ্রু, করম' + লালা = করম'লালা। কাচাক + বর' = চাকরর', কসম/সম + চুমু চুম = সমচুমু চুমু ইত্যাদি

মুঙসীলাই বা সর্বনামপদ উত্তর উাখীলাই যোগে—

নাঙ + তাই = নাংতাই। ব + ন = বন', আন' +ব = আনব', মায় + সিমি = মায় সিমি, বরগ + সি = বরগ সি, বালাব + বাসাক = লাববাসাক ইত্যাদি।

উাসা/উপসর্গ

উপসর্গ বা উাসা ভাষার একটি বিশেষ দিক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— "উপসর্গ থাকে সামনে, প্রত্যয় থাকে পিছনে, নতুন শব্দ তৈরী করবার বেলায় তাদের নইলে চলে না।" উপসর্গ হল এমন কিছু বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যা ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নানা অর্থে নূতন নূতন অর্থপূর্ণ শব্দ গঠনে সাহায্য করে। এগুলো ধাতু বা শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটায়, পুষ্টি বা বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে।

ককবরকে এই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছগুলোই উাসা নামে অভিহিত। উাসাগুলো স্বয়ং কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে না। অর্থাৎ ডাসা বা উপসর্গগুলোর অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা নেই, তবে অর্থের

ব্যঞ্জনা প্রকাশের ক্ষমতা আছে। খীলাই উাংীলাই এবং ককথাই উাংীলাই ধাতু বা শব্দের পরে যুক্ত হয়ে যেমন নূতন নূতন ককবরক শব্দ সৃষ্টি করে, উপসর্গ বা উাসাগুলোও তেমনি ধাতু, বিশেষ্য পদ, সর্বনাম পদ, বিশেষণ পদ ইত্যাদির পূর্বে বসে এবং তাতে নূতন নূতন ককবরক শব্দ সৃষ্টি হয়।

তাহলে এবার আমরা বলব— যে সমস্ত বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ ধাতু এবং বিশেষ্য, সর্বনাম ও বিশেষণ পদের পূর্বে বসে বা যুক্ত হয়ে নূতন শব্দ সৃষ্টিতে সাহায্য করে এদেরকে বলা হয় উাসা বা উপসর্গ।

(সীয়থাইরগ তমুং ককচৌলীয় তেই মুঙ, মুঙসীলাই, গরণ অবতাই ককথাইরগনি বীসকাঙগ আচুগাই ককথাই কীতাল সীনামখে বন' উাসা হীন'।)

১) ধাতুর পূর্বে উপসর্গ বা উাসা যোগে নূতন শব্দ গঠন ঃ

মীথাঙ— ম + থাঙ, মুথু = ম + থু, কীথাঙ— ক + থাঙ (এই শব্দগুলোর ককচৌলীয় বা ধাতু হচ্ছে থাঙ। এই থাঙ এর সঙ্গে ম, ম, ক ইত্যাদি উপসর্গ বা উাসা যুক্ত হয়ে শব্দে অর্থবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।)

২) বিশেষণ স্থানীয় ধাতুর পূর্বে উাসা/উপসর্গ যোগে নূতন শব্দ গঠন ঃ

কতর = ক + তর, কুউার = ক + উার, কেফেক = ক + ফেক, কেবেল = ক + বেল, কাহাম = ক + হাম, কীবাই = ক + বাই, কীফাক = ক + ফাক।

অর্থ সংকেত = কতর = বড়, কাহাম = ভাল, কুউার = বিস্তৃত, কেবেল = দুর্বল, কীবাই = ভাঙ্গা, কীফাক = কষায়, কেফেক = মাতাল ইত্যাদি।

৩) মুঙসীলাই বা সর্বনামের মূল অংশের পূর্বে উপসর্গ যোগে নূতন শব্দ গঠন ঃ

আর' = আ + র, ইর' = ই + র, অর' = অ + র, অব' = অ + ব, আব' = আ + ব, উব' = উ + ব, উক' = উ + ক।

অর্থ ঃ অর' = এখানে, ইর'— এখানে, আর' = সেখানে, অব'— এটা, আব' — সেটা, উব' = ওটা, উক' = এই তো ইত্যাদি।

৪) মুঙ বা বিশেষ্য পদের ক্ষেত্রে উাসা/উপসর্গ যোগে নূতন শব্দ গঠন ঃ

আচাই = আ + চাই, আফা = আ + ফা, আচু = আ + চু ইত্যাদি।

"বিভিন্ন প্রকার খীলায় উাখ্লাই"

বিভিন্ন কৃৎ প্রত্যয়

১) ঔই প্রত্যয় = অসমাপিকা ক্রিয়া বুঝাতে ধাতুর উত্তর ঔই প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন ঃ থাং + ঔই = থাংগৌই (যাইয়া, গিয়ে), থৌয় + ঔই = থৌয়ৌই (মরিয়া/মরে) ইত্যাদি। তেমনি ঃ নায়ৌই, চাউই, সাউই, নাসিগৌই, সৌয়ৌই, ফায়ৌই, থাঙগৌই, বুউই, রৌচাবৌই, মুসুয়ৌই, মৌসাউই ইত্যাদি।

আবার ঘটমান বর্তমান, ঘটমান অতীত এবং ঘটমান ভবিষ্যৎকালের বাক্য গঠনের ক্ষেত্রেও এই ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। এটা ক্রিয়ার কাল বা Tense-এব ক্ষেত্রে আলোকিত হয়েছে। তাই এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

ঔই প্রত্যয়ের প্রয়োগ = আঙ মৌসাউই তঙগানী

= আমি নাচতে থাকব।

আঙ কাবৌই তঙগানী = আমি কাঁদতে থাকব ইত্যাদি।

২) খাই/খে প্রত্যয় = খে ধ্বনিটি খাই ধ্বনিরই সংক্ষিপ্ত রূপ। অসমাপিকা ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই প্রত্যয়টি ধাতুর উত্তর ব্যবহৃত হয়। আবার বিশেষণ স্থানীয় ধাতু অন্তেও যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন ঃ থাং + খে = থাংখে (গেলে), তঙ + খে = তঙখে (থাকলে) ইত্যাদি। তেমনি— তঙখে, চাখে, নায়খে নাখে, তৌলাংখে, বিরখে, হিমখে, মতমখে, চাকখে, খৌয়খে, তরখে ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = নৌঙ চাখে আঙব চানাই = তুমি খেলে আমিও খাব। মতমখে খুনজুঅ কাননাই = ঘ্রাণ থাকলে কানে গুজব।

৩) কৌরৌঙ প্রত্যয় = নিপুণ অর্থে ধাতুর উত্তর কৌরৌঙ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন ঃ তাম + কৌরৌঙ = তামকৌরৌঙ (বাংলা অর্থে বাজিয়ে) মৌসা + কৌরৌঙ = মৌসাকৌরৌঙ (নাচিয়ে) ইত্যাদি।

তেমনি— ককসাকৌরৌঙ, সৌয়কৌরৌঙ, সামুঙকৌরৌঙ, খাতিকৌরৌঙ, খৌলায়কৌরৌঙ, চেকায়কৌরৌঙ, সুককৌরৌঙ, থুকৌরৌঙ, রমকৌরৌঙ ইত্যাদি।

৪) খামুন প্রত্যয় = অতীতে সংঘটিত কোন ক্রিয়ার সম্ভাব্যতা বা অসম্ভাব্যতা বুঝালে ধাতু বা ক্রিয়াপদ অন্তে 'খামুন' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমনে থাং + খামুন = থাংখামুন (নিশ্চয় যেতাম) রি + খামুন = রিখামুন (দিতাম) ইত্যাদি। তেমনি— নায়খামুন, খি'খামুন, সৌতৌয়খামুন, সৌয়খামুন, নৌঙখামুন, বুখামুন, লামখামুন, ব'খামুন ইত্যাদি।

৫) খৌনা/খুনা প্রত্যয় = এই প্রত্যয় দুটি একই ধ্বনির এপিঠ ওপিঠ। ক্রিয়ার কাজের সম্ভাব্যতা এবং অসম্ভাবত্যতা বুঝানোর ক্ষেত্রে এই দুটি ধ্বনি ব্যবহৃত হয়। সম্ভাবত্যতার ক্ষেত্রে ধাতু বা

ক্রিয়াপদের শেষে খীনা এবং অসম্ভাবত্যতার ক্ষেত্রে খুনা বসে।

যেমন ঃ চা' + খীনা = চাখীনা (সম্ভবতঃ খেয়েছে), খীনাখীনা (সম্ভবতঃ শুনেছে) ইত্যাদি। তেমনি = তাঙখীনা, হিমখীনা, কাখীনা, নঙখরখীনা, হায়চুকখীনা, কুচুগখীনা, সিলখীনা, থিপখীনা, চাখীনা ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = ব মায় চাখীনা = সে ভাত খেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ব আন' নুংখীনা = সম্ভবত সে আমায় ডেকেছে।

আবার অসম্ভাবত্যতার ক্ষেত্রে ঃ (খুনা প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়) যেমন— থাংয়াখুনা, ফায়য়াখুনা, হিময়াখুনা, তুকুয়াখুনা সেবয়াখুনা, হুয়াখুনা, সুয়াখুনা ইত্যাদি।

বাক্যে প্রয়োগ— ব রীঙনগ' থাংয়াখুনা = সম্ভবতঃ সে স্কুলে যায় নাই। বরগ থুমা বীচায়াখুনা = তারা সম্ভবত এখনও ঘুম থেকে উঠে নাই ইত্যাদি।

৬) গীজা প্রত্যয় = ইহা একটি বিরক্তিবাচক প্রত্যয়। কোনও ঘটনায় বক্তা বিরক্তিভাব প্রকাশ করে মন্তব্য করলে না বাচক বাক্যের ক্রিয়াপদ অন্তে এটা যুক্ত হয়।

যেমন ঃ থাংয়া + গীজা = থাংয়া গীজা (কেউ যায় নাই), কাপয়া + গীজা = কাপয়া গীজা, (কেউ কাঁদে নাই) ইত্যাদি। এগুলো বিরক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তেমনি খীনায়া গীজা, খিপয়া গীজা, তাঙয়া গীজা, ফা'বয়া গীজা, হুগয়া গীজা, নাকয়া গীজা, চেকায়য়া গীজা, রময়া গীজা ইত্যাদি। বাক্য প্রয়োক—বরগ আনি কক খীনায়া গীজা = তারা আমার কথা শুনে নাই। খরকসাফান' থাংয়া গীজা = একজনও যায় নাই ইত্যাদি।

৭) গীলাক প্রত্যয় = কোনও ক্রিয়ার কাজ সম্ভবতঃ সংঘটিত হয়নি অথবা হবে না— এরূপ ক্ষেত্রে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। গীলাক অথবা

যেমন ঃ থাং + গীলাক = থাংগীলাক (সম্ভবত যাবে না), নীঙ + গীলাক = নীঙগীলাক (সম্ভবতঃ পান করবে না ইত্যাদি। তেমনি— ফায়গীলাক, চাজাকগীলাক, তুনগীলাক, কীরীঙগীলাক, মানজুজাকগীলাক, মতম সুগীলাক, নুংজাকগীলাক, খারজাকগীলাক, ফারগীলাক, বুগীলাক ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = আঙ তিনি থাংজাকগীলাক = আজ আমার হয়তো যাওয়া হবে না। তিনি ব থাংগীলাক — সে হয়তো আজ যাবে না ইত্যাদি।

৮) গীরা/গ্রা প্রত্যয় = অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কোন কাজ সংঘটিত হওয়া বুঝালে ক্রিয়াপদের মাঝখানে এই প্রত্যয়টি যুক্ত হয়।

যেমন ঃ হিম + গীরা = হিমগ্রা, থাং + গ্রা = থাংগ্রা ইত্যাদি। তেমনি = ফায়গ্রা, তাঙগ্রা,

তামগ্রা, খুরগ্রা, তকগ্রা, সাইগ্রা, সমগ্রা, হামগ্রা, নঙংরগ্রা ইত্যাদি।
বাক্য প্রয়োগ = আঙ থাংগ্রাখা = আমি আগে গিয়েছি। চীঙ চালায়গ্রাখা = আমরা আগে খেতে বসেছি ইত্যাদি।

৯) চুরু প্রত্যয় = সাহায্য করা অর্থে এই প্রত্যয়টি ক্রিয়াপদের পর ব্যবহৃত হয়।
যেমন ঃ তাঙ + চুরু = তাঙচুরু (কাজে সাহায্য করা) তাঁই + চুরু = তাঁইচুরু (নিতে সাহায্য করা) ইত্যাদি।

তেমনি = খালায়চুরু, রুজুচুরু, রিচুরু, সাচুরু, কাচুরু, রমচুরু, ফারাঙচুরু, সারাঙচুরু ইত্যাদি।
বাক্য প্রয়োগ = আন' তাঙচুরুদি = আমাকে কাজে সাহায্য কর, বন' রমচুরুদি = তাকে ধরতে সাহায্য কর ইত্যাদি।

১০) জাক প্রত্যয় = এটা একটি কর্মবাচ্যের প্রত্যয়। অতীতকালে সম্পন্ন হয়েছে এরূপ বুঝালে ধাতু-উত্তর জাক প্রত্যয় হয়। যেমন ঃ খালায়জাক = খালায় + জাক (বাংলা কৃত্য) সি + জাক = সিজাক (জ্ঞাত অর্থে) ইত্যাদি।
তেমনি— থায়জাক, খিপজাক, চাজাক, চাংজাক, সায়জাক, থুজাক, মকজাক, মানায়জাক, রামজাক, সকজাক, হাপজাক ইত্যাদি। বাক্য প্রয়োগ = ই কক সাকাঙগন' সাজাকখা = এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। মাসায় মাসা বুথারজাকখা = একটি হরিণ মারা হয়েছে ইত্যাদি।

১১) জা/জাবা প্রত্যয় = এই প্রত্যয়টি অনুরোধ ও সম্মান অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাক্যস্থিত ধাতুর অন্তে এটা যুক্ত হয়। তবে এই প্রত্যয়ের পর অন্যান্য প্রতীক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনের উপর এই চিহ্নগুলোর রকমফের নির্ভর করে।

যেমন ঃ ফায় + জা + দি = ফায়জাদি (দয়া করে আসুন— অর্থে), থাং + জাবা + দি = থাংজাবাদি (অনুগ্রহ করে যান— অর্থে) ইত্যাদি।

তেমনি ঃ ফায়জাদি, থাংজাদি, মানায়জাদি, কাপজাবাদি, রমজাদি, নাঙজাবাদি, খালজাদি, নায়জাবাদি ইত্যাদি। বাক্য প্রয়োগ = য়াংগ ফায়জাদি = এদিকে আসুন। মায় চাজাবাদি = অনুগ্রহ করে আহার করুন।

১২) তালায় প্রত্যয় = এই প্রত্যয়টির রূপ হবে বাংলার যদি যেতাম/গেলে, যদি থাকতাম/থাকলে, যদি খেতাম/খেলে ইত্যাদির অনুরূপ। এটাও ধাতুর অন্তে যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ থাং + তালায় = থাংতালায় (যদি যেতাম), তঙ + তালায় = তঙতালায় (যদি থাকতাম) ইত্যাদি।

তেমনি ঃ মানতীলায়, থীয়তীলায়, কাইজাকতীলায়, কক সীংতীলায়, নক কীরীঙতীলায়, কাতীলায়, নঙখরতীলায়, রকতীলায় ইত্যাদি। বাক্য প্রয়োগ— আঙ থাংতীলায় সামুঙ চাখামুন = যদি আমি যেতাম তাহলে কার্যসিদ্ধি হতো/আমি গেলে কাজ হতো। দুকমালি বায় নক কীরীঙজাকতীলায় চাসুকখামুন = দুকমালির সঙ্গে ঘর করলে সবচেয়ে ভাল হতো ইত্যাদি।

১৩) তীই প্রত্যয় = এটি দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়। কৃৎ এবং তদ্ধিত প্রত্যয় উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। (ক) মত, ন্যায় দিয়ে ইত্যাদি। তবে এটি সর্বনামপদের পরে যুক্ত হয়। তাই এটির আলোচনা তদ্ধিত প্রত্যয় অংশে করা হবে। (খ) কোনও কাজ করার অবসরে অপর কাজ সম্পন্ন করে আসা অর্থে ধাতুর পর যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। তখন এটা কৃৎ প্রত্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

যেমন ঃ থাংতীই = থাং + তীই, তঙতীই = তঙ + তীই ইত্যাদি। তেমনি = খিতীই, সীতীয়তীই, ফায়তীই, তুকুতীই, লামতীই, নায়তীই, রাগতীই, বেংতীই, রুতুকতীই, পায়তীই ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = মুসুক নায়তীই মুয়া ফায়ীই তুবুদি = গরু খুঁজতে গিয়ে বাঁশের করুল সংগ্রহ করে আন'। তীয়মা নায়তীই রিগনাই সুতীই = নদী দেখতে গিয়ে কাপড় কেচে আসা ইত্যাদি।
১৪) তীতীই/তেতে প্রত্যয় = কর্তব্য বা কর্মরত অবস্থায় কোন কিছু করলে বা অপর কোন কর্তব্য কর্ম করতে হলে ক্রিয়াপদ অন্তে তীতীই বা তেতে প্রত্যয় যুক্ত হয়। এটা বাংলায় করতে করতে, খেতে খেতে, যেতে যেতে ইত্যাদির রূপের ন্যায়।
যেমন ঃ হিম + তীতীই = হিমতীতীই, থাং + তীতীই = থাংতীতীই, খীলায় + তে তে = খ্লায়তেতে, চা + তে তে = চা তে তে ইত্যাদি।
তেমনি— উলায়তীতীই, কাপতীতীই, উারতীতীই, মনকতীতীই, মীনীয়তীতীই, হিমতে হিমতে, তাঙতে তাঙতে, সাতে সাতে, চাতীতীই, খীলায়তীতীই, বলপতীতীই ইত্যাদি।
বাক্য প্রয়োগ = হিমতীতীই ককসালায়' = হাঁটতে হাঁটতে কথা বলে। চা'তীতীই কক তা সাদি = খেতে খেতে কথা বলতে নেই।
১৫) তা প্রত্যয় = এটা দু'ভাবে ব্যবহার করা যায়। (ক) না বোধক অর্থে। (খ) শব্দের আলঙ্কারিক অর্থে। আলঙ্কারিক অর্থে বাক্যের নিশ্চয়তা বা বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়। বক্তব্যের সারবত্তা সম্পর্কে বিশ্বাস সৃষ্টি করে। যেমন— থাংগানী + তা = থাংগানী তা, তঙগানী + তা = তঙগানী তা ইত্যাদি।
তেমনি— রিউানী তা, নাউানী তা, খচাউানী তা, চাউানী তা, মানানী তা, কুসুবানী তা,

সিচাউনী তা ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = নীঙ তঙদি তা = তুমি থাক/তুমি থাকলে থাক। তীরীক তীরীক চাউনী তা = ধীরে সুস্থে খাব অথবা গ্রাম্যবাংলায় ধীরে ধীরেই খাব আর কি।

বিঃ দ্রঃ এক্ষেত্রে তা প্রত্যয়টি ক্রিয়াপদ অন্তে বসেছে। আবার নিষেধ অর্থে তা ধ্বনিটি পূর্বে বসে। যেমন ঃ তা থাংদি = যেওনা, তা তাঙদি = স্পর্শ করো না। তা রমদি + ধরো না, তা সাদি = বলো না ইত্যাদি।

১৬) তির/তের প্রত্যয় = তুচ্ছ অর্থে তির/তের প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। এটা বাক্যের ধাতু অন্তে বসে। তির বা তের যুক্ত হবার পর অন্যান্য প্রতীক চিহ্ন বসতে পারে। তির এবং তের এর সংক্ষিপ্ত রূপ তি এবং তে। যেমন ঃ চা + তির = চা'তির চাতে, রম + তের = রমতের রমতি ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = দিংচাঙব দে ঘড়ি কানতির/কানতি = দিংচাঙ ওকি হাতঘড়ি পড়ে ! ববাব' দে কাপনা রীঙতের/রীঙতে = বোবাও কি কাঁদতে জানে !

বিঃ দ্রঃ = আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তা প্রত্যয়টি ক্রিয়াপদের আগে আলাদা ধ্বনি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

১৭) তীরীং প্রত্যয় = কম গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত অথবা সেইরকম কাজে কর্মরত অর্থে এই প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। এটাও ক্রিয়াপদ অন্তে বসে। তবে তীরীং প্রত্যয়ের পর অন্য প্রতীক চিহ্ন বা ধ্বনিগুচ্ছ যুক্ত হতে পারে।

যেমন— কা + তীরীং = কাতীরীং, সা + তীরীংমা = সাতীরীংমা ইত্যাদি। তেমনি— উাতীরীং, সেপতীরীং, ফাইতীরীং, চিরতীরীং, থেকতীরীং, খাতীরীং, রাপতীরীং, তানতীরীং ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = তাম' সাতীরীংমা কীলাইখা = এটা আবার কি কথা বলা হলো। তুকু তীরীংদে তঙ = অ, স্নান করছ নাকি।

১৮) থায় প্রত্যয় = এই প্রত্যয়টি তিনভাবে অর্থাৎ তিন অর্থে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। ক) উচিৎ বা কর্তব্য অর্থে। যেমন ঃ থাংথায় = থাং + থায়, নাঙথায় = নাঙ + থায় ইত্যাদি। তেমনি— খীলায়থায়, সীলাইথায়, ফারথায়, দাথায়, খিপথায়, উালায়থায়, উানসুকথায়, চুমথায়, কানথায়, খুকথায় ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = অব' বিনি খীলায়থায় = এটি তাহার কর্তব্য। অব'ন' আনি সাথায় = এটিই আমার বক্তব্য।

খ) প্রাপ্য অর্থে ঃ মান + থায় = মানথায়, সান + থায় = সানথায় ইত্যাদি

তেমনি— হিনথায়, রিথায়, মানথায়, মানজাকথায় ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = কাইথনি থানি অব'ন' আনি মানথায় = ভগবানের নিকট এটাই আমার প্রাপ্য।

নিনি মানথায় দে মানবাইখা = তোমার সব প্রাপ্য পেয়েছো তো?

গ) স্থান অর্থে ঃ নক + থায় = নকথায়, আচুক + থায় = আচুকথায় ইত্যাদি।

তেমনি— খিথায়, সীতীয়থায়, তঙথায় , বীচাথায়, চুউয়থায় ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = নকথায় হা কীরীই = ঘর তৈরীর স্থান নেই। খিথায় নক বর' = পায়খানার ঘর কোথায় ইত্যাদি।

১৯) থক প্রত্যয় = আরামজনক, সুবিধাজনক ইত্যাদি অর্থে থক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। থক ধ্বনি যুক্ত হবার পর অন্য প্রতীক চিহ্নও বসতে পারে।

যেমন— সীয় + থক = সীয়থক (লিখতে আরাম), তঙ + থক = তঙথক > তনথক (আরামজনক) ইত্যাদি।

তেমনি— সিপথক, নায়থক, সাথক, হিনথক, কুলথক, সীলাইথক, সীয়থক, খালথক, ফুলথক, হুথক, বুথারথক ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ— বিনি সীয়মুঙ নায়থগ' = তার লেখা সুন্দর। বন' ককসেরেক সাথগ' = তাকে গোপন কথা বলা যায় বা গোপন কথা বলা সুবিধাজনক।

২০) থথক প্রত্যয় = সম্ভাবনা অর্থে থথক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। তবে থথক প্রত্যয়যুক্ত পদের শেষে অন্যান্য প্রতীক চিহ্নও যুক্ত হতে পারে। ভাববাচক অর্থে এর প্রয়োগ হয়। যেমন ঃ মান + থথক = মানথথক (পাওয়ার সম্ভাবনা আছে— এমন অর্থে), রিথথক = রি + থথক (দেওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন অর্থে) ইত্যাদি।

তেমনি— সানথথক, রথথক, ফেলেহথথক, দলথথক, রসাথথক, লামথথক, সঙথথক, কানথথক ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = বন' নুগাই কীথাই মানথথক মা তঙগু = তাকে দেখে মিলে মিশে থাকতে পারব মনে হয়।

বিনি য়াগ' রাঙ সলক মানথথক = তার কাছে ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে মনে হয়।

২১) থার প্রত্যয় = উত্তেজনার মুহূর্তে মারাত্মক কিছু করে ফেলার অর্থে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ বু + থার = বুথার (মেরে ফেলা) রা + থার = রাথার (কেটে ফেলা) ইত্যাদি।

তেমনি— তানথার, নীঙথার, চাথার, খিথার, থুথার, রমথার, মনকথার, পুকথার, খিচিকথার,

মেখাকথার ইত্যাদি

বাক্য প্রয়োগ = চাথারাই দে পাইলাহা = খেয়ে উঠেছ তো। তাম' হিনথারখা = কি এতো বলেছে ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ = উত্তেজিত অবস্থায় অপরজনের প্রতি কিছু করে ফেলার অর্থে বাক্যগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

২২) দরপ প্রত্যয় = কোন ক্রিয়া সংগঠিত হওয়ার পরমুহূর্ত মাত্র সময়টিকে বুঝানোর ক্ষেত্রে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ ফায় + দরপ = ফায়দরপ (এই মাত্র আসা অর্থে), চেঙলায় + দরপ = চেঙলায়দরপ (এইমাত্র শুরু হওয়া অর্থে)

তেমনি = আচুকদরপ, আয়দরপ, কাদরপ, হাপদরপ, রমদরপ, নুকজাকদরপ, থীয়জাদরপ, পুকদরপ, মুনদরপ, কেখকদরপ, কুতুকদরপ, কেখক দরপ, তেরেদরপ ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = তাবুকন' আচুকদরপ = এইমাত্র বসা হয়েছে। ব ফুঙ আয়দরপ বাচাঅ = সে সকাল সকাল উঠে।

২৩) নাই প্রত্যয় = যে করে এই অর্থে ধাতুর উত্তর নাই প্রত্যয় হয়। যেমন ঃ মীসা + নাই = মীসানাই (নর্তক), সং + নাই = সংনাই (পাচক) ইত্যাদি।

তেমনি — খনকনাই, সীরীঙনাই, খুলুমনাই, কুসুপনাই, চমনাই, পায়নাই, মুসুনাই, তাননাই, থুমনাই, বালনাই, রুজুনাই ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ ঃ পায়নাই বায় ফালনাই কক সালায়' = ক্রেতা ও বিক্রেতা বাক্যালাপ করে। মীসানাইরগ মীসালায়ু = নর্তকীরা নাচে।

আবার বাক্যে ধাতুর শেষে নাই যুক্ত হয়ে বাক্যকে ভবিষ্যৎকালের বাক্যে পরিণত করে। এ সম্পর্কে এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অর্থাৎ ভবিষ্যৎকালের চিহ্ন হিসাবেও এটা বাক্যে ব্যবহৃত হয়— এটুকু জেনে রাখা ভাল।

২৪) নানি/না প্রত্যয় = অসমাপিকা ক্রিয়া বুঝাতে ধাতুর উত্তর নানি/না প্রত্যয় যুক্ত হয়। ইহার রূপ বাংলার ইতে প্রত্যায়ান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার অনুরূপ। তবে 'না' ধ্বনিটি নানি ধ্বনিগুচ্ছেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। যেমন ঃ থাং + নানি = থাংনানি/থাংনা (যেতে), সা + নানি = সানানি /সানা (বলতে) ইত্যাদি।

তেমনি— চা'নানি, নীঙনানি, হালাপনানি, বনানি, খাকুরূপনানি, খুকনানি, কাইনানি, সুংনানি, উানানি, বকনানি, খুরনানি, চেঙনানি, সীবাইনানি, তাঙনানি ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = আঙ থাংনানি/থাংনা নায়' = আমি যেতে চাই। তাম' সানানি/সানা নায় = কি বলতে চাও ?

২৫) নাবা প্রত্যয় = নম্র ও সবিনয়ে কাউকে অনুরোধ, উপরোধ ইত্যাদি করা হলে ধাতুর সঙ্গে 'নাবা' প্রত্যয় যুক্ত হয়। এটার রূপ অনেকটা বাংলার আসুন না, বসুন না ইত্যাদির অনুরূপ।

যেমন ঃ নাসিঙ + নাবা = নাসিঙনাবা (অপেক্ষা করুন না) নায় + নাবা = নায়বাবা (দেখুন না) ইত্যাদি।

তেমনি— চানাবা, তুকুনাবা, হিমনাবা, আচুকগ্রানাবা, খুনাবা, সীংনাবা, লুনাবা, সিরনাবা, চমনাবা, চেঙনাবা, নীঙনাবা তুবুনাবা, রহ'রনাবা, বালনাবা, হরনাবা, রুজুনাবা ইত্যাদি।

২৬) ফুন/ফন প্রত্যয় = অনিশ্চয়তা অর্থে ককবরকে ধাতুর পর ফুন/ফন ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ যুক্ত হয়।

যেমন ঃ থাংনা + ফুন = থাংনাফুন, তঙ + ফন = তঙফন ইত্যাদি।

তেমনি = হামজাকফুন, চানাফন, মালায়লাইফুন, ককসালাইফুন, কীথালাইফন, কক চাপলাইফুন, খারিলাইফান, কাইজাকলাইফুন, রিসিতীইফুন, নায়চমফুন, সঙফুন ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = রতনমণি সাধু তঙমাফন = রতনমণি নাকি সাধু ছিলেন। শচীন সিং মন্ত্রী বখরক ঔংলাখাফুন = শচীন সিং একদা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন বলে জানা যায়।

২৭) ফুরু প্রত্যয় = সময় অর্থে এই প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। যেমন— থাং + ফুক = থাংফুরু, আ + ফুরু = আফুরু ইত্যাদি।

তেমনি = কাইফুরু, আচায়ফুরু, তরফুরু, লকফুরু, বারফুরু, থাইফুরু, রাফুরু, মুনফুরু, খাকফুরু, হয়ফুরু, কীলাইফুরু, খকফুরু, ফুইসাফুরু ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = মায় চাফুরু কক সামাইয়া = খাওয়ার সময় কথা বলা নিষেধ। আঙ থাংফুরু নরগ তা কাপদি = বিদায়ের সময় তোমরা কেঁদো না।

২৮) ফান' প্রত্যয় = এই প্রত্যয়টি বাংলার 'ইলেও রূপটির অনুরূপ। গেলেও, খেলেও, দেখলেও বাংলার এই রূপগুলো ককবরকের 'ফান' প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন করা যায়।

যেমন ঃ চাজাক + ফান' = চাজাকফান' (পছন্দ/খুশী হলেও), চা+ ফান' = চাফান' (খেলেও) ইত্যাদি।

তেমনি— হামজাকফান', রমফান', হেলেপফান', সংফান', রাফান', কীরাকফান', থকরিফান' ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = ব থাংফান' বিহিক থাংগীলাক = সে গেলেও তার স্ত্রী যাবে না। নীঙ তঙফান' আঙ তঙয়া = তুমি থাকলেও আমি থাকব না।

২৯) ফি প্রত্যয় = পুনরায় বা পুনর্বার অর্থে ধাতুর সঙ্গে 'ফি' যুক্ত হয়। যেমন ঃ সীয় + ফিদি = সীয়ফিদি (পুনরায় লিখবে), চুম + ফিনাই = চুমফিনাই (পুনর্বার পরিধান করবো) ইত্যাদি। তেমনি = ফায়ফি, উানসুকফি, থাংফি, নায়ফি, সংফি, কুতুকফি, মানফি, তাঙফি, রিফি ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = মন' সীয়ফিথায় = এটা আবার লিখতে হয়। বন' নারীকফিদি = তাকে আবার রেখে দাও।

৩০) ফিনিক প্রত্যয় = কোনও বিষয়, ঘটনা বা কাজের বার বার পুনরাবৃত্তির অর্থে ধাতুর অন্তে ফিনিক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ সীং + ফিনিক = সীংফিনিক (পুংখানুপুঙ্খ জিজ্ঞাসা করা অর্থে), নায় + ফিনিক = নায়ফিনিক (আচ্ছা করে দেখার অর্থে) ইত্যাদি।

৩১) বুরুম বুরুম প্রত্যয় = এই প্রত্যয়টি কৃৎ এবং তদ্ধিত উভয় তালিকায় স্থান পাওয়ার যোগ্য। পুনঃপুণিক বা বার বার অর্থে এই প্রত্যয় ধাতু এবং বিশেষ্য পদের অন্তে যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

যেমন ঃ বিসি + বুরুম বুরুম = বিসিবুরুম বুরুম (প্রতি বৎসর), চা + বুরুম বুরুম = চাবুরুম বুরুম (প্রতি খাবারের সময়) ইত্যাদি।

তেমনি — নীঙবুরুম বুরুম, সালবুরুম বুরুম , থাংবুরুম বুরুম, তাঙবুরুম বুরুম, নায়বুরুম বুরুম, উাচিকবুরুম বুরুম, উসিকবুরুম বুরুম ইত্যাদি।

৩২) বীলা অথবা বীলে প্রত্যয় = এর রূপ বাংলায় বলেছিত্যে, করছিত্যে, গিয়েছেতো ইত্যাদির (ইতো, ত) অনুরূপ। ক্রিয়াপদের অন্তে-যুক্ত হয়ে এটা বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন— থাংখা + বীলা= থাংখাবীলা (গিয়েছিতো) রম + বীলে = রমবীলে/(ধরেছি তো) ইত্যাদি। তেমনি = নুকজাকবীলা, নুকবীলা, মাহানবীলে, নায়সনবীলে, পুকবীলা, তামবীলে, মতকবীলা, সতনবীলা ইত্যাদি। বাক্য প্রয়োগ = ব থাংখাবীলা = সে গিয়েছে তো। বন'। বন' সাখাবীলে = তাকে বলেছি তো ইত্যাদি।

৩৩) বু প্রত্যয় = 'বু' ধ্বনিটি ধাতু ও অন্য ধ্বনির মাঝে যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ খীলায় + বু + খা = খীলায়বুখা (করে আসা বা থাকার অর্থে), রম + বু + আনী = রমবুউানী (আবার ধরে আসা বা থাকার অর্থে) ইত্যাদি। তেমনি— নায়চমবু, খীনাচমবু, নাসিকবু, খীলায়বু, রিবু, মীনীয়বু, কাপবু, বাগবু, কাবু, খলবু, মেচেনবু, পাইবু, থুবু, সিচাবু ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = ব চা'বুখা = সে খেয়ে এসেছে। নিনি পিন' নায়সনবুদি = তোমার পিসিমাকে

দেখে আসবে।

৩৪) মুঙ প্রত্যয় = ধাতুর উত্তর 'মুঙ' প্রত্যয় যোগে ক্রিয়া বিশেষ্য পদ গঠিত হয়। যেমনঃ থাং মুঙ = থাংমুঙ (গমন), নীঙ + মুঙ = নীঙমুঙ (পানীয়)। তেমনি— সিমুঙ, রি'মুঙ, চামুঙ, রীচাপমুঙ, নায়মুঙ, সীরীঙমুঙ, খীনামুঙ, মীসামুঙ ইত্যাদি।

৩৫) মানি প্রত্যয় = ক) এই প্রত্যয়ের রূপ বাংলার 'ইবার' রূপের ন্যায়। ধাতুর অন্তে যুক্ত হয়ে এটা বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ তুন + মানি = তুনমানি (যাত্রার), চা' + মানি = চামা (খাবার/খাওয়ার), কীচার + মানি = কীচারমা (আনবার/নিমন্ত্রণ করবার) ইত্যাদি।

তেমনিঃ তীলাংমানি, খুলুমমানি, লুমানি, তানমানি ইত্যাদি। বাক্য প্রয়োগ— হামজীক তুনমানি জরাঅ কক বাংলাই চুকয়া = কনের বর বাড়ীতে যাত্রার সময় গণ্ডগোল করা উচিত নয়।

খ) 'মা' এই ধ্বনিটি বাধ্যতা বা সামাজিক নিয়ম পদ্ধতির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তবে তখন এটা ধাতুর অন্তে যুক্ত না হয়ে ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে।

যেমনঃ = মা তঙনাই (থাকতেই হবে), মা + খুলুমু = (প্রণাম করতে হয়), মা রিঅ (দিতে হয়) ইত্যাদি। তেমনি— মা সায়া, মা থাংয়া, মা সুয়া, মা খালয়া, মা তাঙয়া, মা তীইয়া, মা নাসিকয়া ইত্যাদি)

বাক্য প্রয়োগ = আ কক বুয়ন মা সায়া = সেই কথা অন্যকে বলা নিষেধ।

৩৬) মাসে মা প্রত্যয় = ইহা জোরপূর্বক বা অবশ্য অর্থে ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

যেমনঃ = মাসে মা সানাই (অবশ্যই বলতে হবে), = মাসে মা চানাই (অবশ্যই খেতে হবে), = মাসে মা সীয়নাই (লিখতে হবে) ইত্যাদি। তেমনি— মাসে মা রমনাই, মাসে মা সানাই, মাসে মা থেনাই, মাসে মা দুনাই, মাসে মা রাননাই, মাসে মা বাহারনাই, মাসে মা মানজাকনাই ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = খিতুঙ সতনখে বখ'রক মাসে মা ফায়ু = লেজ টানলে মাথা এমনিতেই চলে আসে।

৩৭) মামাং /মাং মাং/মাং প্রত্যয় = এই ধ্বনিগুচ্ছগুলো কৃৎ এবং তদ্ধিত উভয় প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটা দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়। ক) মামাং এবং মাং ধ্বনিগুচ্ছ দুটি বাংলায় কেবল, শুধু ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ্য বা ধাতুর অন্তে এটা যুক্ত হয়। তবে 'মাং' ধ্বনিটি মামাং ধ্বনিগুচ্ছেরই সংক্ষিপ্ত রূপ।

যেমনঃ আঙ মামাং (শুধু আমিই সবক্ষেত্রে), ব মামাং (সবক্ষেত্রে শুধু সেই), কক মামাং (শুধুই কথা), থাং মামাং (যাওয়াই সার) ইত্যাদি। তেমনি— নুকমামাং, চীঙমাং, কাইমাং

বরমামাঙ, নীঙমাং, চামামাঙ ইত্যাদি। বাক্য প্রয়োগ = খুমবার ককবায় মামাংসি = খুমবার শুধু কথায় সার। জত' সামুঙগ ব মামাংন তা = সব কাজেই শুধু সে একাই। খ) মাং মাং = বার বার বা অবিরাম অর্থে এই ধ্বনিগুচ্ছটি ধাতু বা বিশেষ্যের অন্তে দু'বার আলাদাভাবে যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন— কক রিমাং রিমাং (কথা দিতে দিতে অর্থাৎ বার বার অর্থে), ব মামাং, ব মামাং (শুধু সেই), পরিমাং পরিমাং (পড়তে পড়তেই) ইত্যাদি। তেমনি— সীয়মাং সীয়মাং, সামাং সামাং, দাগিমাং দাগিমাং, নায়মাং, নায়মাং, হিনমাং হিনমাং ইত্যাদি।

৩৮) মাসিংচা/মাসিংসা = এই প্রত্যয়টির রূপ বাংলার জনক, কর ইত্যাদি প্রত্যয়ের মতো। বাংলার এই প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে ককবরকে ধাতুর সঙ্গে মাসিংচা/বা মাসিঙসা যুক্ত হয়।

যেমন ঃ উানা + মাসিংচা = উানামাসিংচা (উদ্বেগজনক) কিরি + মাসিঙসা = কিরিমাসিঙসা (ভয়ার্ত), সেলেং + মাসিঙসা = সেলেঙমাসিঙসা (ঘৃণাজনক) ইত্যাদি। তেমনি— মীনামমাসিঙসা, লাচিমাসিঙচা ইত্যাদি। বাক্য প্রয়োগ = উানামাসিঙসা কক = উদ্বেগজনক কথা।

৩৯) রর' প্রত্যয় = কোন ঘটনা বা কাজ সম্পন্ন হয়নি, কিন্তু প্রায় সম্পন্ন হওয়ার পথে এরূপ বুঝাতে ধাতুর পর রর' প্রত্যয় যুক্ত হয়।

যেমন ঃ থাংরর' থাংয়ারর' = প্রায় যাব কি যাবনা এরূপ বুঝাতে। হাপরর'— অস্তপ্রায়, কা রর' = উদিত প্রায় ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ — নবার থাকরর' ঔংখা = ঝড় প্রায় থামতে চলেছে।

নখা সমরর'— আকাশ প্রায় কাল', চাকরর' = প্রায় লাল, নায়থকরর' = প্রায় সুন্দর, ফুররর' = প্রায় সাদা ইত্যাদি।

৪০) রীরীক প্রত্যয় = একটি ঘটনা সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই অপর সম্পর্কিত ঘটনার আবির্ভাব ঘটলে উভয়ক্ষেত্রেই ধাতুর অন্তে অথবা বিশেষণের অন্তে রীরীক প্রত্যয় যুক্ত হয়। অর্থাৎ রীরীক এই প্রত্যয়টি কৃৎ এবং তদ্ধিত এই দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

যেমন ঃ চা + রীরীক = চারীরীক, তাঙরীরীক = তাঙ + রীরীক, হিম + রীরীক = হিমরীরীক, থাং + রীরীক = থাংরীরীক, রুতুক + রীরীক = রুতুকরীরীক, সম + রীরীক = সমরীরীক, চাক + রীরীক = চাকরীরীক, ফুর + রীরীক = ফুররীরীক ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = নায়রীরীক, নায়থকরীরীক = যত দেখি, ততই সুন্দর দেখায়।

উাতীয় উারীরীক, মায় হামরীরীক = যত বৃষ্টি হয়, ততই ধান ভাল হয়।

৪১) রি প্রত্যয় = নিজে কোন কর্ম সম্পাদন না করে অপরের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। এটা ক্রিয়াপদের মাঝে যুক্ত থেকে বাক্যে প্রযুক্ত হয়। এর

রূপ বাংলার খাইয়ে দেওয়া, বলিয়ে নেওয়া, পড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদির অনুরূপ। এককথায় বাধ্য করা হচ্ছে।

যেমন ঃ চা'রি = চা' + রি (খাইয়ে দেওয়া), নায়রি = নায় + রি (দেখিয়ে দেওয়া), ফাঁরাঙরি = ফাঁরাঙ + রি (শিখানো বা শিখিয়ে দেওয়া) ইত্যাদি। তেমনি- কানরি, চুমরি, থুপরি, কা'রি, সককরি, খিপরি, তুপরি, নায়থকরি, সমরি, চাকরি, থুমরি ইত্যাদি। তবে 'রি' এই পরিবর্তে 'রী' ব্যবহার করা যায়। বাক্য প্রয়োগ = বন' মায় চারিদি = তাকে ভাত খাইয়ে দাও।

৪২) রাগ প্রত্যয় = কোন ক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে সাহস অর্থে এই প্রত্যয়টি ধাতু অন্তে যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

যেমন— হিম + রাগ = হিমরাগ (হাঁটতে সাহস করা), তঙ + রাগ (থাকতে সাহস করা) = তঙরাক, খীলায় + রাগ = খীলায়রাগ (করতে সাহস করা), সীলাই + রাগ = সীলাইরাগ (অভিশাপ দিতে সাহস করা ইত্যাদি)। তেমনি- ককসারাগ, নুংরাগ, খুলুমরাগ, হিনরাগ, মনকরাগ, তাঁইরাগ, মিহিমরাগ, রমরাগ, মীসাঁইরাগ, তামরাগ, আচুকরাগ, থুমরাগ, বিররাগ ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = অক্রারগ বায় বাহাই কক সারাগ ? = প্রবীণদের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে সাহস কর ?

৪৩) রীক প্রত্যয় = এই প্রত্যয়টিও ধাতু অন্তে যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এর রূপ অনেকটা বাংলার থেকে যাও, করে রাখ, দেখে রাখ ইত্যাদির অনুরূপ।

যেমন— সান + রীক = সানরীক (চেয়ে রাখা অর্থাৎ দাবী করে রাখা), খুলুমরীক = খুলুম + রীক (প্রণাম করে দেওয়া), তঙ + রীক = তঙরীক (থেকে যাওয়া), খীলাই + নারীক = খীলাইনারীক (করে রাখা), নায় + রীক = নায়রীক (দেখে দেওয়া) ইত্যাদি। তেমনি— খিরীক, নাসিঙরীক, তাঙরীক, তানরীক, রমরীক, খিচিকরীক, মেখাকরীক ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = মন্ত্রীনি থানি রাঙ সানরীকদি = মন্ত্রীর নিকট টাকা চেয়ে রাখ।

৪৪) প্রত্যয় = আসলে এই প্রত্যয়টি জীলায় প্রত্যয়য়েরই সংক্ষিপ্ত রূপ। জীলায় একটি বহুত্ববোধক শব্দ। একের অধিক ব্যক্তি বা প্রাণীর পরস্পর একসঙ্গে কাজ করা বা বিচরণের অর্থ বুঝালে ধাতুর অন্তে এই প্রত্যয়টি যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

যেমন ঃ থাং + লায় = থাংলায়, হিমলায়, খাচিকলায়, মীনীয়লায়, খাকীলাপ বুলায়। বাহারলায়, থীঙলায়, মীসালায়, রীচাপলায়, সীয়লায় ইত্যাদি। এক্ষেত্রে সবটিতেই একের অধিক ব্যক্তি বা প্রাণীকে বুঝানো হয়েছে।

বাক্য প্রয়োগ— বরগ থাংজীলায়' অথবা থাংলায়' = তাহারা যায়। মুসুক আদা চালায়' =

গরুগুলো ঘাস খায়।

৪৫) লাং প্রত্যয় = সংঘটিত ঘটনা সম্পন্ন হওয়ার আগে বা অন্তিম মুহূর্তে কিছু করার অর্থে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। এটা ধাতুর অন্তে যুক্ত হয়। তবে অন্যান্য চিহ্নগুলোও লাং প্রত্যয় যুক্ত ধ্বনিগুচ্ছের পরে প্রযুক্ত হয়।

যেমন ঃ চা + লাং = চালাং (খেয়ে যাওয়া অর্থে), নীঙ + লাং = নীঙলাং (পান করে যাওয়া অর্থে), নায় + লাং = নায়লাং (দেখে যাওয়া অর্থে) ইত্যাদি।

তেমনি- ফায়লাং, থাংলা /থুলাং, সালাং, সুলাং, সীংলাং, তাঙলাং, রালাং, কাফিকলাং, হিনলাং , বুলাং, খরায়লাং, মেথেপলাং, বুথেপলাং ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = থাংনা সীকাঙ কক থাইসা সালাংদি = যাওয়ার আগে কিছু বলে যাও।

৪৬) লা প্রত্যয় = অনুরোধ বা নির্দেশ বুঝাতে ক্রিয়াপদ অথবা ধাতুর পর এই প্রত্যয়টি বসে। এর রূপ অনেকটা বাংলার আস তো, করুন তো, দেখুন তো, বল তো ইত্যাদির মতো।

যেমন- বীচা + লা = বীচা লা (দাঁড়াও তো), থাং + লা = থাং লা (যান তো), রক' + লা = রক' লা (শুয়ে পড়ুন তো) ইত্যাদি।

তেমনি- থু' লা, সিচা লা, আচুক লা, কং লা, নায়সা লা, নায়খীলাই লা, হিম লা, মীথাল লা, বলপ লা ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = আনি কক থাইসা খীনা লা = আমার একটি কথা শুন তো/শুনুন তো।

৪৭) সীলায়/হীলায় প্রত্যয় = বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধির স্বার্থেই এই আলঙ্কারিক ধ্বনিটি বাক্যে ক্রিয়াপদ অন্তে বসে থাকে। অঞ্চল বিশেষে হীলায়/সীলায় ধ্বনিগুচ্ছটি সীলায়/হীলায় উচ্চারিত হয়।

যেমন— খীলায় + হীলায় = খীলায় হীলায়, সা + সীলায় = সা সীলায়, থাং + সীলায় = থাং সীলায়, রম + হীলায় = রম হীলায় ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ = বর' ফায়মা সীলায় = কোথায় এসেছিলে? তাম' খীলায় সীলায় = কি কর? বুফুরু থাংখাইলায় = কবে গিয়েছিল? বাহাই তঙ হীলায় = কেমন আছ?

৪৮) সি প্রত্যয় = জোরপূর্বক কার্য সম্পাদনের অর্থে অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের ক্রিয়াপদের মূল অংশের সাথে 'সি' ধ্বনিটি যুক্ত হয়। পরে প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসে।

যেমন- হেলেপ + সিদি = হেলেপসিদি, তান + সিথুন = তামসিথুন, খুক + সিথুন =

খুকসিথুন, চের + সিথুন = চেরসিথুন, সাপুল + সিদি = সাপুলসিদি, সং + সিদি = সংসিদি, তিখলাই + সিদি = তিখলাইসিদি ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = তাবুক থাংসিদি, উল' ফায়সিদি = পরে আস।

নীঙ পুন তানসিদি, ব হেলেপথুন = তুমি পাঁঠা কাট, সে মাংসগুলো টুকরা করে কাটুক।

৪৯) সুক প্রত্যয় = বিশালতা বা পূর্ণতার অর্থে সুক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। সুক প্রত্যয়ের পর অন্যান্য চিহ্ন বসবে।

যেমন ঃ থু + সুক = থুসুক, তর + সুক = তরসুক, থাং +সুক = থাংসুক, পাই + সুক = পাইসুক, চক + সুক = চকসুক, খি + সুক = খিসুক, ফাই + সুক = ফাইসুক, রা + সুক = রাসুক, বাম + সুক = বামসুক, রুউাই + সুক = রুউাইসুক ইত্যাদি।

৫০) সক প্রত্যয় = অনুজ্ঞাবাচক ও নির্দেশমূলক বাক্যে দ্বিতীয় কোন পক্ষের অপেক্ষায় না থেকে কোন কোন ক্রিয়া সম্পাদন করার অর্থে ককবরকে ধাতু বা ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'সক' প্রত্যয় বসিয়ে পরে অন্যান্য চিহ্ন বসাতে হয়। এর রূপ অনেকটা বাংলার করতে থাক, করতে থাকব, যেতে থাকব না ইত্যাদির মতো।

যেমন ঃ থাং + সক = থাংসক, খীলায়সক, তাংসক, থুসক, চাসক, নায়সক, রিসক, সীয়সক, হকসক, রুকসক, কারসক, লেংনাসক, সুসক, রুজুসক ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ— নরক লেংলালায়সকদি = তোমরা বিশ্রাম করতে থাক।

চীঙ থাংলায়সগানী = আমরা যেতে থাকব।

৫১) সীলাপ প্রত্যয় = একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন ক্রিয়া সম্পাদন করার অর্থে সীলাপ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। এই প্রত্যয়টিকে ক্রিয়াপদ বা ধাতুর সঙ্গে বসিয়ে পরে অন্যান্য চিহ্ন যুক্ত করতে হয়।

যেমন ঃ নুক + সীলা প = নুকসীলাপ, নায় +সীলাপ = নায়সীলাপ, নর + সীলাপ = নরসীলাপ, খারসীলাপ, হীয়সীলাপ, হরসীলাপ, তুনসীলাপ, থাংসীলাপ, তরসীলাপ, তীইসীলাপ, তকসীলাপ প্রভৃতি।

বাক্য প্রয়োগ— নীঙ সকফায়মা সীকাঙ ব থাংসীলাপখা = তুমি আসার কিছু আগে সে গেল।

৫২) সানি প্রত্যয় = কোন ক্রিয়া সম্পাদনকালীন অপর কোন কর্মে হাত দেওয়ার অর্থে

'সানি' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।

যেমন- থাং + সানি = থাংসানি (যাওয়াকালীন), তুকু + সানি = তুকুসানি (স্নানকালীন), নঙখর + সানি = নঙখরসানি (নামাকালীন), পাদীর + সানি = পাদীরসানি (সাতারকালীন) ইত্যাদি।

তেমনি- খকসানি, খনকসানি, খাতনসানি, খিচিকসানি, খুকলায়সানি, খনসানি ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ — আঙ তুকুসানি আমা মায় সঙগ = আমার স্নানকালীন সময়েই মা রান্না করেন।

৫৩) সাক প্রত্যয় = কোনও ক্রিয়া সম্পাদনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত বুঝানোর অর্থে সাক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।

যেমন– চা + য়াসাক = চায়াসাক (না খাওয়া পর্যন্ত), থুয়াসাক, থুময়াসাক, পায়য়াসাক, ফালয়াসাক, মুকুমুয়াসাক, থাংয়াসাক, থাঙয়াসাক, তঙসাক, সীরাঙসাক, লাংমা তঙসাক, মখলসাক, সংসাক, সীয়সাক, সীংসাক ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ— বীসা থুয়াসাক বুমাব' থুয়া = সন্তান না ঘুমানো পর্যন্ত মাও ঘুমান না।

৫৪) পীলাই প্রত্যয় = লাগাতার অর্থে পীলাই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। ধাতুর অন্তে ব্যবহৃত হয়ে এটা নিজের প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রত্যয়টি অঞ্চল বিশেষে বা দ্রুত উচ্চারণে অনেক সময় ফীলাই হয়ে যায়।

যেমন- থাং + পীলাই = থাংপীলাই, ফায় + পীলাই = ফায়পীলাই, কুতুল + পীলাই = কুতুলফীলাই, থু + পীলাই = থুফীলাই, সা + ফীলাই = সাফীলাই, কাপ + ফীলাই = কাপফীলাই ইত্যাদি।

তেমনি- নুকফীলাই, মুকুমুফীলাই, সীলাইফীলাই, মীনীয়ফীলাই, আচুকফীলাই, কমফীলাই, নায়সাফীলাই ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ - আচুকফীলাইমাংসি তঙসিঅ = শুধু বসছে তো বসছেই।

৫৫) নিম্নলিখিত কৃৎপ্রত্যয়গুলো ধাতুঅন্তে যুক্ত হয়ে শুধু বিভিন্ন অর্থই প্রকাশ করে না, ভাষার সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষও বৃদ্ধি করে। যেমন—

ক) প্রাই প্রাই প্রত্যয় = চা প্রাই প্রাই = অপরিতৃপ্ত আহার। খীনা + প্রাই প্রাই = খীনা প্রাই প্রাই = সম্পূর্ণ বা পরিষ্কারভাবে শুনতে না পাওয়া।

তেমনি—নায় + প্রাই প্রাই = নায় প্রাই প্রাই, নাঙ প্রাই প্রাই, নাঁওপ্রাই প্রাই, তঙপ্রাই প্রাই, রমপ্রাই প্রাই, মাহান প্রাই প্রাই, তাঙ প্রাই প্রাই, থকপ্রাই প্রাই, সাঁরাঁঙপ্রাই প্রাই, কাপ্রাই প্রাই, বুপ্রাই প্রাই ইত্যাদি।

খ) রর' প্রত্যয় = ফায়রর' = ফায় + রর (প্রায় আসতে চাওয়া) তেমনি = সে + রর' = সেরর', তাঁইরর, থাংরর', মাঁনাঁয়রর', বাঁচারর' ইত্যাদি।

গ) থক প্রত্যয় = চা + থক, থক = চাথক চাথক, বু + থক থক = বুথক বুথক, হিম + থক থক = হিমথক হিমথক ইত্যাদি।

"ককথাই উাখাঁলাই" এর উদাহরণ

তদ্ধিত প্রত্যয়

১) গাঁনাঙ প্রত্যয় = মালিকানা বা অধিকার এবং সম্পন্ন অর্থে এই তদ্ধিত প্রত্যয়টি শব্দের পরে বসে ও বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ রাঙ + গাঁনাঙ = রাঙগাঁনাঙ (সম্পন্ন পরিবার), হা +গাঁনাঙ = হাগাঁনাঙ (জমির মালিক অর্থে যার জমি আছে এরূপ অর্থে) ইত্যাদি।

তেমনি- রি-গাঁনাঙ, বরমগাঁনাঙ, সাকমাগাঁনাঙ, নকগাঁনাঙ, সাগাঁনাঙ, উানসুকমুঙগাঁনাঙ, উানামুঙগাঁনাক ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = আঙকাহায় রাঙগাঁনাঙ অ হাঅ সাব' তঙ = আমার মতো ধনী এই পৃথিবীতে কে আছে।

উানসুকমুঙ গাঁনাঙগাঁই অসই কক সায়া = চিন্তাশীলরা চিন্তা না করে কথা বলে না।

২) গাঁনাঙগাঁই প্রত্যয় = এই প্রত্যয়টির বাংলা রূপ অনেকটা, ব্যাপি/ব্যাপিয়া ইত্যাদির মতো।

যেমন— বলঙ গাঁনাঙগাঁই (বন ব্যাপি), হাপিঙগাঁনাঙগাঁই (পরিত্যক্ত জুম ব্যাপি) ইত্যাদি।

তেমনি— বাঁসাক গাঁনাঙগাঁই, বেদেক গাঁনাঙগাঁই, বুফাঙ গাঁনাঙগাঁই, কামি গাঁনাঙগাঁই, মররাঙ গাঁনাঙগাঁই ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ = বাঁসাক গাঁনাঙগাঁই কাঁসা = সারা দেহে বা শরীরে ঘা।

বলঙ গাঁনাঙগাঁই কাঁরাঁইনি খরাঙ = সারা বন ব্যাপী অভাবীদের কণ্ঠস্বর ইত্যাদি।

৩) বাংমিসিঙ প্রত্যয় = এই তদ্ধিত প্রত্যয়ের ব্যবহার 'গাঁনাঙগাঁই' প্রত্যয়ের অনুরূপ।

যেমন ঃ বুফাঙবাংমিসিং (সমস্ত গাছে/প্রত্যেক গাছে), য়াসি বাংমিসিং (সমস্ত বা প্রত্যেক আঙ্গুলে) ইত্যাদি।

৪) মারিই প্রত্যয় = এর ব্যবহার বাংমিসিং এবং গীনাঙগীই প্রত্যয়ের অনুরূপ। যেমন = নক মারিউই (প্রতি ঘরে), কামি মারিউই (প্রতি পাড়ায়) ইত্যাদি।

তেমনি— হাপিঙ মারিউই, বরক মারিউই, খরক মারিউই, হুক মারিউই, বলঙ মারিউই ইত্যাদি।

৫) জীক প্রত্যয়— এই স্ত্রীলিঙ্গ বাচক প্রত্যয়টি বিশেষ্য ও সর্বনাম পদ অন্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ নীকরাজীক = নীকরা + জীক (তোমার শাশুড়ী), নীপ্রাঙজীক = নীপ্রাঙ + জীক (তোমার শ্যালিকা)।

তেমনি- পুনজীক, তকজীক, বীসাজীক, নাহামজীক, সীইজীক, মীখরাজীক, বুখিরিজীক ইত্যাদি।

৬) 'ত' প্রত্যয় = ককবরকে 'ত' প্রত্যয়টির ব্যবহার বাংলার 'ত' কিংবা 'তো' এর ন্যায়। বিশেষ্য অথবা সর্বনাম পদের পরে বসে।

যেমন— নীঙ + ত = নীং ত (তুমি তো) আঙ + ত = আং ত (আমি তো) ইত্যাদি।
তেমনি— চীং ত, ব ত, বরগত', আনি ত, অ চেরাই ত, দুকমালি ত, খুরুমপুই ত, তিনি ত, খীনা ত, অব' ত, আব' ত ইত্যাদি।

৭) তীই প্রত্যয় = এই প্রত্যয়টি বিশেষ্য এবং সর্বনাম পদ-অন্তে যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এর ব্যবহারিক রূপ বাংলার ন্যায়, মত, দিয়ে ইত্যাদির অনুরূপ। যেমন ঃ বিশালখি + তীই = বিশালখিতীই (বিশালখির ন্যায়/মতো), ব + তীই = বতীই (তার অনুরূপ/মত) ইত্যাদি।
তেমনি— অতলতীই, আবতীই, সামপারিতীই, মংগীলাতীই, আঙতীই, বরগতীই চীঙতীই, রহিমতীই ইত্যাদি।
বাক্য প্রয়োগ = ব তীই বরক কীরীই = তার মতো লোক নেই।

৮) 'ন' প্রত্যয় = নির্দিষ্টভাবে কোন কিছু বুঝানো অর্থে 'ন' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ নীং-ন = নীং + ন (তুমিই), অব' + ন = অব-ন' (এটিই) ইত্যাদি।
তেমনি— আঙ-ন, ব-ন', অব-ন' আয়াং-ন, অব-ন, খুমবার-ন' আবতীই-ন ইত্যাদি।

৯) নিম্নলিখিত প্রত্যয়গুলো বিশেষণ পদ ধাতু অন্তে ব্যবহৃত হয়ে বিভিন্ন অর্থই শুধু

প্রকাশ করে না, শব্দের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে।

ক) ব্রেব্রে প্রত্যয় = খা + ব্রেব্রে = খাব্রেব্রে তাই + ব্রেব্রে = তাইব্রেব্রে।

খ) ব্রুব্রু প্রত্যয় = সি + ব্রু ব্রু = সিব্রুব্রু

গ) বুবুক = সি + বুবুক = সিবুবুক

ঘ) সিরিসিরি প্রত্যয় = তীয় + চিরিচিরি = তীয়চিরিচিরি, আয় + সিরিসিরি = আয়সিরিসিরি।

ঙ) চুচু প্রত্যয় = খীয় + চুচু = খীয়চুচু

চ) চুচুম প্রত্যয় = খীয় + চুচুম = খীয়চুচুম

ছ) চুমুচুমু প্রত্যয় = খীয় + চুমুচুমু = খীয়চুমুচুমু

জ) চমচম প্রত্যয় = খীয় + চমচম = খীয়চমচম > খীয়চচম

ঝ) হুহু প্রত্যয় = মতম + হুহু = মতমহুহু

মীনাম + হুহু = মীনামহুহু

ঞ) জিজি " = খীরাঙ + জিজি = খীরাঙজিজি

সম + জিজি = সমজিজি

ট) দুদু " = খা + দুদু = খাদুদু > খাদ'দ'

ফু + দুদু = ফুদুদু

ঠ) দুরুদুরু " = সাই + দুরুদুরু = সাইদুরু দুরু

রুমু + দুরুদুরু = রুমুদুরু দুরু

ড) লল " = পেক + লল = পেকলল'

ফু + লল' = ফুল'ল'

ঢ) গগ' " = চেং + গগ' = চেংগগ'

ণ) মুরু মুরু " = থীয় + মুরু মুরু = থীয়মুরু মুরু

থ) খর'খর' " = বুং খর'খর' = বুংখর খর'

বাং + খর'খর' = বাংখর' খর'

দ) কক' " = হিলিক + কক' = হিলিকক'

ধ) পেপে " = সীরাপ + পেপে = সীরাপেপে

প) লীলীক " = খা + লীলীক = খা'লীলীক

			করম' + লীলীক	=	করম'লীলীক >
			য়া + লীলীক	=	য়ালীলীক
ফ)	ফ্রেফ্রে	প্রত্যয় =	রাক + ফ্রে ফ্রে	=	রাকফ্রেফ্রে
ব)	প্লমপ্লম	" =	সি + প্লম প্লম	=	সি প্লম প্লম
ভ)	প্রাইপ্রাই	" =	থক + প্রাইপ্রাই	=	থকপ্রাই প্রাই
			খীনা + প্রাই প্রাই	=	খীনাপ্রাই প্রাই
			মাহান + প্রাই প্রাই	=	মাহান প্রাই প্রাই
ম)	প্রম প্রম	" =	সি + প্রম প্রম	=	সিপ্রম প্রম
			মীনাম + প্রম প্রম	=	মীনাম প্রম প্রম
য়)	প্রু প্রু	" =	রাম + প্রু প্রু	=	রামপ্রুপ্রু
র)	পুপুং	" =	স্রাপ + পুংপুং	=	স্রাপুপুং
ল)	তুরুতুরু	" =	সাই + তুরু তুরু	=	সাইতুরু তুরু
			খীয় + তুরু তুরু	=	খীয়তুরু তুরু
ব)	তীলাঙতীলাঙ	" =	সেং + তীলাঙ তীলাঙ	=	সেংতীলাঙ তীলাক
শ)	থথ'	" =	বান + থথ'	=	বানথথ'
			রাক + থথ	=	রাকথথ
ষ)	রেরে	" =	রক' + রেরে	=	রক'রেরে
			রম + রেরে	=	রমরেরে
			থাং + রেরে	=	থাংরেরে
স)	রর	" =	বুরা + রর'	=	বুরারর'
			বীরীয়চীক + রর'	=	বীরীইচীকর'র'
			তীই + রর'	=	তীইরর'
হ)	সেসে	" =	মুকুমু + সেসে	=	মুকুমুসেসে
ড়)	সিসি	" =	লক + সিসি	=	লকসিসি
			পাপ + সিসি	=	পাপসিসি
			তীই + সিসি	=	তীইসিসি

১০। ব প্রত্যয় = এটা বিশেষ্য ও সর্বনাম পদ-অন্তে যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এর রূপ ইংরেজীর also, too ইত্যাদির অনুরূপ। আবার এটা কৃৎ অন্তে অর্থাৎ ধাতুর অন্তে যুক্ত হয়ে

কৃৎপ্রত্যয়ের কাজও করে।

যেমন ঃ আঙ + ব = আঙব (আমিও) সাউই + ব = সাইব (বলেও) ইত্যাদি।

তেমনি- চীঙব, আন'ব', চীঙনব' বন'ব', বুয়নব', আব'ন'ব', অব'ন'ব', রামনব', রহিমনব', খুমউাকেনব' থাংগাইব, ফায়াইব, হিমাইব, নায়াইব, নুগাইব ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ— আনব' অ কক সাদি = আমাকেও এ কথা বলো। ব বায় থানসা হিমাইব নায়খা = তার সঙ্গে একত্রে চলেও দেখেছি।

১১) সে/সি ধ্বনি = এটা নিশ্চয়তাসূচক ধ্বনি। এই ধ্বনিটি সংঘটিত কোনও ঘটনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে অঙ্গুলি সংকেতের মাধ্যমে কিছু বলার অর্থে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের শেষে যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

যেমন— খুমপুয় সি (খুম্পুয়ই), ব সি (সেওই), আঙ সে(আমিই), তাতাল সি (মিথ্যাই), কুবুয় সি (ঠিকই) অব' সে (এটাই), বরগ সি (তাহারাই) ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ— আঙ সি আ কক সাঅ = আমিই সে কথা বলেছি।

হালকবনাই/পদান্বয়ী অব্যয়

হালকবনাই বা পদান্বয়ী অব্যয়গুলো বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে সংযোগ সাধন অর্থাৎ অন্বয় বা সম্বন্ধ প্রকাশ করে। সেজন্য তাদেরকে বলে হালকবনাই অর্থাৎ সংযোগ সাধনকারী পদ। এটা নামপদগুলোর সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ প্রকাশ করে। আবার নামপদগুলোর মধ্যে বিশেষ্য ও সর্বনামপদ এই দুটোর সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ প্রকাশে সাহায্য করে। তবে একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, হালক বনাই কেবলমাত্র ককথাই বা পদগুলোর মধ্যে অন্বয় প্রকাশ করে, এটা বাক্যসমূহের মধ্যে অন্বয় বা সম্বন্ধ প্রকাশ করে না।

(দালসা মুঙ এবা মুঙসীলাই বায় তে দালসা মুঙ এবা মুঙসীলাইনি বিসিং হালক বউই আব'রগ নি বিসিং হালক কীরীঙলায়মান' কাহামখে ফুনুকখে বন' হিনু হালকবনাই।)

ফুনুকমারি ঃ

ব্যবহার অনুসারে ককবরকে পদান্বয়ী বা হালকবনাই অব্যয়কে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) সুরসামুঙরীগীই/উপমাবাচক ঃ কাহায়, সলতীইসা, সলতীতীইসা, ঔংতীইসা, আবতীইরগ।

বাক্য প্রয়োগ ঃ ব কাহায় বরক কীরীই/তার মতো লোক হয় না। লাঙগা পুঙতীতীই থাত্যয়/প্রায়

খাড়া ভর্তি আমড়া। বিবিন' সলতাইসা বাহানকজাক/প্রায় বোনের চেহারার সতুল্য বোন। কীথায় হায় কীলাময়াই তা তঙদি/মরার মতো পড়ে থেকো না ইত্যাদি।

খ) আরিরীকমুঙ/সীমাবাচক ঃ জরা, জরাতাই ইত্যাদি। বাক্য প্রয়োগ ঃ কলকাতা জরা থাংগাই মানানী/কলকাতা পর্যন্ত যেতে পারবে। বাসাক জরাতাই তলাঅ নঙখরাই মান নঙখরথুন/কতটুকু পর্যন্ত নীচে নামা যায় নামুক। আঙ রেমবা য়াখিলি জরা-ন সীরীঙনগ' সীরীঙগাই মানসিঅ/আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্তই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে পেরেছি।

গ) আচুকমুঙ রীকমুঙ/অবস্থানবাচক ঃ লগিঅ, ওকলগ' সীকাঙগ, সাম', বিসিংগ, তলাঅ, সাকাঅ ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ ঃ চুমুইনি সাম' আমিঙ মাসা/চুমুই এর পাশে একটি বিড়াল। মায়চাল তলাঅ য়াকীলাপ জরসা = চেয়ারের নীচে একজোড়া জুতো। সঙফাঙ সাকাঅ বিজাব কাঙসা/টেবিলের উপর একখানি বই। নকবিসিংগ নক বীসা/ঘরের ভিতর ক্ষুদ্র ঘর। পূব গালাঅ সাল কাঅ/পূর্বদিকে সূর্য উঠে। সিমালীঙ বাবাই তা থাংদি/শ্মশানের দিকে যেও না। মামা-নি উলদ্রব' সীইমাসা উতুঙ উতুঙ/মামার পেছনে একটি কুকুর ধাবিত হচ্ছে। আনি বীসকাঙগ তকলা মাসা/আমার সামনে বা সম্মুখভাগে একটি মোরগ।

ঘ) য়াসা রীকনাই/ব্যতিরেক বাচক ঃ য়াসা, কীরীই ইত্যাদি। জগদা য়াসা চুকয়া/জগদা বিনে চলে না। নন' য়াসা পুয়তু থাংয়া/তোমাকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করি না।

উপরোক্ত বাক্যগুলোতে কাহায়, হায়, সলতাইসা, জরা, জরাতাই, সাম তলাঅ, সাকাঅ, বিসিংগ, গালাঅ, বাবাই, উলদ্রব' বীসকাঙগ ইত্যাদি ককথাইগুলো হচ্ছে হালক বনাই। কারণ এই ককথাই পদগুলো একটি পদের সঙ্গে অপর একটি পদের অন্বয় বা সম্বন্ধ প্রকাশ করছে।

মানজুনাই/সংযোজক অব্যয়

একাধিক ককথাই/পদ অথবা ককবীতাং/বাক্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে যে ককথাই সেই ককথাই বা পদকে বলে মানজুনাই। বাংলায় বলে সংযোজক অব্যয়।
(ককথাইরগ এবা ককবীতাংরগন 'কীরীঙরিনাই ককথাইরগন' হিনু মানজুনাই।)
মানজুনাই বা সংযোজক অব্যয়গুলো হলো = তেই, বায়, য়াখে, অীংয়াখে, ফিয়াবা, তামুংগাই, ফান', হায়ফান', তমুং, তাংগাইহিনবা, আবাইন, ত ইত্যাদি।

বাক্য প্রয়োগ — মুকতকসা ফায়খা তেই আঙব থাংখা/মুকতকসা এসেছে এবং আমিও গিয়েছি। রীঙনগ' থাংদি, য়াখে সামুঙ তাঙদি/স্কুলে যাও, নতুবা কাজ কর। খাতকসা বায় রাচং হিসাকনীয়/খা-তকসা ও বাচাং স্বামী-স্ত্রী। কাহামখে পরিদি, অীংয়াখে সামুঙ তাঙগীই চানা নাঙগানী/ভালভাবে পড়াশুনা করো, নতুবা কাজ করে খেতে হবে। ফিয়াবা নীং-ন অ সামুঙ তাঙখা/কিন্তু তুমিই এ কাজ করেছ। তামুংগীই আন' অ কক সীকাঙবারিয়া খীনারিয়া/তবে আগে কেন এ কথা আমাকে জানতে দাওনি। আহায়ফান' ককত' চাপলায়না নাঙগানী/তা সত্ত্বেও যুক্তি-পরামর্শ তো করতে হবে। নীঙ তমুং ফায়খে আঙব থাংগানী/যদি তুমি আস তবে আমিও যাব। ব তিনি থাংগীই মানগ্লাক, তামঙগীই হিনবা বিনি সাগ হাময়া/আজ তিনি যেতে পারবেন না, কেননা তার শরীর খারাপ। আবাইন আঙ বন' পুয়তু থাংয়া/সে জন্য আমি তাকে বিশ্বাস করি না। আঙ ত থাংনাইন, নীংব হিমদি/ আমি তো যাবই, তুমিও চলো ইত্যাদি।

খা পেরনাই/ভাববাচক অব্যয়

কিছু ককথাই বা পদ বাক্যে ব্যবহৃত হলেও অন্য কোনও পদের সঙ্গে অন্বিত বা সম্পর্ক যুক্ত থাকে না। অথচ মনের উচ্ছ্বাস বা ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এই ককথাইগুলো পুরোপুরি সক্ষম। এই ককথাইগুলোই খা পেরনাই বা ভাববোধক অব্যয়। এ অব্যয়গুলো পদ না হয়ে কিছু বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিও হতে পারে। তাই বলব— কোন পদ অথবা বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ বাক্যে ব্যবহৃত হয়েও বাক্যস্থিত অন্যান্য পদগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত হয় না, কিন্তু মনের ভাব বা উচ্ছ্বাস প্রকাশের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সক্ষম, তাদের বলা হয় খা পেরনাই বা ভাববাচক অব্যয়। (ককবীতাংগ সামুঙ ফীনাঙজাকফান' ককবীতাং বিসিংনি কুবুনি ককথাইরগ বায় কীরীঙলায়য়া, ফিয়াবা আচমসা খা কামান' ককথাই থাইসা বায় বুখুকতীই পেপলারিউই মান' অবতীই ককথাইন' হিনু খা পেরনাই।)

ফুনুকমারি ঃ

উঃ ! চীঙ মা-উনসুরুসিনাই। উঃ ! আমাদেরকে পিছু হটতেই হচ্ছে। আ ! আব'ব' চামানি ককন' । হ্যাঁ, তাইতো ! তাওতো একটি কথা। বাঃ ! কুইখে দুলমানখা বীলা । বাঃ ! কত সুন্দর হয়েছে। পাইখা ! বুবায়ুঙজীকন' তীলাং থাংখাফন। ছেড়েছে ! সে তার ভাগ্নিকে নিয়ে পালিয়ে গেছে বলে জানা যায়। চি ! বুউয়জীক বায়সি মানজাক হীনবীলা। খেয়েছে ! স্ত্রীর বড় বোনের সঙ্গে অবৈধ প্রেম করতে গিয়ে ধরা পড়েছে বলে জানা যায়। এহুহু ! অ মারে

সঙ । এহুহু, হে আমার বান্ধবীগণ। চিস্! বিনি কক তাসাদি ছিঃ! তার কথা বলো না। অঁঃ ! ব বেলাইন কক কতর কতর সাখা উঃ ! সে বড়ই বড় বড় কথা বলেছে। এরাদ' ! মীতাই ! সামুঙ হাময়াদে নীঙ তাঙতীরীঙ? এরাম ! এসব কুকাজও তুমি কর? বদে কক! বুবাগ্রা বায় সেলেঙসান' বা বর' সুরসানা তঙ! এটা কি কথা হল! মালিক এবং চাকরের মধ্যে কি তুলনীয় হয়? আয়া ! বহরক দুনকমা বেলাই আকার খাদ! উঃ! বড়ই মাথা ব্যথা। আমায়ে! নীঙ আন' কারা থাংথকদে মানজাকখা? * আরে! তুমি কি আমাকে ঠাট্টার পাত্র পেয়েছ? মায়জাঁই ! আসীক নাখীরায় তা মানজাকদি। আরে! এতো আব্দার করো না। অ কীপাল! অব' বাহাই হামন'। হায় কপাল! কি উপায় হবে। অ রাঙচাক। নীংবা সাব' আঙবা সাব' বুমা কায়সানি বীসা। হে সোনারে ! তুমিই বা কে, আমিই বা কে, সবাই এক মায়ের সন্তান।

উপরোক্ত বাক্যগুলোতে উঃ, আঃ, বাঃ পাইখা, চাখা, এহুহু, চিস, মায়জাঁই অ কীপাল, অরাঙচাক, অঁঃ, এরাদ', বদে কক, আয়া, আমায়ে ইত্যাদি ককথাই বা পদগুলো হলো ভাববাচক। এই পদগুলোর দ্বারা ভাব, বিস্ময়, উচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে— তাই এ ককথাইগুলো ভাববাচক অব্যয় বা খা পেরনাই।

ককথাই মানজু/সমাস

আমরা মনের ভাব সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে চাই। সেজন্য প্রয়োজন নূতন নূতন অনেকগুলো অর্থপূর্ণ শব্দের। যেকোন ভাষায় এই শব্দ সৃষ্টির উপায়গুলোর মধ্যে সমাস অন্যতম। সমাসের সাহায্যে নূতন পদের সৃষ্টি হয়। একের অধিক অর্থ সম্বন্ধযুক্ত পদ মিলিত হয়ে একপদে পরিণত হলেই সমাস হয়। তবে অর্থগত সম্পর্ক না থাকলে শব্দ বা পদগুলো কখনো একত্রে মিলতে পারে না। দুই বা ততোধিক অর্থসম্পর্কযুক্ত পদ মানেই ছোট-খাট একটি বাক্য। ছোট-খাট সেই বাক্যের বক্তব্য বিষয় সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে নূতন পদ সৃষ্টির মাধ্যমে সংক্ষেপে ব্যক্ত করাই সমাসের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাতে সৃষ্ট নূতন পদের শ্রুতিমাধুর্যও আসে।

সুতরাং সমাসের অর্থ হলো সংক্ষেপ। ককবরকে সমাসের নাম দেওয়া হয়েছে "ককথাই মানজু'। অর্থের দিক দিয়ে পদ এবং পদের মধ্যে মধুর মিলন। সেজন্য ককবরকে "ককথাই মানজু' এই নাম সঙ্গতভাবেই আসে। মোট কথা— মনের ভাব সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য পরস্পর অর্থসম্পর্কযুক্ত দুই বা দুই এর অধিক ককথাই/পদের একটি ককথাই/পদে পরিণতি লাভের নাম 'ককথাই মানজু'।

(বীখানি উানসুকমুঙ ফীলাং ফীলাংখে সানা বাগীই ককমাঙ কীরীঙলায়জাক থাইসানি সীলাই

কীবাং ককথাইরগ কীথাউই ককথাই থাইসা অীংখে আব'ন' হীনু 'ককথাই মানজু'।)

মানজুজাক ককথাই /সমস্ত পদ

একাধিক পদের মিলনে গঠিত নূতন ককথাই বা পদকে বলে মানজুজাক ককথাই বা সমস্ত পদ।

(থাইসানি সীলাই কীবাং কীথালায়জাক ককথাই কীতালন' হিনু মানজুজাক ককথাই।)

যেমন ঃ তকনি বথপ = তকবথপ/পাখির বাসা। এখানে তকবথপ হচ্ছে মানজুজাক ককথাই বা সমস্ত পদ।

মানজুমা ককথাই/সমস্যমান পদ

যে একাধিক ককথাই বা পদ মিলিত হয়ে সমাস গঠন করে তাদের বলা হয় মানজুমা ককথাই/সমস্যমান পদ।

(কীথালায়ীই মানজুলায়মা ককথাইরগন' মানজুমা ককথাই হিনু।)

ফুনুকমারি ঃ তকনি বথপ = তকবথপ। এখানে তকনি/পাখির, বথপ/বাসা এই দুটি পদ হলো মানজুমা ককথাই/সমস্যমান পদ।

ককসুখুরূপ/ব্যাসবাক্য

সমস্যমান পদগুলোর পারস্পরিক অর্থ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখানোর জন্য যে বাক্য বা বাক্যাংশের প্রয়োজন হয় তার নাম ককসুখুরূপ/ব্যাসবাক্য।

(ককথাই মানজুনি ককমাঙন সীরাই সীরাইখে ফুনুকনা বাগীই ককথাইরগন' খাগীই সাজাক ককবীতাংন হিনু ককসুখুরূপ।

যেমন ঃ চিবুক তঙমানি হাখর = চিবুকখর। এখানে 'চিবুক তঙমানি হাখর' হচ্ছে কক সুখুরূপ বা ব্যাসবাক্য।

সীকাঙককথাই/পূর্বপদ

সমস্যমান পদগুলোর মধ্যে যে পদ পূর্বে তাকে সীকাঙ ককথাই/পূর্বপদ বলে।

(মানজুমা ককথাইরগনি বের' সীকাঙনি ককথাইন হিনু সীকাঙ ককথাই।)

উল ককথাই/পরপদ

সমস্যমান পদগুলোর মধ্যে যে পদটি পরে বসে তাকে বলে উল ককথাই বা পরপদ। এটাকে বাংলায় উত্তরপদও বলা হয়।

(মানজুমা ককথাইরগনি বের' উলানি ককথাইন হীনু উল ককথাই)

যেমন ঃ চিবুক তঙমানি হাখর । এখানে চিবুক তঙমানি হলো পূর্বপদ এবং হাখর হলো পরপদ।

ব্যাকরণগতভাবে ককবরকে সমাস পাঁচ রকমের আছে । অর্থাৎ ককবরকে ককথাই-মানজু পাঁচভাগে বিভক্ত। এগুলো হলো ঃ ১) বাতায় ককথাইমানজু/দ্বন্দ্ব সমাস ২) ফুনুকজুদা ককথাই মানজু/বহুব্রীহি সমাস ৩) উলফাঙ ককথাই মানজু/তৎপুরুষ সমাস ৪) মুঙগরন ককথাই মানজু/কর্মধারয় সমাস (ইহা তৎপুরুষ সমাসেরই অন্তর্ভুক্ত) ৫) সীকাঙফাঙ ককথাই মানজু/অব্যয়ীভাব সমাস।

পরস্পরের অর্থ সম্পর্কের ভিত্তিতে ককথাই মানজুকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ ১) বাতায় ককথাইমানজু/দ্বন্দ্ব সমাস (ইহা সংযোগমূলক) ২) ফুনুকজুদা ককথাই মানজু/বহুব্রীহি সমাস (এটা বর্ণনামূলক) ৩) উলফাঙ ককথাই মানজু/তৎপুরুষ সমাস (এটা ব্যাখ্যামূলক) এর মধ্যে মুঙগরন ককথাই মানজু/কর্মধারয় সমাস উলফাঙ ককথাই মানজু বা তৎপুরুষ সমাসেরই অন্তর্ভুক্ত। আলাদা একটি সমাস হলো সীকাঙফান ককথাইমানজু অর্থাৎ অব্যয়ীভাব সমাস। এটাও মূলত ব্যাখ্যামূলক।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ ১) কর্মধারয় ও দ্বিগু সমাস প্রকৃতপক্ষে তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্ভুক্ত। ২) তৎপুরুষ, কর্মধারয়, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব সমাস— ব্যাখ্যামূলক।

খরাঙমানজু/সন্ধি এবং ককথাই মানজু/সমাস

সীমিত কথার দ্বারা সৌন্দর্য আনয়নই সন্ধি ও সমাসের মূল উদ্দেশ্য। এ জন্যই সন্ধি ও সমাসের সৃষ্টি করা হয়েছে। এইটুকু সাদৃশ্যই উভয়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। উভয়ের ব্যবধান কিন্তু ব্যাপকতর।

১) খরাঙমানজু বা সন্ধিতে বর্ণের সঙ্গে বর্ণের ধ্বনিগত মিলন। এতে প্রথমটির শেষ ধ্বনি বা বর্ণ এবং পরবর্তী পদের প্রথম ধ্বনি বা বর্ণের মিলন ঘটে। সমাসে পদের সঙ্গে পদের মিলন হয়।

২) সন্ধি বা খরাঙমানজুতে উচ্চারণগত মিলন ঘটে। সমাসে অর্থগত। অর্থাৎ সন্ধিতে কোন পদেরই অর্থ পরিবর্তন ঘটেনা, অক্ষুন্ন থাকে। কিন্তু সমাসে একমাত্র দ্বন্দ্ব ব্যতিত অন্য সমাসে কোন না কোন পদের অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

৩) সমাসে বা ককথাইমানজুতে পূর্ব পদের চিহ্ন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোপ পায়, কিন্তু খরাঙমানজু বা সন্ধিতে পূর্ব পদের বিভক্তি চিহ্ন লোপের কোন প্রশ্ন উঠে না।

৪) সন্ধিতে পদগুলোর ক্রমের কোন বিপর্যয় ঘটে না। সমাসে ব্যাসবাক্য ও সমস্ত পদের

ক্রমগুলো অনেক সময় ভিন্নও হতে পারে।

৫) সমাসে ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত যেকোন-একটির বদলে সমস্ত পদে সমান অর্থবহন করে এমন অন্য একটি শব্দ/পদ ব্যবহৃত হতে পারে। সন্ধিতে তা হয় না।

৬) সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে— সমাস হলেই সন্ধি করতে হয়। কিন্তু বাংলা ও ককবরকের ক্ষেত্রে তা হয় না।

১) বাতায় ককথাইমানজু/দ্বন্দ্বসমাস

বাতায় ককথাই মানজু সংযোগমূলক। ইহা মূলতঃ কৌরীঙলায়মা বা মিলনের ককথাইমানজু। যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় এবং তাতে সংযোগমূলক অব্যয়ের বিলুপ্তি ঘটে তাকে বলে বাতায় ককথাই মানজু বা দ্বন্দ্ব সমাস। এই সমাসের সমস্যমান পদগুলো তেই/ও, আর, বায়/ও প্রভৃতি সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা পারস্পরিক যুক্ত থাকে। (কৌচারনি মানজুনাই কৌমাউই বারাবাচিঙনি ককমাঙ সই তঙগৌই তমুং ককথাই থাইসানি কৌবাংনি বিসিং ককথাইমানজু ঔংখে আব'ন' বাতায় ককথাইমানজু হৌনু।)

বাতায় ককথাইমানজুরগ ঃ

হর বায় সাল = হর-সাল, বৌসা তাই বৌতাই = বৌসা-বৌতাই/সা-তাই, মুসুক বায় পুন = মুসুকপুন, থাং তেই ফায় = থাং-ফায়, মা বায় ফা = মা-ফা, কৌরাই বায় গৌনাঙ = কৌরাই-গৌনাঙ, হিক তেই সায় = হিক-সায়, তাখুক-তেই বুখুক = তাখুক-বুখুক, মায় বায় মুই = মায়-মুই, বুবাগ্রা বায় লুকু = লুকু-বুবাগ্রা, য়াকুং তেই য়াক = য়াকুং-য়াক, চৌলা বায় বৌরৌয় = চৌলা-বৌরৌয়, রৌচাপ তেই মৌসা = রৌচাপমৌসা, চাউই তেই নৌঙগৌই = চাই-নৌঙগৌই, বুকুঙ তেই বুখুক = কুঙ-খুক, সম তেই মস' = সম-মস', থাইপুঙ তেই থাইচুক = থাইপুঙ-থাইচুক, সাল বায় তাল = সাল-তাল, ভীম বায় অর্জুন = ভিম-অর্জুন, বৌখা বায় সাগ = সাগ-বৌখা, সিনাই বায় সিয়া = সিনাই-সিয়া, নৌঙ বায় আঙ = নৌং-আঙ, বু তেই তক = বু-তক, নায়ৌই তেই নুগৌই = নাই-নুগৌই, ফাল তেই পায় = ফাল-পায়, নৌঙ, আঙ, তেই ব = চৌঙ, নৌঙ তেই ব = নরগ, ব তেই কুবুনিরগ = বরগ ইত্যাদি।

নোটস্ ঃ

১) ককবরক দ্বন্দ্ব সমাসে পরবর্তী সমস্যমান পদ যদি একবচন হয়, তাহলে সমাসবদ্ধ পদও একবচনই হয়। যেমন ঃ মা বায় ফা = মাফা, য়াকুং তেই য়াক = য়াকুং-য়াক। ২) ককবরক দ্বন্দ্ব সমাসে সমস্যমান পদগুলোর পরপদ যদি বহুবচন হয়, তাহলে তার সমস্ত পদও বহুবচন বা সৌকবাং হয়। যেমন ঃ হিকবায় সায় খরকনৌয় = হিসাকনৌয়, মা বায় সা কৌনৌয় = মাসাকনৌয়, তাখুক তেই তাখুক কৌনৌয় = তাখুকনৌয়, ফা বায় সা খরকনৌয় =

ফাসাকনীয় ইত্যাদি।

৩) মনুষ্যবাচক প্রাণীর ক্ষেত্রে সমস্যমান পদগুলোর দ্বারা একাধিক ব্যক্তির কথা বোঝানো হলে বা বলা হলে এর সমস্ত পদে বহুবচন বা সীকবাং হয় এবং তাতে পূর্বপদের পদই থেকে যায় ও তার সঙ্গে বহুবচনবোধক সঙ অংশ যুক্ত হয়। পরবর্তী পদের বিলুপ্তি ঘটে। যেমন ঃ নাখীরায় বায় বয়ার = নাখীরায়সঙ, রহিম বায় করিম = রহিমসঙ, রাম বায় সীতা = রামসঙ ইত্যাদি। এখানে নাখীরায়, রহিম ও রাম হলো পূর্বপদ এবং বয়ার, করিম এবং সীতা হলো পরপদ। সমস্ত পদে পূর্বপদ নাখীরায় রহিম এবং রামের সঙ্গে সঙ অংশটি যুক্ত হয়েছে এবং বয়ার, করিম ও সীতা এর বিলুপ্তি ঘটেছে।

২) ফুনুকজুদা ককথাই মানজু/বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদের পূর্বপদ ও পরপদের অর্থ গৌণ হয়ে তৃতীয় একটি অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয় তাকে বলে ফুনুকজুদা ককথাই মানজু বা বহুব্রীহি সমাস।

(মানজুমা ককথাইরগনি ককমাং ফীলাং ফীলাংখে ফুনুকয়াউই ককমাঙ জুদানি ককথাই থাইসা ফুনুকখে আব'ন' হীনু ফুনুকজুদা ককথাই মানজু।)

ফুনুকমারি ঃ সেংকীরাকগীনাঙ বরক = সেংকীরাক। এখানে ব্যাসবাক্যের অর্থ দাঁড়ায় = যার দৃঢ় তরবারি আছে এরকম লোক। কিন্তু সমস্ত পদে হয়েছে 'সেংক্রাক'। কিন্তু এর অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। তাতে বুঝানো হয়েছে 'সাহসী যোদ্ধা'। তেমনি ঃ খরাঙকতর বরক = খরাঙ কতর/প্রচার সর্বস্ব ; য়াকুং কেবেল বরক = য়াকুং কেবেল/দুর্বল বা নিরীহ, য়াসুকু' সীকাঙ = থাংমা = য়াসুকু' সীকাঙ/নিরুদ্দিষ্ট পথে যাত্রা ইত্যাদি।

তেমনি ঃ য়াকুং-য়াক কীরাক/সবল, সেংকারী মথর/প্রস্তুতি, উারনাই মীসা/অপরাধী, কীপাচলংগ হুক্কু/রাগান্বিত, য়াসুকু কাইচম/সাবধানতা, অখীলায় চা/ঘৃণাবোধ, মুসু থাই/হিংসা, বখরক থাইথাম/পরিণত বুদ্ধি, মকল খি খরক/রুচিহীনতা অথবা সুনজরের অভাব, খা-থীয়/নিরুৎসাহ, বুখুককলক/যিনি মনের কথা গোপন রাখতে পারেন না, ততীরা বথর কীরাই/গোপন কথা অকপটে বলে ফেলেন যিনি, চাকীরাক/পেটুক, খা-কাহাম/উদারমনা, খা-কতর/ সাহসী, খা-কসল/নীচমনা ব্যক্তি, বুখুক খিখরক/যে কথা দিয়ে কথা রাখে না, মকল তাইসুমু/চোখে ধুলো বা ফাঁকি, মকল থাপলা/ফাঁকি, বীখা কুসু/ভীতু অথবা ভীরু ইত্যাদি।

৩। উলফাঙ ককথাইমানজু/তৎপুরুষ সমাস

যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি চিহ্নের লোপপূর্বক পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়

তাকে উলফাঙ ককথাইমানজু/তৎপুরুষ সমাস।

(উলফাঙ ককথাই মানজুঅ সীকাঙ ককথাইনি সিনিমারি কৌমাউই উলনি ককথাইনি হালক কৌরাঙজাংগু তেই উলনি ককথাইমাঙ ফুনুকজাগু। উলনি ককথাইমাঙ দাক দাকখে ফুনুকজাকনাই ককথাই মানজুন' উলফাঙ ককথাই মানজু হিনু।)

'নি' সিনিমারি/নি-বিভক্তিযোগে—

নিনি মা = নীমা/তোমার মা, আনি ফা = আফা/আমার বাবা = আফা, নিনি তা = নীতা/তোমার দাদা, বিনি বায় = বিবি/তাহার দিদি। বিনি চাই = বীচাই/তাহার দিদিমা বা ঠাকুরমা, আনি মা = আমা/আমার মা অথবা মা, বলঙনি বুবাগ্রা = বলঙবুবাগ্রা/বনরাজা, হা-নি বুবাগ্রা/দেশের রাজা, পুননি আবুকতীয় = পুন আবুকতীয়/ছাগীর দুগ্ধ, তাখুমনি রাজা = তাখুম রাজীগাঙ/রাজহংস, তাখুমনি বীতাই = তাখুমতাই/হাঁসের ডিম, তকনি বীতাই = তকতাই/মোরগের ডিম, মাঙ কমলমানি বীলীঙ সিমালীঙ/শ্মশান ইত্যাদি।

'ন' সিনিমারি/ন-বিভক্তি যোগে—

গিতান' পরিমা = গিতাপরিমা/গীতাপাঠ, মুসুকন' রীকমা = মুসুক রীকমুঙ/গরু তাড়ানো, রুঙন চকমা = রুঙ চকমুঙ/নৌকা বাইচ, চুবাচুন' মানমা = চুবাচু মানমা/সাহায্য প্রাপ্তি, রথন' নায়মা = রথ নায়মুঙ/রথ দেখা, মায়ন' সংমা = মায় সংমুঙ/ভাত রাঁধা, মীখাঙন খলপমা = মীখাঙ খলপমা/মুখ ঢাকা ইত্যাদি।

এখানে ন-বিভক্তি লোপ পেয়ে পরপদের অর্থ প্রধান রূপে প্রতীয়মান হচ্ছে।

'বায়' /বায় বিভক্তি যোগে—

কল বায় সুরজাক = কলসুরজাক/বল্লমের ঘাই প্রাপ্ত, দেংগি বায় সুকজাক = দেংগি সুকজাক/ঢেঁকির ভানা, চিবুক বায় সুকজাক = চিবুক সুকজাক/সর্পদ্রষ্টা, চুমুই বায় কবলপজাক = চুমুই কবলজাক = মেঘাচ্ছন্ন, বেমার বায় কবলজাক = বেমার কবলজাক/রোগাক্রান্ত, মধু বায় ফুলজাক = মধু ফুলজাক/মধুমাখা ইত্যাদি।

এখানে বায় বিভক্তি লোপ পেয়ে পরপদের অর্থ প্রাধান্য লাভ করেছে।

'অ' সিনিমারি/'অ' বিভক্তি যোগে—

হাঅ কৌরায়জাক = হাকৌরায়/মাটিতে পতিত, বুফাঙনি হাঅ কৌরায়জাক = বুফাঙ হাকৌরায়/গাছ থেকে মাটিতে পতিত। এখানে 'অ' এই বিভক্তি লোপ পেয়ে পরপদের অর্থ প্রাধান্য লাভ করেছে।

'সিমি' ককথাইউল/'সিমি' অনুসর্গ যোগে—

য়াফাঙনি সিমি বুচুকজরা = য়াফাঙবুচুক/আপাদমস্তক, চেরায়নি সিমি অীংমানি = চেরায়ফাঙসিনি/আশৈশব। এখানে সিমি অনুসর্গ লোপ পেয়ে পরপদের অর্থ প্রাধান্য ঘটেছে।

৪) মুঙগরন ককথাইমানজু/কর্মধারয় সমাস

যে সমাসে সাধারণতঃ পরপদ পূর্বপদের দ্বারা বিশেষিত হয় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য লাভ করে তাকে কর্মধারয় সমাস বা মুঙগরন ককথাই মানজু বলে।

(মুঙ বায় গরন কীথাই ককথাই মানজু অীংখে আব'ন' হীনু মুঙগরন ককথাই মানজু।)

ফুনুকমারি ঃ কুতুং তীয় = তীয়তুং, কীচাং মায় = মায়চাং, কাহাম বরক = বরক কাহাম, কীথীঙ থাইলিক = থালিকীথীঙ, বীকরানি নগ' তঙনাই চামিরি = চামিরি কানাই, বরক হাময়া = বরক হাময়া, কুপুলুঙ হর = হপুঙ < হরপুঙ, কুপুঙ সাল > সালপুঙ > সাপুঙ্ মীতায় গরিয়া = গরিয়ামীতায়, জত'নি কতর বায় = বায়কতর, কীচারনি বায় = বায়কীচার, কুতুং চা = চা-কুতুং, হুলজাক মস' = মস'হুলজাক, হুলজাক দা = দা হুলজাক, পুন তানমানি দা = দা অচায়, কীথীঙ ফিয়াবা কুমুন = মুনতিতাঙ, সীকাঙ হু-মা উল' সু-মা = সুখ, খাঙগা থাইকক থাইকক = থাইকক' খাঙগা, তুব' তুংয়া, তুংয়াইব তঙয়া = তুংলুলুক, বখরক ফীরীঙনাই = ফীরীঙনাই বখরক, মালনাই খুঙ = মালখুঙ, বিরনাই খুঙ = বিরখুঙ, রাঙ-রি কীরাই বরক = বিগ্রাসা, বিরাই চানাই বরক = বিরনাইসা ইত্যাদি।

৫) সীকাঙফাঙ ককথাইমানজু/অব্যয়ীভাব সমাস

পূর্বপদ অব্যয়ের সঙ্গে পরপদ বিশেষ্যের সমাস হলে এবং অব্যয়ের অর্থই প্রাধান্য লাভ করলে তাকে বলা হয় সীকাঙফাঙ ককথাই মানজু বা অব্যয়ী ভাব সমাস।

(সীকাঙনি ককথাই তমুঙ ফীলাং ফীলাং ফুনুকজাকখে আব'ন' হীনু সীকাঙফাঙ ককথাই মানজু।)

ফুনুকমারি ঃ নক থীগীই এবা নক বুরুম বুরুম = নকনক, থীয়াই থাংয়াসাক = থীয়সাসাক লাংমা চয়াসাক = লাংমা তঙসাক, নীঙনা কীরাই = মা নীঙয়া, চানা কীরাই = মা-চায়া/মীচায়া, বিসি বুরুম বুরুম এবা বিসি থীগীই = বিসি বিসি, মকল বীসকাঙ = মকল ফায়সিং ইত্যাদি।

ককললেনামারি/ছেদ বিধি বা যতি চিহ্নের ব্যবহার ঃ

যে কোন লিখিত বিষয়ের অর্থ পরিষ্কার উপলব্ধির প্রয়োজনে যতি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ব্যবহৃত এই বিরতি চিহ্ন বা punctuation marks-কে ককবরকে বলে ককলেনামারি। অর্থাৎ পাঠের সময় ধ্বনি মাধুর্য আনার জন্য লিখিত রচনার কোন্ অংশটুকু কিভাবে বা কোন ভঙ্গীতে কোথায় কতটুকু জোর দিয়ে পড়বে হবে কিংবা বাক্যের কোন অংশে কতটুকু থামা দরকার, এগুলো যে

চিহ্নের সাহায্যে নির্ধারণ করা যায় সেই চিহ্নগুলিকে ককবরকে বলে ককলেনমারি। বাংলায় বলে বিরতিচিহ্ন/যতিচিহ্ন/ছেদচিহ্ন।

এই ককলেনামারিগুলোর মধ্যে যেগুলো বেশী ব্যবহৃত হয়, এখানে তার কিছুটা উল্লেক করা হচ্ছে। ককবরকে এগারটি বিরতি চিহ্ন ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সেগুলো হলো ঃ

(১) [।] থাকমারি (২) [,] থাকচমারি (৩) [ঃ] কোলন (৪) [—] ড্যাস (৫) [ঃ-] কোলন ড্যাস্ (৬) [?] সাঁংমারি (৭) [!] মৌলাঙমারি (৮) [" "] খুরচামারি (৯) [-] হাইফেন (১০) [[{()}]] ব্রেকেট (সাঁকাঙ, কাঁচার, পাইথাক ব্রেকেট) (১১) [*] আথুকিরিমারি

১। থাকমারি/পূর্ণচ্ছেদ [।]

সাধারণতঃ বাক্যের শেষে থাকমারি/পূর্ণচ্ছেদ বসে। কণ্ঠস্বরের কোন ভঙ্গীর যেখানে প্রয়োজন নেই, সেখানেই এটা বসে। তবে সাঁংমুঙ/প্রশ্নবোধক এবং মৌলাঙ চামুঙ/বিস্ময়সূচক বাক্য বা পদের শেষে এটা বসবে না।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

(ক) খাতাংরায় থাংগাই তঙগ = খাতাংরায় যাইতেছে।

(খ) ব তিনি বলঙগ থাংয়াফুন = সে নাকি আজ জঙ্গলে যাবে না।

(গ) নাঙ দাকতি মায় চাবাইদি = তুমি শীঘ্র ভাত খেয়ে নাও।

২। থাকচ' মারি/পাদচ্ছেদ/Coma [,]

বাক্য পাঠ করার সময় অল্প বিরতি বোঝালে থাকচ'মারি/পাদচ্ছেদ বা Coma ব্যবহৃত হয়। কোন কোন বাক্যে একই ধরনের দুই বা দুইয়ের অধিক পদ পর পর উল্লেখ করতে, অথবা ঠিকানা, সাল, তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ করতে কিংবা কাউকে সম্বোধন করতে এই পাদচ্ছেদ ব্যবহার করা হয়।

(১) অল্প বিরতি থাকলে—

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

(ক) দ, হিমলায়সিনৌ = চল, এখন উঠা যাক্।

(খ) কাঁসা চাউনৌ, দা বায় তা থাঁঙদি = কাটা যাবে, দা দিয়ে খেলো না।

(গ) কাঁলায়ানৌ, তা মিরিকদি =পড়ে যাবে, চঞ্চলতা করো না।

(ঘ) দামচি তামখা, রাঁঙনগ' থাংসিদি = দশটা বেজেছে, বিদ্যালয়ে যাও।

(২) খুরচামারি'র অন্তর্গত অর্থাৎ উদ্ধরণ চিহ্নের ভেতরের বাক্যকে আলাদাভাবে দেখানোর

প্রয়োজনে এর পূর্বে থাকচ'মারি/পাদচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

(ক) তখিরায় সাখা, "আঙ তিনি হাতিঅ থাংয়া"। = তখিরায় বলেছে, "আমি আজ বাজারে যাব না"।

(২) একটি বাক্যে হ্যাঁ বা না বলার সময় থাকচমারি ব্যবহার করা হয়।

ফুনুকমারি/উদাহরণ

(ক) হঁ, নিনি কক-ন' সই = হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক।

(খ) হঁহি, আঙ আচুকলিয়া = না, আমি আর বসি না।

(৪) সংখ্যা গণনার সময় প্রতি তিনঘরে অর্থাৎ প্রতি তিন সংখ্যার পূর্বে থাকচ'মারি/পাদচ্ছেদ বসে।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

(ক) ১,০০০,০০০, ১৫,৭৪৮, ৩৯২, ১২১,০৬৭

(৫) বাক্যে সম্বোধন পদ থাকলে সেই পদের পরে থাকচ'মারি/পাদচ্ছেদ ব্যবহার করা হয়।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

(ক) খানদায়, আঙবায় ফায়দি = খান্দায়, আমার কাছে এসো।

(খ) ফেনারায়, আঙ নন' কয়জাঅ, নীঙ আনি কক খীনজাবাদি = ফেনারায়, আমি তোমাকে অনুরোধ করি, তুমি অনুগ্রহপূর্বক আমার কথা শোন।

৩। কোলন/দৃষ্টান্ত চিহ্ন [ঃ]

যে কোন বিষয়ে উদাহরণ দেওয়ার সময় এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

ক) তলানি ককথাইরগনি কীচার' বু আইখর ঔংনাই সাদি ঃ বু-গ্রা, সী-কং, বি-ব (বুবাগ্রা, সীয়কং, বিজাব) = নিচের শব্দগুলোর মাঝে কি অক্ষর বসবে বলো ঃ

খ) রমদি ঃ আঙ থীয়াইন থাংখা।

= ধরুন ঃ আমি মরেই গিয়েছি।

গ) আব'রগ ঔংখা ঃ মুসুক, মিসিপ, করায়

= এগুলো হলো ঃ গরু, মহিষ, ঘোড়া

৪। ড্যাস/রেখা চিহ্ন [-]

কোনও বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়ার পূর্বে, পূর্বতন বক্তব্য বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়ার প্রয়োজনে

অন্য একটি বাক্যাংশ প্রয়োগের আগে অথবা কোনও বিষয়ে কথা বলার সময় অন্য প্রসঙ্গ শুরু করার পূর্বে ড্যাস/রেখা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

ক) চন্দ্রাই সাখা— আন' হাময়া তা হিনদি = চন্দ্রাই বলল— আমাকে মন্দ বলো না।

খ) নুখুঙগ তঙগ— হিক-সায়, সা-তাই, মানীয়-খীনীয় তেই কাহাম হাময়া।

= সংসারে আছে— স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, জিনিসপত্র এবং ভালো-মন্দ।

৫। কোলন ড্যাস [ঃ-] /রেখাচিহ্ন

কোন কোন ক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়ার সময় এই রেখাচিহ্নও বসানো হয়।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

ক) চুউান খিলথানি নাঙমা মানীয়রগ অীংখা ঃ

চুউানলাই, চুউানথাই, মাইরুম, থাইপুঙ বালাই আকরগ = মদের বড়ি তৈরীর প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো হলা ঃ বড়ি পাতা, রস, চাউল, কাঁঠাল গাছের পাতা ইত্যাদি।

৬। সীংমুঙমারি/জিজ্ঞাসা-চিহ্ন (?)

প্রশ্নসূচক বাক্যের শেষে থাকমারি/দাড়ি'র পরিবর্তে সীংমুঙমারি বা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

ক) নিনি মুঙ তাম'? = তোমার নাম কি?

খ) দিবরনি মায় দে চাখা? = দুপুরের খাওয়া হয়েছে কি?

৭। মীলাঙ চামুঙ মারি/বিস্ময়াদিসূচক চিহ্ন [!]

বিস্ময়, আনন্দ, ঘৃণা ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পেলে অথবা কাউকে সম্বোধন করে কিছু বলা হলে এই চিহ্নটি প্রয়োগ করতে হয়। মোট কথা— বিস্ময়সূচক বাক্যে এবং সম্বোধন অর্থে মীলাঙচামুঙমারি/বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

অীং! ব আসীক দে অীংখা = উঃ! সে কি হয়ে গেল। বাঃ! সাল হাপমানি নায়থকসুক তঙখা = বাঃ! ডুবন্ত সূর্য দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে।

৮) খুরচামারি/উদ্ধরণ-চিহ্ন [" " বা ' ']

কারো কোন উক্তি অবিকলভাবে প্রকাশের জন্য কিংবা কোন উদ্ধৃতি প্রকাশ করতে হলে খুরচামাবি/উদ্ধরণ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

ব সাখা, "আঙ তাকৌলাই পাস খৌলায়নাই।"
= সে বলেছে, "এবার আমি পাস করবই।"

৯) হাইফেন/পদসংযোজক চিহ্ন [-]

কোনও পদের বা শব্দের সম্পূর্ণ অংশ বসাবার স্থান সংকুলান না হলে, সমাসবদ্ধ পদ লিখার সময় অথবা পদের শ্রুতিমাধুর্য আনার প্রশ্নে পরস্পর সন্নিহিত দু'টি পদকে এই হাইফেন বা পদ সংযোজক চিহ্নের দ্বারা যুক্ত করা হয়। মোট কথা দুটি সম্পর্ক যুক্ত পদের মাঝখানে Hyphen/পদসংযোজক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

ক) কাহাম-হাময়া = ভাল-মন্দ
খ) মায়-তীয় = ভাত-কাপড়
গ) নীঙ-আঙ = তুমি-আমি
ঘ) তাখুক বুখুক = ভাই-বোন

১০) ব্রেকেট (Breket) [[{()}]]

বাক্য অথবা শব্দের অর্থ অথবা একটি বাক্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা নির্দেশের জন্য Breket ব্যবহৃত হয়।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

ভারত'ন' পুইলা মায় কাইনা চেঙখা।
(মিঃ বরডলই হিস্ট্রি অফ আসাম, পার্ট II, পাতা-৩)
= ভারতেই প্রথম ধান বীজ রোপণ শুরু হয়।
(মিঃ বরদলই, হিস্ট্রি অফ্ আসাম পার্ট II তিনের পাতায়)
কিংবা সরল অঙ্কের ক্ষেত্রে তিনটি ব্রেকেটের ব্যবহার করা হয়।
যেমন ঃ $[2+3\{6-2\} \times (4+1) - 7 \div 3]$
$8+[4-\{2+(2-1)\}]$

১১) আথুকিরিমারি/তারা-চিহ্ন [*]

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাক্য অথবা শব্দগুলোকে আলাদা করে দেখানোর জন্য আথুকিরিমারি ব্যবহার করা হয়।

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

গুমতি তীয়মাত কুমীর কাঅ। = গোমতীর জলে কুমীর দেখা যায় * কুমীর = crocodile।

তাঙহালক/কারক

একটি বাক্যে কর্তাসহ আরও অনেকগুলো পদ থাকে। এই ককথাই বা পদগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে কর্তা/তাঙফাঙ এবং সমাপিকা ক্রিয়া বা মাথাকনাই খীলায়। এ দুটি পদের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এক্ষেত্রে তাঙফাঙ বা কর্তার দ্বারা খীলায় ককথাই বা ক্রিয়া পদ নিয়ন্ত্রিত হয়। বাক্যে খীলায় ককথাই বা ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্যান্য পদগুলোরও একটি সম্বন্ধ থাকে। এই সম্বন্ধগুলোকেই কারক সম্বন্ধ বলা হয়। সুতরাং বাক্যে ক্রিয়াপদের গুরুত্ব অপরিসীম। এককথায় একে বাক্যের প্রাণ বলে ধরে নিতে পারি। কোন কোন বাক্যে এটা উহ্যও থাকতে পারে। তবু বাক্যে এর উপস্থিতি একান্ত কাম্য। অনেক সময় দেখা যায় যে, একটি বাক্যে এমন কিছু পদ থাকে যার সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ থাকে না। এদের কারক পরিচয়ও নেই। একটি বাক্যে অন্তর্ভুক্ত বিশেষ্য, বিশেষণ বা সর্বনাম পদকে নামপদ/মুঙরীক ককথাই বলা হয়। এই মুঙরীক ককথাই বা নামপদগুলোর সঙ্গে বাক্যস্থিত খীলায় ককথাই বা ক্রিয়াপদগুলো কারক সম্পর্কে সম্পর্কিত। তাই বলতে পারি— বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য, সর্বনাম ইত্যাদি পদের অর্থাৎ নামপদের যে সম্বন্ধ তাকেই তাঙহালক বা কারক বলে।

(কক বীতাংগ মুঙ এবা মুঙসীলাই বায় খীলায় ককথাইনি হালক বজাকখে আব'ন' হীনু তাঙহালক।)

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

"বুবাগ্রা হামতরফা রাজাখর' য়াকবাইথাঙ রাঙচাক কতরা-নি রাঙ লুকুরগন' বাগীই তঙগু।" এই বাক্যের খীলায়ককথাই/ক্রিয়াপদ হলো 'বাগীই তঙগু'। সুতরাং এর সঙ্গে বাক্যের অন্য পদগুলোর নানারূপ সম্পর্ক রয়েছে। এই 'বাগীই তঙগ' ক্রিয়াপদটিকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেই বাক্যের অন্যান্য পদের সঙ্গে এর সম্বন্ধ পাওয়া যাবে। যেমন ঃ সাব' বাগীই তঙ = কে বিলি করছেন? উত্তর হবে বুবাগ্রা হামতরফা অর্থাৎ রাজা হামতরফা। তাম' বাগীই তঙ = কি বিলি করছেন? উত্তর = রাঙ বা টাকা। তাম'বায় বাগীই তঙ = কিসের দ্বারা বিলি করছেন? উত্তর = য়াকবাইথাঙ বা স্বহস্তে। সাব'ন' বাগীই তঙ = কাদেরকে বিলি করছেন? উত্তর = লুকুরগন'

বা প্রজাদিগকে : বর'নি নাহারাই বাগাই তঙ = কোথা থেকে বিলি করছেন? উত্তর = রাঙচাক কতরানি বা সোনার পাত্র থেকে। বরঅ তঙতাতাই বাগাই তঙ? = কোথায় বসে বিলি করছেন? উত্তর = রাজাখর' অর্থাৎ রাজধানীতে। তা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এই বাক্যের ক্রিয়াপদ 'বাগাই তঙগু' এর সঙ্গে বাক্যের অন্যান্য বিশেষ্য জাতীয় পদসমূহের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বিশেষ্য বা সর্বনাম পদগুলোর সঙ্গে ক্রিয়াপদের সম্পর্কেরও এক একটি নাম আছে। এই সম্পর্কের ফলে যতগুলো নামের সৃষ্টি হয় কারকও তত প্রকারেরই হয়। ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সম্পর্ক প্রধানতঃ ছয় রকম বলে কারকও ছটি—

১) তাঙফাঙ-তাঙহালক/কর্তৃকারক ২। তাঙজাকনাই তাঙহালক/কর্মকারক ৩। তাঙমানীয় তাঙহালক /করণকারক ৪। তাঙমুক্ তাঙহাক/অপাদানকারক ৫। তাঙয়াকচু তাঙহালক/গৌণকর্ম বা সম্প্রদান কারক ৬। তাঙনিকুমা তাঙহালক/অধিকরণ কারক।

১। তাঙফাঙ তাঙহালকঃ

যে কর্ম সম্পাদন করে সেই কর্তা। এককথায় যে বিশেষ্য বা বিশেষ্য স্থানীয় পদ বাক্যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে তাকে কর্তা বা তাঙফাঙ বলে। আর ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তৃসম্বন্ধ যুক্ত পদকে বলে তাঙফাঙ তাঙহালক বা কর্তৃকারক। বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি ক্রিয়াপদকে সাব'/কে, সীবা/কে, তাম/কি ইত্যাদি দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যাবে সেগুলোই তাঙফাঙ বা কর্তা। অথবা যে স্বয়ং কোন ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে বলে তাঙফাঙ তাংহালক/কর্তৃকারক। এই কর্তৃকারকই বাক্যের মূল উদ্দেশ্য।

(তাঙনাইন তাঙফাঙ হিনু। এবা সাব', সীবা, তাম' আকরগ হিনাই সীংগাই সুরজাকনাইন হীনু তাঙফাঙ। খীলায় বায় তাঙফাঙ কীথালায়জাক ককথাইন হিনু তাঙফাঙ তাঙহালক। এবা বাইথাঙ সামুঙ চারিই তিসানাইন তাঙফাঙ তাঙহালক হীনু।)

ফুনুকমারি ঃ আতা তীয় নীঙগ = দাদা জলপান করে। এবার প্রশ্ন করা যাক্— সাব' তীয় নীঙ/কে জল পান করে? উত্তর হবে— আতা/দাদা। এখানে আতা হচ্ছে তাঙফাঙ/কর্তা। অর্থাৎ এখানে ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তার সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই এটা কর্তৃকারক।

২। তাঙজাকনাই তাঙহালক/কর্মকারক

কর্তা যা সম্পাদন করে তাই কর্ম/তাঙজাকনাই। এককথায় কর্তা যা করে তাই কর্ম। কোনও বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে তাঙজাকনাই/কর্ম সম্বন্ধযুক্ত পদকে বলে তাঙজাকনাই তাঙহালক/কর্মকারক। অর্থাৎ তাঙফাঙ বা কর্তা যাকে আশ্রয় করে ক্রিয়া সম্পন্ন করে সেটাই তাঙজাকনাই তাঙহালক/কর্মকারক।

তাঙজাকনাই/কর্মকারককে চিনতে হলে তাম'/কী, সাবন'/ কাকে বুব'/কোনটি ইত্যাদি দ্বারা বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদটিকে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায় সেই উত্তরই তাঙজাকনাই তাঙহালক/কর্মকারক।

(তাঙফাঙ বায় তাঙজাকমান' হিনু তাঙজাকনাই। খীলায় বায় তাঙজাকনাই কীথালায়জাক ককথাইন তাঙজাকনাই তাঙহালক হিনু।)

ফুনুকমারি ঃ জয়কুমার মানীয় ফালু/জয়কুমার দ্রব্য বিক্রয় করে।

এ বাক্যের তাঙফাঙ/কর্তা হচ্ছে জয়কুমার। যদি প্রশ্ন করি— জয়কুমার তাম' ফাল/জয়কুমার কি বিক্রয় করে? উত্তর হবে— মানীয়/দ্রব্য। এ বাক্যে মানীয়/দ্রব্য হচ্ছে তাঙজাকনাই/কর্ম। ক্রিয়া 'ফালু' এর সঙ্গে কর্ম 'মানীয়' এর সম্পর্কই এক্ষেত্রে কর্মকারকের স্রষ্টা।

৩। তাঙমানীয় তাঙহালক/করণকারক

কর্তা যার সাহায্যে কোন কাজ সম্পাদনক করে তা-ই করণ বা তাঙমানীয়। সোজা কথায়, কোনও বাক্যের কর্তা/তাঙফাঙ যে ব্যক্তি বা বস্তুর সাহায্যে কোন ক্রিয়া সম্পাদনক করে সেই ব্যক্তি বা বস্তুবাচক পদই তাঙমানীয়/করণ। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে তাঙমানীয়/করণ সম্বন্ধযুক্ত পদকে বলে তাঙমানীয় তাঙহালক/করণকারক। কোনও বাক্যে ক্রিয়াপদটিকে সাব' বায়/কার দ্বারা, তাম' বায়/কি দিয়ে ইত্যাদি প্রশ্নের প্রাপ্ত উত্তরই হবে তাঙমানীয় তাঙহালক/করণকারক।

(তাঙফাঙন' চুবানাই মানীয়ন হিনু তাঙমানীয়। এবা খীলায় বায় তাঙমানীয় কীথাজাক ককথাইন হিনু তাঙমানীয় তাঙহালক।)

ফুনুকমারি ঃ দংগয় রায়দাঙ বায় চিবুক বুঅ/দংগয় লাঠির সাহায্যে সাপ মারে। প্রশ্ন— দংগয় তাম' বায় চিবুক বু/দংগয় কি দিয়ে সাপ মারে? উত্তর— রায়দাঙ বায়/লাঠি দিয়ে। এ বাক্যে রায়দাঙ হলো তাঙমানীয় বা করণ সম্পর্ক।

৪। তাঙমুক তাঙ হালক/অপাদান কারক

তাঙমুক বা অপাদান কথাটির অর্থ হলো উৎস। তাই যে উৎস থেকে ক্রিয়াটি ঘটে তাই তাঙমুক/অপাদান। অর্থাৎ যা থেকে কোন ব্যক্তি বা বস্তু পতিত, গৃহীত, উৎপন্ন, মুক্ত, অন্তর্হিত, গৃহীত ইত্যাদি হয় তাকে তাঙমুক তাঙহালক/অপাদানকারক বলে। বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদকে বর'নি/কোথা থেকে, বর'নি সিমি ইত্যাদি দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায় তাই তাঙমুক বা অপাদান। ক্রিয়ার সঙ্গে অপাদান সম্বন্ধযুক্ত পদই তাঙমুক তাংহালক/অপাদানকারক। (তাঙফাঙ খীলায়মুঙ চংমানি আরিন' তাঙমুক হিন'। খ্লায়বায় তাঙমুক গথিলায়জাক ককথাইন

হিনু তাঙমুক তাঙহালক।)

ফুনুকমারি ঃ বেদেক কুচুকনি বীথাই কীলায়/উচ্চ ডাল থেকে ফল পড়ে। প্রশ্ন— বর'নি বীথাই কীলাই/কোথা থেকে ফল পড়ে? উত্তর— উচ্চ ডাল থেকে/বেদেক কুচুকনি। এই বেদেক কুচুকনি বা উচ্চ ডাল থেকে হলো তাঙমুক/অপাদান কারক।

৫। তাঙয়াকচু তাঙহালক/সম্প্রদান বা গৌণ কর্মকারক

কাউকে নিঃস্বার্থ ভাবে বা স্বতঃত্যাগপূর্বক কোন কিছু দান করা হলে তাকে বলে তাঙয়াকচু তাংহালক/সম্প্রদান বা গৌণ কর্মকারক।

সম্প্রদানকে গৌণকর্ম হিসাবে গণ্য করা যায়। আচার্য সুনীতিকুমারের মতে— "বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় কেহই বাঙ্গালাতে সম্প্রদান কারক বলিয়া পৃথক একটি কারক স্বীকার করেন নাই। বস্তুতঃ বাঙ্গালাতে সম্প্রদান কারককে কর্মকারকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই এবং তাহাই সমীচীন।" সুতরাং ককবরকেও একে সম্প্রদান কারকের অন্তর্ভুক্ত করা ঠিক নয়। সেজন্য গৌণকর্মের ককবরক পরিভাষা তাঙয়াকচু নাম রাখা হয়েছে।

(খরকসাসীকন' সাকবাইথাঙ য়াকারসুগীই রহরমান' হীনু তাঙয়াকচু তাঙহালক।)

ফুনুকমারি ঃ বুবাগ্রান' খাজনা রিদি, বিরনাইন' মাইরুম রহরদি, সিপাইন উলতাই রাঙ তা রিদি। রাজা কীরীইরগন' রাঙ রিঅ অর্থাৎ রাজাকে খাজনা দাও, ভিখারীকে চাউল দাও, পুলিশকে ঘুষ দিয়ো না, রাজা গরীবদের টাকা বিলি করেন ইত্যাদি।

৬। তাঙনিকুমা তাঙহালক/অধিকরণ কারক

ক্রিয়ার আধারকে তাঙনিকুমা/অধিকরণ বলে। অর্থাৎ যে স্থানে বা যে সময়ে ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয় তাকে বলে তাঙনিকুমা তাঙহালক/অধিকরণ কারক।

(কককীতাং তাংসাঅ জরা, থায় আকরগ ফুনুকজাকখে আবন' হিনু তাঙনিকুমা তাঙহালক)।

ফুনুকমারি ঃ সিপিঙগ থক তঙগ/ তিলে তৈল আছে, নখাঅ আথুকুরি তঙগ/ আকাশে তারা আছে, কীচাংমা মল' সাল বারাঅ/ শীতকালে দিন ছোট হয়, চুমুই পরাব' মানু, রীচাবনাব' রীঙগ/ চুমুই লেখাপড়ায় যেমন, গানেও তেমনি দক্ষ ইত্যাদি। বুফুরু বা কখন, বরঅ/ কোথায় ইত্যাদি দ্বারা বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদকে প্রশ্ন করলে যা উত্তর পাওয়া যায় তাই তাঙনিকুমা/ অধিকরণ কারক।

তাঙনিকুমা তাঙহালককে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা - থায় রীকনাই/ স্থানবাচক, জরা

রীকনাই/ কাল বাচক, মুঙসাসীক রীকনাই/ বিষয়বাচক ইত্যাদি।

সিনিমারি/বিভক্তি

ককবরকে বিভক্তি হচ্ছে কতকগুলো অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ। কয়েকটি ক্ষেত্রে এটা সার্থক পদ হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। বিভক্তিগুলো বিশেষ্য স্থানীয় ককথাই/পদগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার সঙ্গে এদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। আবার এটা ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নূতন ক্রিয়াপদেরও সৃষ্টি করে এবং ধাতু থেকে পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

সুতরাং বলব— ধাতু বা নামপদের অন্তে যুক্ত হয়ে যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ নূতন পদ গঠন করে তাকে বলে সিনিমারি/বিভক্তি।

ককবরকে বিভক্তিতে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ককথাই সিনিমারি/শব্দ বিভক্তি এবং ককচৌলীয় সিনিমারি/ধাতু বিভক্তি।

ককথাই সিনিমারি/ শব্দ বিভক্তি ঃ ককথাই সিনিমারি একটি শব্দকে বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলে। এটা ছাড়া অর্থাৎ বিভক্তি যোগ না হলে কোনও শব্দ বাক্যে ব্যবহারের ছাড়পত্র পায় না। শুধু তাই নয়, ককথাই সিনিমারি বা শব্দ বিভক্তি বাক্যে ব্যবহৃত বিশেষ্য বা বিশেষ্য স্থানীয় পদের বা পদগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও নির্দেশ করে। এমন কি সৃষ্ট পদটির সংখ্যা ও কারকও নির্ণয় করে। সুতরাং এবার আমরা বলতে পারি— শব্দ-অন্তে যুক্ত হয়ে যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছগুলো শব্দটিকে বাক্যে ব্যবহারের যোগ্যতা প্রদান করে এবং বিশেষ্য বা বিশেষ্য স্থানীয় পদের বা পদগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে তাকে বলে ককথাই সিনিমারি/শব্দ বিভক্তি। আর ধাতু অন্তে যুক্ত বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছকে বলে ককচৌলীয় সিনিমারি/ধাতু বিভক্তি। কারণ এগুলো একটি ধাতুকে পূর্ণাঙ্গ ক্রিয়াপদে রূপান্তরিত করে। অ, উ, খা, নাই, আনী ইত্যাদি ধ্বনি অথবা বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছগুলো হলো ককচৌলীয় সিনিমারি/ধাতুবিভক্তি।

এবার ককথাই সিনিমারি/শব্দবিভক্তি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাক্। ককবরকে ককথাই সিনিমারি বা শব্দ বিভক্তিকে মোট ৬টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ ১) 'বুকচা' সিনিমারি/শূন্য বিভক্তি। ২) 'ন' সিনিমারি/ ৩) 'বায়' সিনিমারি ৪) 'নি' সিনিমারি ৫) 'সিমি' সিনিমারি ৬) 'অ' সিনিমারি। এর মধ্যে 'বায়' এবং 'সিমি' সিনিমারি হচ্ছে সার্থক ককথাই/পদ। এগুলো বিভক্তি নয়, কিন্তু বিভক্তির কাজ করে। পদের পরে বসে বিভক্তির কাজ করে বলেই এগুলোকে বলা হয় ককথাইউল। বাকীগুলো অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ।

১) বুকচা সিনিমারি ঃ বুকচা কথার বাংলা পরিভাষা হলো শূন্য বা যার বিভক্তি নেই। শূন্যই যার বিভক্তি। কিন্তু বিভক্তিহীন শব্দ তো বাক্যে স্থানলাভ করে না। বুকচা সিনিমারিতে বিভক্তি

আছে ঠিকই, তবে বিভক্তিটি নিজে অপ্রকাশিত থাকে। অর্থাৎ বুকচা সিনিমারি যোগে মূল শব্দ অপরিবর্তিতই থাকে।

ফুনুকমারি ঃ খুমতয়া হুক তাঙগ/খুমতয়া জুমের আগাছা পরিষ্কার করে। সাব' হুক তাঙ/কে জুমের আগাছা পরিষ্কার করে? উত্তর— খুমতয়া। এ বাক্যে 'খুমতয়া'-তে বুকচা সিনিমারি হয়েছে। খুমতয়াতে বিভক্তি যুক্ত হয়েছে ঠিকই ; কিন্তু তা অপ্রকাশিত থেকেছে। তাই বুকচা সিনিমারি বা শূন্য বিভক্তি হয়েছে।

২। 'ন' সিনিমারি ঃ উদাহরণ ঃ বুমা বীসান' থাইচুমু থাইসা রিখা = মা সন্তানকে একটি চিন্দ্রা দিয়েছে। সাবন' থাইচুমু রিখা/কাকে চিন্দ্রা দিয়েছে? উত্তর— বীসান'/সন্তানকে। এখানে 'ন' সিনিমারি বা 'ন' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

৩। 'বায়' সিনিমারি ঃ উদাহরণ ঃ চেখ্রা বায় মায় রাঅ/কাঁচি দিয়ে ধান কাটে। তাম'বায় মায় রা/ কি দিয়ে ধান কাটে? উত্তর হবে— চেখ্রা বায়/কাঁচি দিয়ে। এ বাক্যে 'বায়' হলো ককথাইউল। সুতরাং বলব— 'বায়' ককথাইউল/'বায়' অনুসর্গ।

নোট ঃ বায়— এই অর্থপূর্ণ সার্থক ককথাইটি সর্বক্ষেত্রে অনুসর্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এটা স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ করে। যেমন ঃ দুকমালি বায় সাম্পারি মারে মারায়/দুকমালি ও সাম্পারি দুই বান্ধবী। এখানে 'বায়' ককথাই/পদটি ককথাইউল বা অনুসর্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই।

৪। 'নি' সিনিমারি ঃ উদাহরণ ঃ নীঙ তাবুক বর'নি ফায়ীই তঙ/তুমি এখন কোথা থেকে আসছ? এ বাক্যে হয়েছে 'নি' সিনিমারি বা 'নি' বিভক্তি। বুফাঙনি বীথাই কীলায়'/গাছ থেকে ফল পড়ে। বর'নি বীথাই কীলাই/কোথা থেকে ফলটি পড়ে? উত্তর— বুফাঙনি/গাছের বা গাছ থেকে। এ বাক্যেও 'নি' সিনিমারি হয়েছে।

৫। 'সিমি' সিনিমারি ঃ উদাহরণ ঃ খুমুলীঙনি সিমি হিমীই ফায়খা/খুমুলীঙ থেকে হেঁটে এসেছি। বর'নি সিমি হিমীই ফায়? উত্তর হবে— খুমুলীঙনি সিমি/খুমুলীঙ থেকে। এখানে 'সিমি' অনুসর্গ বা ককথাইউল যুক্ত হয়েছে।

৬। 'অ' সিনিমারি ঃ উদাহরণ ঃ বাকুতুঙ রীঙনগ' থাংগ/বাকুতুঙ বিদ্যালয়ে যায়। বাকুতুঙ বরঅ থাং/বাকুতুঙ কোথায় যায়? উত্তর— রীঙনগ'। অরঅ তা তঙদি/এখানে থেকো না। বরঅ তা তঙদি হিন/কোথায় থাকতে বরণ করে? উত্তর— অরঅ/এখানে।

তীয়' আ মানথগু/জলে মাছ পাওয়া যায়। বরঅ আ মানথক/কোথায় মাছ পাওয়া যায়? উত্তর— তীয়'/জলে। মাসিংগ কীচাংমা আকার'/শীতকালে শীতের প্রকোপ বাড়ে। বুফুরু কীচাংমা আকার/কখন শীতের প্রকোপ বাড়ে? উত্তর— মাসিংগ/শীতকালে। উপরের

বাক্যগুলোতে ক্রিয়ার আধার এবং কাল বুঝিয়েছে। তাই অধিকরণ কারক হয়েছে। সবগুলো বাক্যেই হয়েছে 'অ' সিনিমারি বা 'অ' বিভক্তি।

ককহালক/সম্বন্ধ পদ

খীলায় ককথাই বা ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্বন্ধপদ/ককহালকের কোন সম্বন্ধ নেই। বিশেষ্য বা সর্বনাম পদগুলোর মধ্যেই এই সম্পর্ক সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ককহালক বা সম্বন্ধ হচ্ছে ক্রিয়াপদ ভিন্ন পদগুলোর মধ্যে একটির সঙ্গে অপরটির সম্বন্ধ। পরবর্তী বিশেষ্য পদের সঙ্গে বাক্যস্থিত পূর্ববর্তী বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সম্পর্ক 'নি' সিনিমারি/বিভক্তি দ্বারা যুক্ত হলে সেই পূর্ববর্তী পদকে ককহালক/সম্বন্ধ পদ বলে।

(মুঙ এবা মুঙসীলায় বায় তেই থাইসা মুঙ এবা মুঙসীলাই তমুং 'নি' সিনিমারি বায় হালক খাকৌরীঙজাকখে আব'ন' হীনু ককহালক।)

ফুনুকমারিঃ আনি কিচিং/আমার বন্ধু। এখানে পূর্ববর্তী পদ (আং + নি) আনি'র সঙ্গে কিচিং/বন্ধু এর সম্পর্ক বিদ্যমান।

বিনি মুসুক দেগা/তার ষাড় গরু। এখানে (ব + নি) বিনি'র বা তার এর সঙ্গে মুসুক দেগা/ষাড় গরুর সম্পর্ক। চিনি নুখুঙ/আমাদের সংসার। এখানে (চীঙ + নি) চিনি/আমাদের সঙ্গে নুখুঙ/সংসারের সম্পর্ক। নরগনি মুসুক মাবীসীক তঙ/তোমাদের কয়টি গরু আছে? এ বাক্যে নরগ নি/তোমাদের এই পদটির সঙ্গে গরুর সম্পর্ক বিদ্যমান। উপরের বাক্যগুলোতে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সূচিত হয়েছে 'নি' সিনিমারি বা 'নি' বিভক্তির দ্বারা। অতএব এগুলো সম্বন্ধ পদ/ককহালক।

ককখুমুঙ/সম্বোধন পদ

ককখুমুঙ বা সম্বোধন পদের সঙ্গে বাক্যস্থিত অন্য কোন পদের সম্পর্ক থাকে না। তাছাড়া ক্রিয়াপদের সঙ্গেও ককখুমুঙ/সম্বোধন পদের কোন সম্পর্ক থাকে না। সেজন্য ককখুমুঙ বা সম্বোধন পদ কারকপদবাচ্যও নয়। কাউকে সম্বোধন করে কিছু বলা হলেই সেই পদ সম্বোধন পদে পরিণত হয়। তাই বলা যায়— যে পদের দ্বারা কাউকে সম্বোধন করে কিছু বলা হয় তাকে বলে ককখুমুঙ/সম্বোধন পদ।

(খরকসাসীকন' মুঙ খুউই, লবীই এবা য়াসি কায়ীই রিঙমা ককথাইন হিনু ককখুমুঙ।)

সম্বোধন/ককখুমুঙ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়ঃ ক) সম্বোধন পদ/ককখুমুঙ বাক্যের যেকোন স্থানে বসতে পারে। খ) বাক্যস্থিত কোন পদের সঙ্গে ককখুমুঙ এর সম্পর্ক থাকেনা। গ)

ককবরকে ককখুমুঙ/সম্বোধনপদে সবসময় বুকচা সিনিমারি/শূন্য বিভক্তি বসে।

ফুনুকমারি ঃ অ মারে, কিচিং নগদে তঙ? হে বান্ধবী, বন্ধু বাড়ীতে আছেন?
অ আমা, আন' মীথাঙজাবাদি/হে মা, আমাকে বাঁচান। অ সিকলারগ, বিয়াং তরই তরই থাংলায় সা। হে যুবকবৃন্দ, দলে দলে কোথায় যাও? অ মায়লুমা, আন' মায়খুল রিজাদি/হে মায়লুমা দেবতা, আমাকে ধনদৌলত দাও। আন' তিসাজাদি, আমা। আ ককন' কক তা সাফিদি বাবাসা ইত্যাদি।

উপরের বাক্যগুলোতে ককখুমুঙ/সম্বোধন পদগুলি হলো যথাক্রমে অ মারে, অ আমা, অ সিকলারগ, অ মায়লুমা, বাবাসা ইত্যাদি।

খীলায় জরা/কাল

জরা বা কাল বলতে আমরা সময়জ্ঞানকে বুঝি। এককথায় এটা সময়বাচক। সংঘটিত কোনও ঘটনার সময় অর্থে এই কাল বা জরা ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়ার কর্মটি যে সময়ে যে কালে সংঘটিত হয়, তাকে ক্রিয়ার কাল বা খীলায় জরা বলে। ককবরক ককমাতে একে বলে খীলায়জরা।

(খীলায় তমুং মুঙসাসীক অীংমা জরান' সাখে আবন' হিনু খীলায় জরা।)

ফুনুকমারি ঃ ১) আতা তীয় নীঙগ/দাদা জল পান করেন। ২) আফা কামিঅ থাংখা/বাবা বাড়ীতে যান। ৩) আমা খীনা আগুলিঅ থাংগানী/মা আগামীকাল আগরতলায় যাবেন।

এখানে উল্লিখিত তিনটি বাক্যের দ্বারা যথাক্রমে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিনটি কালের সংঘটিত ঘটনা বা সংঘটিত হবে এরূপ কার্যের বা ক্রিয়ার জরা/সময়কে বোঝানো হয়েছে। কাল ভেদে ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়। ককবরকে বা ককবরক ব্যাকরণে কাল/জরা তিনপ্রকার। কাজের সুবিধার জন্যই জরাকে এভাবে ভাগ করা হয়েছে। যথা ঃ ১) অীংতঙ জরা/বর্তমান কাল ২) অীংথাং জরা/অতীতকাল ৩) অীংনাই জরা/ভবিষ্যৎ কাল।

১। অীংতঙ জরা/বর্তমান কাল

যেসব কাজ বা ঘটনা গতানুগতিক ঘটে থাকে এবং বর্তমানেও ঘটে চলেছে এমন ক্ষেত্রে ক্রিয়ার অীংতঙ জরা/বর্তমান কাল হয়। এককথায় ক্রিয়ার কাজটি সম্পন্ন হওয়ার মুহূর্তকে বর্তমান কাল বলে এবং ক্রিয়াপদটিকে বলে বর্তমান কালের ক্রিয়া। অর্থাৎ অতীতের সংঘটিত ঘটনা এবং ভবিষ্যতে ঘটবে বা ঘটতে থাকবে এরূপ ঘটনা ছাড়া বাকীগুলো সব বর্তমান কালের হয়।

তাই বলা যায়— ক্রিয়ার যে রূপের দ্বারা নিত্যকালের স্বাভাবিক এবং বর্তমান কালের কোন ঘটনার কথা বোঝানো হয় তখন তাকে ঔংতঙ জরা/বর্তমান কাল বলা হয়।

(খীলায় তমুং মুঙসাসীক ঔংগীই তঙমা জরান' সাখে আব'ন' হীনু ঔংতঙ জরা।)

ফুনুকমারি ঃ ১) আঙ হামজাগ'/আমি ভালবাসি। ২) বরগ থাংগ/তারা যায়। ৩) চীঙ তীয় নীঙগীই তঙগ/আমরা জল পান করছি। ৪) জর্জ হিমীই তঙগ/জর্জ হাঁটিতেছে ইত্যাদি। উপরোক্ত বাক্যগুলো সবই বর্তমান কালের বাক্যের উদাহরণ।

ঔংতঙ জরা বা বর্তমান কাল দু'প্রকারের। যথা ঃ ১) কালনি ঔংতঙ জরা/সাধারণ বা নিত্য বর্তমান। ২) ঔংগীই তঙ জরা/ঘটমান বর্তমান।

১) কালনি ঔংতঙ জরা/সাধারণ বা নিত্য বর্তমান

যেখানে ক্রিয়াটি স্বভাবতঃ বা সচরাচর ঘটে থাকে তার কালকে বা জরাকে সাধারণ বা নিত্য বর্তমান কাল বলা হয়। ককবরক ককমাতে বা ককবরক ব্যাকরণে এটাকে বলা হয় কালনি ঔংতঙ জরা।

(সালক্রুম ক্রুম ঔংমান' হীনু কালনি ঔংতঙ জরা।)

ফুনুকমারি ঃ বীসাতে রীঙনগ' থাংগ/বীসাতে বিদ্যালয়ে যায়। খাজাতি মায় রাঅ/খাজাতি ধান কাটে ইত্যাদি।

কালনি ঔংতঙ জরা বা সাধারণ অথবা নিত্য বর্তমান কালে পুরুষ, বচন ও লিঙ্গভেদে বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদের শেষে বা ধাতু অন্তে অ, উ ইত্যাদি ধ্বনি যুক্ত হয়। অর্থাৎ অ-কার বা উ-কার বসে। মনে রাখতে হবে— বর্তমান কালের চিহ্ন বা রূপ হচ্ছে 'অ'- কার এবং 'উ' কার।

আবার ইঁহি ককবীতাং বা না-বাচক ককবরক বাক্যগঠনের সময় মূল ধাতু বা ক্রিয়াপদের শেষে 'য়া' এই বর্ণগুচ্ছ যোগ করতে হবে। 'য়া' যুক্ত ক্রিয়াপদের শেষে বর্তমান কালের চিহ্ন অ-কার বা উ-কার বসে না।

ফুনুকমারি ঃ আঙ সীয়য়া/আমি লিখি না। চীঙ কক সালায়মা/আমরা কথা বলি না। নরগ বল থীঙলায়য়া/তোমরা বল খেল না ইত্যাদি। উপরোক্ত প্রতিটি বাক্যেই 'য়া' যুক্ত রয়েছে এবং বর্তমান কালের প্রতীক অ-কার বা উ-কার যুক্ত হয় নাই।

২) ঔংগীই তঙ জরা/ঘটমান বর্তমান কাল

অতীতকালে শুরু হয়ে বর্তমান কালেও যে ক্রিয়ার কাল চলছে, এখনও শেষ হয় নাই, তার কালকে ঔংগীই তঙ জরা/ঘটমান বর্তমান কাল বলা হয়। এককথায়— যে ক্রিয়াটি বর্তমানে চলছে সেই ক্রিয়ার কালকে ঘটমান বর্তমান কাল বলে।

(তমুং মুঙসাসীক আঁংগাঁই তঙখে, ফিয়াবা পাইসুগাঁই থাংয়াখু আবতাঁই সাজাকখে অ জরান' হিনু আঁংগাঁই তঙ জরা।)

ফুনুকমারি ঃ ব সামুঙ তাঙগাঁই তঙগ/সে কাজ করছে। আতয় রাঁচাবাঁই তঙগ/মাসিমা গান গাইছে।

আঁংগাঁই তঙ জরা/ঘটমান বর্তমান কালের বাক্য গঠনের সময় নিম্নলিখিত নিয়ম পদ্ধতির কথা মনে রাখতে হবে।

ক) ঘটমান বর্তমান কালের গঠিত বাক্যের ক্রিয়াপদের শেষে আঁই তঙ অংশটি যুক্ত হবে।

খ) 'তঙ' এই ককচালীয় বা ধাতু-অন্তে বর্তমান কালের চিহ্ন অ-কার বা উ-কার যুক্ত হবে।

ফুনুকমারি ঃ

দিঙচাম মায় চাউই তঙগ/দিঙচাঙ ভাত খাচ্ছে, মাঁচাঙতি হিমাঁই তঙগু/মাঁচাঙতি হাঁটছে।

উল্লিখিত বাক্য দুটিতে ক্রিয়াপদ বা ধাতু অন্তে আঁই এবং তঙ যুক্ত রয়েছে এবং তঙ-এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অ-কার এবং উ-কার। যেমন ঃ চাউই তঙগ = চা + আঁইতঙ + অ, হিমাঁই তঙগু = হিম + আঁই তঙ + উ।

আবার ব্যক্তি বা অঞ্চল বিশেষে অথবা অভ্যাসবশতঃ, কিংবা জিহ্বার জড়তা হেতু বা দ্রুত উচ্চারণের ফলে 'আঁই' অংশটি অনেকক্ষেত্রে কথা বলার সময় উহ্য থাকে। কিন্তু এর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। তখন এই 'আঁই' ধ্বনির পরিবর্তে ক্রিয়াপদটির দ্বিত্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণ হয়।

ফুনুকমারি ঃ

দা চিকন মায় নাগাঁই তঙগু/	মেজদা	ধান	মাড়া	দিচ্ছে।
দা চিকন মায় নাগ তঙগু/	"	"	"	" ।
ব থাংগাঁই তঙগ/	সে	যাচ্ছে।		
ব থাং তঙগ/	"	" ।		

উপরের জোড়া বাক্যগুলো লক্ষ্য করার মতো। প্রথম জোড়ার প্রথম বাক্যে ধাতুর সঙ্গে আঁই যুক্ত হয়েছে। ফলে হয়েছে নাক + আঁই = নাগাঁই। দ্বিতীয় বাক্যেও নাক এর সঙ্গে আঁই যুক্ত হয়েছে। কিন্তু তা উহ্য আছে। ফলে এই ধাতুটির উচ্চারণ হ্রস্ব থেকে দীর্ঘ বা দ্বিত্ব স্বরে পরিণত হয়েছে। ফলে হয়েছে নাগ। তেমনি দ্বিতীয় জোড়ায়ও প্রথম বাক্যের থাংগাঁই পদটি একই নিয়মে দ্বিতীয় বাক্যে হয়েছে থাং।

ঘটমান বর্তমান কালের হঁহি ককবীতাং/না-বোধক বাক্যের ক্ষেত্রেও তঙ ধাতুর শেষে 'য়া'

অংশটি যুক্ত করতে হয়। তবে 'য়া' এরপর অ-কার কিংবা উ-কার বসে না।

ফুনুকমারি ঃ

আঙ নাসিঙগাঁই তঙয়া/আমি অপেক্ষা করছি না। চীঙ চাউই তঙয়া/আমরা খাচ্ছি না। ব সাউই তঙয়া/সে বলছে না।

নোটস্ ঃ পুরুষ, বচন এবং লিঙ্গভেদে আঁংগাঁই তঙ জরা/ঘটমান বর্তমান কালের বাক্যের ক্রিয়াপদ-অন্তে আঁই এবং তঙ ধাতু বসে। তবে বহুবচনের ক্ষেত্রে বহুত্ববোধক ধ্বনি 'লায়' যুক্ত হয়। তাছাড়া পুরুষ, বচন এবং লিঙ্গভেদে এর রূপের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না।

আঁংথাং জরা/অতীতকাল

অতীতকালে নিষ্পন্ন কোন ঘটনা সম্পর্কে বুঝাতে গিয়ে একটি বাক্যে ক্রিয়ার যে রূপ হয়, তা-ই আঁংথাং জরা/অতীতকাল। বর্তমানকালের পূর্বে অর্থাৎ অতীতে সমাপিকা ক্রিয়ার কাজটি সংঘটিত হয়। এককথায় যে ক্রিয়া অতীতে সংঘটিত বা সম্পন্ন হয়েছে এবং তার ফল বর্তমানে নেই, এরূপ বুঝাতে যে কাল ব্যবহৃত হয় তাকেই আঁংথাং জরা বা অতীতকাল বলে। আর ক্রিয়াটিকে বলা হয় অতীতকালের ক্রিয়া।

(খাঁলায় তমুং মুঙসাসাক আঁংগাঁই থাংমানি জরান' সাখে আব'ন' হিনু আঁংথাং জরা।)

ককবরক ব্যাকরণে অতীতকাল দু'প্রকার। যেমন ঃ ১) কালনি আঁংথাং জরা/নিত্য বা সাধারণ অতীতকাল। ২) আঁংগাঁই থাং জরা/ঘটমান অতীতকাল।

১। কালনি আঁংথাং জরা/সাধারণ বা নিত্য অতীতকাল ঃ

কোন ঘটনা অতীতে সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু তার ফল বর্তমানে নেই— এরকম কালকে কালনি আঁংথাং জরা/সাধারণ বা নিত্য অতীতকাল বলে। অর্থাৎ কোন কাজ কিছু পূর্বে সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু তার ফল বর্তমানে নেই, এরূপ বুঝালে ক্রিয়ার সাধারণ অতীতকালের রূপ হয় ; যা ককবরক ব্যাকরণে কালনি আঁংথাং জরা নামে অভিহিত করা যায়।

(মুংসাসাক আঁংগাঁই থাংজাকন' হিন' কালনি আঁংথাং জরা।)

ফুনুকমারি ঃ আচু মায় চাখা/দাদু ভাত খেয়েছেন। বায়কতর আন' অ কক সাখা/বড়দি আমাকে এ কথা বলেছেন। কুমুয় হুগ' থাংখা/জামাইবাবু জুমে গিয়েছেন ইত্যাদি।

উপরোক্ত সবকটি বাক্যই নিত্য বা সাধারণ অতীতকালের উদাহরণ। এ ধরনের বাক্যের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের শেষে 'খা' যুক্ত হয়।

আবার নিত্য বর্তমান কালের চিহ্ন বা ক্রিয়া বিভক্তি আ-কার বা উ-কার ক্রিয়াপদ-অন্তে যুক্ত

করেও কালনি ঔংথাং জরাকে ককবরকে বলানো যায়। তবে এক্ষেত্রে কালব্যঞ্জক বা সময়জ্ঞাপক আলাদা পদ বাক্যে ব্যবহার করতে হয় ; নতুবা নয়। উদাহরণ ঃ

য়ঙ উাকবলঙ মাসা কগখা/জ্যেঠামশায় একটি বন্য শূকর গুলিবিদ্ধ করেছেন। ঔসকাঙগ য়ঙ উাকবলঙ মাসা কগ'/গত পরশুদিন জ্যেঠামশায় একটি বন্য শূকর গুলিবিদ্ধ করেন। মিয়াঅ পিয়া মৌসীয় মাস কণ্ড/গতকাল পিসেমশাই একটি হরিণ গুলিবিদ্ধ করেন। উপরোক্ত তিনটি বাক্যের প্রথমটিতে সময়জ্ঞাপক পদ অনুপস্থিত। আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যে সময়জ্ঞাপক 'ঔসকাঙগ' এবং মিয়াঅ পদ দুটি বিদ্যমান। প্রথম বাক্যে ক্রিয়াপদ অন্তে 'খা' যুক্ত রয়েছে ; কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যে সময়জ্ঞাপক পদ থাকার দরুণ 'খা' এর বদলে বর্তমানকালের রূপ অ-কার এবং উ-কার যুক্ত হয়েছে। তাই বাক্যগুলো খাঁটি কালনি ঔংথাং জরা বা নিত্য অতীতকালের বাক্য।

অন্যান্য জরা বা কালের ন্যায় এই tense এর ক্ষেত্রেও পুরুষ, বচন এবং লিঙ্গভেদে ক্রিয়াপদের রূপের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। শুধুমাত্র বহুবচনের ক্ষেত্রে ককচৌলীয় বা ধাতু ও ক্রিয়া বিভক্তির মাঝে 'লায়' নামক একটি বহুত্ববোধক ধ্বনিগুচ্ছের আবির্ভাব ঘটে। অথবা 'বায়' নামক বহুত্ববোধক ধ্বনির প্রতীকও ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ ঃ চীঙ থাংলায়খা/আমরা গিয়েছি। বরগ থাংবাইখা/তারা সবাই গিয়েছেন। ঔসকাঙগ মারেসঙ চিনি নগ' ফায়লায়'/গত পরশুদিন বান্ধবীগণ আমাদের বাড়ীতে আসে। মিয়াঅ বরগ ফায়লায়'/গতকাল তারা আসেন ইত্যাদি।

আবার অতীতে কালবাচক ককবরক বাক্যে 'লিয়া', 'য়ানা' ইত্যাদি অংশগুলো ক্রিয়াপদ অন্তে যুক্ত হয়ে না-বাচক ককবরক বাক্য গঠন করে। এর মধ্যে সম্ভাবনা বা অনিশ্চয়তা অর্থে 'য়ানা' অংশটি যুক্ত হয়। যেমন ঃ

খুমপুয় ঔী সামুঙ তাঙয়ানা/খুমপুয় সম্ভবতঃ সেই কাজটি করে নাই। আথুকিরি বিড়ি নীঙয়ানা/সম্ভবতঃ আখুকিরি বিড়ি খায়নাই। ব আনি মানীয় খকয়ানা। সম্ভবতঃ সে আমার দ্রব্য চুরি করে নাই।

আফুতি বা সামুঙ তাঙলিয়া/আফুতি সেই কাজটি করে নাই। আঙ তাকলাই বিসা হাবা নঙখরলিয়া। আমি এবার এক বৎসর ধরে জুমক্ষেত্রে যায় নাই। ব ফায়লিয়া/সে আসে নাই।

আবার সময় বা কালবাচক পদ থাকলে অতীতকালের ককবরক বাক্যে ক্রিয়াপদ অন্তে য়া-যুক্ত হয়ে না-বাচক বাক্য গঠিত হয়। উদাহরণঃ

আমা মিয়াঅ খুমুলীঙগ থাংয়া/মা গতকাল খুমলীঙগে বায় নাই। ব ঔসকাঙগ মৌসীয়

কগয়া/সে গত পরশুদিন হরিণ মারে নাই।

২। ঔংগীই থাং জরা/ঘটমান অতীতকাল

অতীতকালে চলছিল এরূপ কোন ঘটনা বুঝানোর ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের ঔংগীই থাং জরা/ঘটমান অতীতকালের রূপ হয়। এককথায় অতীতে যে ক্রিয়ার কাজ চলছিল, তার কালকে ঔংগীই থাং জরা কাল বলা হয়।

(সৌকাঙগ মুঙসাসীক চেঙজাকখা, ফিয়াবা বুখুক ফাইজাকয়াখু এবা মীথাকজাকয়াখু আবতাই সাজাকখে ঔংগীই থাং জরা হীনজাগু।)

ঔংগীই থাং জরা/ঘটমান অতীতকালের ককবরক বাক্য গঠনের নিয়মাবলী ঃ

ক) ঔংতঙ জরার ন্যায় এক্ষেত্রেও ক্রিয়াপদ-অন্তে ঔই এবং পরে তঙ অংশটি যুক্ত হয়। খ) বাক্যে প্রয়োজনীয় সময় বা কালজ্ঞাপক পদ অবস্থান করে। এই সময় জ্ঞাপক পদটি বাক্যস্থিত কর্তৃপদের আগে অথবা পরে যেকোন একটি স্থানে বসতে পারে। গ) তঙ এর শেষে বর্তমান কালের চিহ্ন অ-কার বা উ-কার যুক্ত হয়। যেহেতু সময়জ্ঞাপক অর্থাৎ অতীত সময় জ্ঞাপক পদ বাক্যে অবস্থান করে, তাই অতীতকালের ক্রিয়ার রূপ 'খা' অংশটি এখানে যুক্ত হবে না। অ-কার এবং উ-কারই এর অর্থ প্রকাশ করবে। কালজ্ঞাপক পদগুলো যথাক্রমে ঃ আফুরু/তখন, ঔসকাঙগ/গত পরশুদিন, মিয়াঅ/গতকাল ইত্যাদি অতীতকালবাহী পদ। ঘ) পুরুষ ও লিঙ্গভেদে ক্রিয়াপদের রূপ অপরিবর্তিত থাকবে। কেবল বচনের ক্ষেত্রে বহুত্ববোধক চিহ্ন 'লায়' ধাতু ও ক্রিয়া বিভক্তির মাঝে বসবে। ঙ) এলাকার ভিন্নতা, ব্যক্তির জিহ্বার জড়তা, ব্যক্তিগত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণের দ্রুততা ইত্যাদির জন্য ক্রিয়াপদ অন্তে যুক্ত ঔই অংশটি অনুভবের মধ্যে থাকলেও তা উহ্য থাকতে পারে। তখন যে ধাতুর শেষে 'ঔই' অংশটি যুক্ত হবে সেই ধাতুটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। চ) আবার নিত্য অতীতের ন্যায় ঘটমান অতীতকালের ককবরক বাক্যেও একই নিয়মে লিয়া, য়ানা, য়া, লিয়ানা ইত্যাদি অংশসমূহ ক্রিয়াপদ অন্তে যুক্ত হয়ে নঞর্থক বা না-বোধক বাক্য গঠন করে।

ফুনুকমারি ঃ

ক) তাহাতি আফুরু তীয় খগীই তঙগ/তাহাতি তখন জল তুলছিল। খ) আ জরাঅ নায়থকতি তুকুই তঙগ/সেই সময়ে নায়থকতি স্নান করছিল। গ) সিকাম আ মল' তনথকজাগীই তঙগ/সিকাম সেই সময়ে আনন্দ উপভোগ করছিল। ঘ) ঔসকাঙগ হপ্রেঙ আন' ককথাইসা সাউই তঙগ/গত পরশুদিন হপ্রেঙ আমাকে একটি কথা বলছিল। ঙ) মিয়াঅ আঙবায়ুঙজীক রীঙনগ' থাংমা জরাঅ নীংব থাংগীই তঙগু/গতকাল ভাতিজী বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় তুমিও

যাচ্ছিলে।

উপরোক্ত বাক্যগুলোতে সময় বা কালবাচক যেকোন একটি পদ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রতিটি বাক্যের ক্রিয়াপদ অন্তে অৌই তঙ এবং তঙ এর পর অ-কার অথবা উ-কার যুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ সময়জ্ঞাপক পদ থাকার জন্যই এই ঘটমান অতীতকালের বাক্যগুলোতে ক্রিয়াপদ-অন্তে অবস্থিত তঙ এর পর বর্তমান কালের রূপ অ-কার বা উ-কার বসেছে।

বাক্যগুলোর মধ্যে 'খ' বাক্যে একমাত্র, 'অৌই' নেই। অথচ 'অৌই' এর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। দ্রুত উচ্চারণের ফলেই তুকু + অৌই = তুকুউই এর পরিবর্তে 'তুকুই' এই পদটি বসেছে।

অৌংনাই জরা/ভবিষ্যৎকাল

যা ঘটবে তাই ভবিষ্যৎ বা থিনাঙ। বর্তমান কালের পরে যে কালে ক্রিয়া সংঘটিত হবে তাকে ভবিষ্যৎকাল বলে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন ক্রিয়া সম্পন্ন হবে বা ঘটতে থাকবে এরূপ বুঝাতে ক্রিয়ার যে রূপ হয় তাই ভবিষ্যৎকাল বা অৌংনাই জরা হিসাবে পরিচিত। এককথায় যে কাজ ভবিষ্যৎকালে অনুষ্ঠিত হবে তার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বা অৌংনাই জরা বলে।

(থিনাঙগ মুঙসাসৌক তাঙজাগানী এবা তাঙজাগৌই তঙগানী অবতৌই কক সাজাকখে আব'ন' হিনু অৌংনাই জরা।)

অৌংনাই জরা বা ভবিষ্যৎকাল সম্পর্কে দু/একটি কথা মনে রাখতে হবে। তা হলো ঃ

ক) অন্যান্য জরার বা কালের ন্যায় এর লিঙ্গ ও পুরুষ ভেদে ক্রিয়াপদের রূপের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। কেবল বচনের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বহুবচনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্রিয়াপদের মাঝখানে অর্থাৎ ধাতু ও ক্রিয়া বিভক্তির মাঝে বহুত্ববোধক ধ্বনি 'লায়' ধ্বনি প্রযুক্ত হবে।

খ) অৌংনাই জরার ককবরক বাক্যের ক্রিয়াপদের শেষ অংশে অর্থাৎ মূল ধাতুর অন্তে 'আনী' প্রত্যয় যুক্ত হবে।

ফুনুকমারি ঃ

১) আঙ তৌয় নৌঙগানী/আমি জলপান করব। ২) চৌঙ খীনাঅ তেলিয়ামুড়াঅ থাংলায়ানী/আগামীকাল আমরা তেলিয়ামুড়ায় যাব। ৩) বরগ চৌঙন নাসিঙগৌই তঙসকলায়ানী/তারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। ৪) নরগ কামিঅ থাংগৌই

তঙলায়দি/তোমরা বাড়ীতে যেতে থাকবে। ৫) নীঙ আফুরু থাংগানী/তুমি তখন যাবে।

উপরোক্ত বাক্যগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এগুলোতে ঔংনাই জরা বা ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়ার নিয়মগুলো হুবহু কার্যকরী হয়েছে।

ঔংনাই জরা/ভবিষ্যৎকাল দু'ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ ১। কালনি ঔংনাই জরা/নিত্য ভবিষ্যৎকাল ২) ঔংগাই তঙনাই জরা/ঘটমান অতীতকাল।

১। কালনি ঔংনাই জরা/নিত্য ভবিষ্যৎকাল

কোনও কাজ এখনও সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে হবে এরূপ বুঝালে নিত্য ভবিষ্যৎকালের প্রয়োগ হয়।

অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনও নির্দিষ্ট সময়ে যে ক্রিয়ার কাজ সংঘটিত হবে বা বর্তমান সময়ের পর ভবিষ্যতে ঘটবে অথবা ঘটতে পারে এরূপ কালকে বলে কালনি ঔংনাই জরা/নিত্য ভবিষ্যৎকাল।

কালনি ঔংনাই জরা/ভবিষ্যৎকালের বাক্যে ক্রিয়াপদের শেষে আনী প্রত্যয় যুক্ত হয়।

যেমন ঃ ১) আঙ খীনা শিলংগ থাংগানী/আমি আগামীকাল শিলং যাব। ২) অ সামুঙ উল' তাঙগানী/এই কাজটি পরে করব। ৩) তাবুকয়া, উল' খীলায়ানী/এখন নয়, পরে করব ইত্যাদি।

'আনী' এই ক্রিয়া বিভক্তির ব্যবহারিক রূপ সম্পর্কে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। তা হলো ঃ

১) ককচীলীয় বা ধাতু অন্তে আ-কার, ই-কার, উ-কার থাকলে এবং এরূপ আ-কার, উ-কার বা ই-কার যুক্ত ধাতুর শেষে 'আনী' যুক্ত হলে তা উচ্চারণের সময় উানীতে পরিণত হয়। যেমন ঃ ক) আঙ চাউানী/আমি খাব (চা আনী)। খ) ব মীসীয়ানী/সে শিস্ দেবে (মীসীই আনী)। গ) নীঙ রি সুউানী/তুমি কাপড় কাচবে (সু আনী) ইত্যাদি।

২) আবার ধাতু অন্তে ং এবং ঙ থাকলে এবং পরে 'আনী' যুক্ত হলে মাঝে এক টি 'গ' এর আগম হয় এবং 'গ' এর শেষে আ-কার বসে। যেমন ঃ

ক) নীঙ থাংগানী/তুমি যাবে (থাং+ আনী)। ব থীঙগানী/সে খেলবে (থীঙ+আনী) ইত্যাদি।

কালনি ঔংনাই জরা/নিত্য ভবিষ্যৎকালের বহুবচনের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদ বা ধাতু বা ক্রিয়া বিভক্তির মাঝে বহুত্ববোধক ধ্বনি লায় বসে। যেমন ঃ

ক) বরগ কীথাম থাংলায়ানী/তারা তিনজন যাইবে (থাং লায় আনী)। খ) রামসঙ

থাংলায়ানী/রামেরা যাবে (থাং লায় আনী) ইত্যাদি।

তবে লিঙ্গ ও পুরুষের ক্ষেত্রে তার ক্রিয়াপদের রূপের কোন পরিবর্তন ঘটেনা। বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

আবার নিকট ভবিষ্যৎ অর্থে ধাতু-অন্তে অথবা ক্রিয়াপদের শেষে 'নাই' ধ্বনি বা বর্ণগুচ্ছ বসিয়েও ককবরকভাষীরা কালনি ঔংনাই জরার বাক্যে কথা বলে থাকেন। যেমন ঃ

আঙ তাবুক-ন থাংনাই— এ বাক্যটির নিকট ভবিষ্যতের অর্থে হবে ঃ ক) আমি এক্ষুণিই যাছি। আবার নিত্য ভবিষ্যৎকালের বাক্যে হবে খ) আমি এক্ষুণিই যাব।

তেমনি ঃ চৌঙ থাংলায়নাই ক) আমরা যাচ্ছি খ) আমরা যাব। ব তিনি ফায়নাই ক) সে আজ আসছে। খ) সে আজ আসবে। আসলে 'নাই' এই ক্রিয়া বিভক্তিটি নিকট ভবিষ্যৎকালের। কিন্তু এটাকে নিত্য ভবিষ্যৎকালের বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদ বা ধাতুর শেষেও যুক্ত করা যায়।

২) ঔংগৌই তঙনাই জরা/ঘটমান ভবিষ্যৎকাল

কোন কাজ ভবিষ্যতে সংঘটিত হতে থাকবে এরূপ বুঝালে ঔংগৌই তঙনাই জরা/ঘটমান ভবিষ্যৎকাল হয়। অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কাজ ভবিষ্যৎতে সংঘটিত হতে থাকবে তার কালকে বলে ঔংগৌই তঙনাই জরা/ঘটমান ভবিষ্যৎকাল।

(বৌসকাঙগ মুঙসাসৌক ঔংগৌই তঙনাই ই কক সাজাকখে আবন' হিনু ঔংগৌই তঙনাই জরা/ঘটমান ভবিষ্যৎকাল।)

ঔংগৌই তঙজরা এবং ঔংগৌই থাং জরার ন্যায় ঘটমান ভবিষ্যৎকালের বাক্যেও ঔই এবং তঙ অংশটি ক্রিয়াপদের পর ব্যবহৃত হয়। তবে তঙ এর শেষে 'আনী' এবং নিকট ভবিষ্যৎকালের চিহ্ন 'নাই' এই দু'টির যেকোন একটি যুক্ত হতে পারে।

ফুনুকমারি ঃ ক) নৌঙ উল' ফায়দি, আঙ থাংগৌই তঙসগানী/তুমি পরে আস, আমি অব্যবহিত পূর্বে যেতে থাকব (ঔই তঙ সক আনী)। খ) মাগ্রায় চা-উই তঙসগানী/মাগ্রায় অব্যবহিত পূর্বে খেতে থাকবে। (ঔই + তঙসক + আনী)। গ) আঙ সামুঙ তাঙগৌই তঙগানী/আমি কাজ করতে থাকব (ঔই তঙ + আনী)। চৌঙ ফায়ৌই তঙলায়ানী/আমরা আসতে থাকব (ঔই তঙ + লায় + আনী)। ঙ) ব আথুলুকন' সেলেঙগৌই তঙনাই/সে আথুলুককে ঘৃণা করতে থাকবে। (ঔই তঙ + নাই)। চ) মুসুক কৌথৌয় মৌনামৌই তঙনাই/মরা গরু দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকবে। (ঔই তঙ + নাই)।

ঔংগৌই তঙনাই জরার অপর বিশেষত্ব হলো সময়জ্ঞাপক পদের ব্যবহারের ফলে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন লাভ। এ সম্পর্কে ঘটমান অতীতকালে আলোচিত হয়েছে। ঘটমান

ভবিষ্যৎকালের ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম প্রযোজ্য। তাই আলাদাভাবে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে এটুকু বলা যায় যে, কালজ্ঞাপক পদগুলো দুটি বিশেষ্য বা সর্বনামের মাঝে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ ক) নীঙ থাংফুরু আঙ ফায়ীই তঙগানী/তুমি যাওয়ার সময় আমি আসতে থাকব। খ) বায়চিকন-ন কাইফুরু আঙ খাতীং খাজা অীংগীই তঙগানী/ছোড়দির বিয়ের সময় আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে থাকব ইত্যাদি।

পুরুষ ও লিঙ্গভেদে ঘটমান ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়াপদের রূপ অপরিবর্তিত থাকে।

বহুবচনে বহুত্ববোধক ধ্বনি লায় ধাতু বা ক্রিয়াপদ ও ক্রিয়া বিভক্তির মাঝে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ ঃ ক) চীঙ হিমীই তঙলায়ানী/আমরা হাঁটতে থাকব (অীই তঙ + লায় + আনী)। খ) বরগ নাসিঙগীই তঙলায়সকনাই/তারা অপেক্ষা করতে থাকবে (অীই তঙ + লায় + সক + নাই) ইত্যাদি।

খীলায়হালক /বাচ্য

আমরা জানি, ক্রিয়ার যে রূপভেদের দ্বারা অথবা প্রকাশভঙ্গীর দ্বারা বাক্যের কর্তৃপদ ও কর্মপদের সঙ্গে এর সম্বন্ধ সূচিত হয় অথবা কর্তৃ ও কর্মপদের সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে কেবল ক্রিয়ার ভাবটুকুই বুঝায়— ক্রিয়াপদের সেই প্রকাশভঙ্গীকেই বাচ্য বলা হয়।

ক্রিয়াপদের সেই রূপভেদের দ্বারা জানা যায়— ক) ক্রিয়াটির সম্পর্ক বাক্যের কর্তৃপদের সঙ্গে অথবা খ) কর্মপদের সঙ্গে অথবা গ) কর্তৃ বা কর্ম কোন পদটির সঙ্গেই অন্বয়যুক্ত নয়, কেবল ক্রিয়ার ভাবটুকুই এর দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে— ক্রিয়ার সেই রূপভেদই সাধারণতঃ বাচ্য নামে পরিচিত।

(খীলায়নি অীংমুঙন রীগীই খীলায় বায় তাঙফাঙ, এবা তাঙজাকনাই ককথাইনি হালক বজাগ' এবা তাঙফাঙ তেই তাঙজাকনাই ককথাই মুঙসা বায় ফান' হালক বজাকয়াউই খা-কামুঙনি হালক বজাকখে বন' হিনু খীলায়হালক।)

বাচ্যের রকমভেদ অনুসারে ককবরক বাক্যগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ খীলায়হালক/বাচ্য চার প্রকারের। যথা ঃ ১) তাঙফাঙ খীলায়হালক/কর্তৃবাচ্য ২) তাঙজাকনাই খীলায়হালক/কর্মবাচ্য ৩) খাফাঙ খীলায়হালক/ভাববাচ্য ৪) তাঙফাঙ তাঙজাকনাই খীলায়হালক/কর্তৃ-কর্ম বাচ্য ইত্যাদি।

১) তাঙফাঙ খীলায়হালক/কর্তৃবাচ্য

যে বাক্যে কর্তাই প্রধান তা-ই কর্তৃবাচ্য বা তাঙফাঙ। এই বাক্যে কর্তার প্রাধান্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তাতে কর্তা বা তাঙফাঙ অন্য কারও প্রতি কিছু করে। আর ক্রিয়া সততই কর্তৃপদকে অনুসরণ করে। যিনি বাক্য সম্পাদন করেন তিনিই কর্তা। সুতরাং যে বাচ্যে তাঙফাঙ বা কর্তাই প্রধান এবং ক্রিয়ার সঙ্গে কর্তার সম্বন্ধই সূচিত হয় তাকেই বলে তাঙফাঙ খীলায়হালক বা কর্তৃবাচ্য।

(ককতাং তাঙসাঅ তমুং তাঙফাঙ অজামা ঔংখে তেই খীলায় বায় তাঙফাঙনি হালক বজাকখে আবন' হিনু তাঙফাঙ খীলায়হালক।)

কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াটির তাঙজাকনাই থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। আর তাঙজাকনাই থাকলে খীলায়হালক/বাচ্যটিকে তাঙজাকনাই খীলায়/কর্মবাচ্যে রূপান্তরিত করা যায় এবং কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়াটির তাঙজাকনাই বা কর্ম না থাকলে কর্তৃবাচ্য থেকে বা খাফাঙ রা ভাববাচ্যে পরিণত করা যায়। এই বাচ্যে অর্থাৎ কর্তৃবাচ্যে কর্তৃ বা কর্তার 'বুকচা সিনিমারি' হয়।

উদাহরণঃ নাখীরায় মকল ফুলান' মাইরুম রিঅ/নাখীরায় অন্ধটিকে চাউল দেয়। মৌসা মুসুক চপ্রব'/বাঘ গরু ধরে। দুমজাকতি রীচাব'/দুমজাকতি গান গায়। নৌঙ বুফুরু ফায়খা/তুমি কখন এসেছ ইত্যাদি।

এই চারটি বাক্যই কর্তৃবাচ্যের। প্রথম দুটি বাক্যে তাঙজাকনাই বা কর্ম আছে এবং পরবর্তী দুটি বাক্যে কর্মপদ নেই। এই চারটি বাক্যেই কর্তার সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। বাক্য চারটিতেই কর্তৃপদে এবং কর্মপদে 'বুকচা সিনিমারি' বা 'শূন্য বিভক্তি' হয়েছে।

নোটস্ঃ ক) তাঙফাঙ খীলায়হালক/কর্তৃবাচ্যে তাঙফাঙ বা কর্তাই প্রধান থাকে। খ) খীলায়/ক্রিয়ার সঙ্গে তাঙফাঙ/কর্তার সম্পর্কই সূচিত হয়। গ) তাঙফাঙ/কর্তায় এবং তাঙজাকনাই/কর্মের বুকচা সিনিমারি বা শূন্য বিভক্তি হয়।

২। তাঙজাকনাই খীলায়হালক/কর্মবাচ্য

যে বাক্যে কর্মপদই প্রধান তা-ই কর্মবাচ্য। এখানে কর্তা নিষ্ক্রিয় থাকে। অন্য কেহ তার প্রতি বা তার সম্পর্কে কিছু করে থাকে। অর্থাৎ কর্মপদটি কর্তৃপদে পরিণতি লাভ করে এবং বাক্যে আপন কর্তৃত্ব দেখায়। শুধু তা নয়, কর্মপদটি বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদটিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। এ ধরনের বাক্যে কর্তার পরিবর্তে ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্মপদের সম্পর্ক সূচিত হয় এবং কর্তাটির কোন গুরুত্ব থাকে না। সুতরাং বলা যায়— যে বাক্য বিন্যাসে কর্মপদটি কর্তৃপদে পরিণত হয়ে বাক্যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে এবং ক্রিয়াপদটিও এর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিণ হয় তাকে বলে

কর্মবাচ্য বা তাঙজাকনাই খীলায় হালক

(ককবীতাং তাংসাঅ তমুঙ তাঙজাকনাই ককথাই তাঙফাঙনি আচুকথায়' আচুকখে, তেই খীলায় ককথাই বায় তাঙজাকনাইনি হালক বজাকখে আব'ন' তাঙজাকনাই খীলায় হীনু।)

কর্মবাচ্য বা তাঙজাকনাই খীলায়হালক সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে। তা হলো ঃ

ক) তাঙজাকনাই খীলায়হালক বা কর্মবাচ্যে কর্মের প্রাধান্য থাকে। বাক্যে খীলায় ককথাই বা ক্রিয়াপদের সঙ্গে এর সম্পর্ক সূচিত হয়। খ) কর্মবাচ্যে কর্তায় অর্থাৎ কর্তৃপদে 'বায়' সিনিমারি/'বায়' বিভক্তি এবং কর্মে বা কর্মপদে বুকচা সিনিমারি/শূন্য বিভক্তি হয়। গ) কর্তৃপদ এবং কর্মপদ দুটি বাক্যের প্রথমে বা শেষে অথবা মাঝে যেকোন একটি স্থানে খুশীমত বসতে পারে। ঘ) তাঙজাকনাই খীলায়হালক/কর্মবাচ্যে গুরুত্বহীন কর্তা অনেক সময় উহ্য বা অনুল্লেখিত থাকতে পারে। ঙ) কর্মবাচ্যে ককচৌলীয় বা ধাতুর শেষে অর্থাৎ ক্রিয়াপদের শেষে 'জাক' প্রত্যয় যুক্ত হয়। পরে বা শেষে কালচিহ্ন বসে।

ফুনুকমারি ঃ আবসাকৌলীয় বায় তাল নায়জাকখা/শিশু কর্তৃক চাঁদ দৃষ্ট হয়েছে। মৌসা বায় মুসুক চপ্রপজাকখা/বাঘ কর্তৃক গরু আক্রান্ত হয়েছে। আঙ বায় চিবুক মাসা বুথারজাকখা/আমার কর্তৃক একটি সাপ মারা হয়েছে।

উপরোক্ত তিনটি বাক্যেই কর্তৃপদগুলোতে 'বায়' সিনিমারি বা বায় বিভক্তি হয়েছে। কর্মপদগুলোতে হয়েছে শূন্য বা বুকচা সিনিমারি এবং এই কর্মপদগুলোর সঙ্গেই ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ সূচিত হয়েছে। ক্রিয়াপদের মূল অংশ ককচৌলীয় বা ধাতুগুলোতে 'জাক' প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে এবং 'জাক' প্রত্যয়ের পর ক্রিয়া বিভক্তি 'খা' অংশটি যুক্ত হয়েছে।

আবার লক্ষ্য করা যাক্— কর্তৃবাচ্য = আঙ চিবুক মাসা বুথারখা। কর্মবাচ্য ক) আঙবায় চিবুক মাসা বুথারজাকখা খ) চিবুক মাসা বুথারজাকখা।

৩। খাফাঙ খীলায়হালক/ভাববাচ্য

যে বাক্যে ক্রিয়ার ভাবই প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয় তাকে বলে ভাববাচ্য বা খাফাঙ খীলায়হালক।

(ককবীতাং তাংসাঅ-খা-খীলায়মুঙনি কক দাগ দাগখে নুকজাকখে এবা সাজাকখে বন' হীনু খাফাঙ খীলায়হালক।)

কোনও কর্তৃবাচ্যে বাক্যস্থিত ক্রিয়াপদটি সকর্মক না হলে, অর্থাৎ অকর্মক হলে এটাকে খাফাঙ খীলায়হালক/ভাববাচ্যে পরিণত করতে হয়।

ফুনুকমারি ঃ কর্তৃবাচ্য— ক) বীরীয় সিকলারগ রীচাপলায়'/যুবতী মেয়েরা গান গায়। খ) ব থীঙনা থাংখা/সে খেলতে গেছে। গ) নীং-ন সীকাঙ চেঙদি/তুমিই আগে সূচনা কর। ঘ)

নীরমহল' উাইসা থাংগীই ফায়ানী। /নীরমহলে একবার ঘুরে আসি। ঙ) বু মালখুঙ বায় থাংনাই/কোন গাড়ীতে যাচ্ছিস? চ) ফাতার' আচুক গীরাদি/বাইরে আপাততঃ বসুন ইত্যাদি।

ভাববাচ্যঃ

ক) বীরীয় সিকলারগ বায় রীচাপলায়জাগ' /যুবতী মেয়েদের দ্বারা গান গাওয়া হয়। খ) ব বায় থীঙনা থাংজাকখা/তার দ্বারা খেলতে যাওয়া হয়েছে বা তার খেলায় যাওয়া হয়েছে। গ) নীংবায়-ন সীকাঙ চেঙজাকখুন/তোমার দ্বারাই আগে সূচিত হোক। ঘ) নীরমহল' উাইসা থাংগীই ফায়না অীংথুন/নীরমহলে একবার ঘুরে আসা হোক। ঙ) বু মালখুঙ বায় থাংজাকনাই/কোন গাড়ীতে যাওয়া হচ্ছে। চ) ফাতার' আচুকনা অীংগ্রাথুন/আপাততঃ বাইরে বসা হোক ইত্যাদি।

কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে আনতে হলে কর্তৃবাচ্যের কর্তৃপদটিতে 'বায়' সিনিমারি/বায় বিভক্তি হবে। আর বাক্যের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'জাক' প্রত্যয় বা থুন অথবা অন্যান্য প্রত্যয় বসবে।

৪। তাঙফাঙ-তাঙজাকনাই খীলায়হালক/কর্তৃ-কর্মবাচ্য

তাঙফাঙ-তাঙজাকনাই বা কর্তৃ-কর্ম বাচ্যের বিন্যাসে কর্তার বা কর্তৃপদের উল্লেখ থাকে না, কর্মটিই প্রাধান্য বিস্তার করে। মনে হয় কর্তৃপক্ষের স্থান কর্মটিই অধিকার করে আছে। এই ধরনের বাচ্যই কর্তৃ-কর্মবাচ্য বা তাঙফাঙ-তাঙজাকনাই খীলায়হালক।

(ককবীতাং তাংসাঅ তমুঙ তাঙফাঙনি কক খুরসাজাকয়াখে, তাঙজাকনাইন তাঙফাঙনি আচুকথায়' আচুগীই তঙগু হিনীই খা-কাখে বন' হীনু তাঙফাঙ-তাঙজাকনাই খীলায়হালক।

ফুনুকমারিঃ ক) তনথক চাথকনি সাল পাইরিজাকখা/সুখের দিন শেষ করা হল। খ) পানদা মীথাকজাকখা/সভার সমাপ্তি ঘোষিত হল। গ) বরক উসিগীই পায়াঅ উাখুম কীমাজাকখা/ভীড়ে কানের দুল হারিয়েছে।

উপরের বাক্যগুলোতে কর্তৃপদের বা তাঙফাঙ এর কোন উল্লেখ নেই। ফলে কর্মপদগুলো কর্তৃপদকে অধিকার করেছে বলে মনে হবে। তাই কর্মপদগুলো হয়েছে কর্তৃ-কর্মপদ। বাচ্যটির নামও হয়েছে কর্তৃ-কর্ম বাচ্য।

খীলায় হালক সীলাইমুঙ/বাচ্য পরিবর্তন

একবাচ্যের বাক্যকে অন্য বাচ্যে পরিবর্তন করার সময় বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করা যায় না। বাক্যের অর্থ অপরিবর্তিত রেখেই বাচ্য পরিবর্তনের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। বাচ্য পরিবর্তনের

সময় ভাবগত পরিবর্তন করা যায়। শুধুমাত্র কর্তৃপদ, কর্মপদ এবং ক্রিয়াপদের রূপান্তর করা হয়।

ককথাই সীলাইমুঙ/পদ পরিবর্তন

এক শ্রেণীর পদের অন্য শ্রেণীতে রূপান্তরকেই আমরা সাধারণত পদান্তর বলে জানি। পদের এরূপ রূপান্তরকেই পদ পরিবর্তন বলে অভিহিত করা যায়। একটি ককথাইকে অপর একটি ককথাই অর্থাৎ একটি পদকে আর একটি পদে পরিবর্তন করাকেই বলে পদ পরিবর্তন।

মুঙ/বিশেষ্য-গরণ/বিশেষণ

উানসুকমুঙ	উানসুকজাক	হর	হররীকজাক
থুমুঙ-	থুজাক	বসঙ-	বসঙরীকজাক
সীরীঙমুঙ-	সীরীঙজাক	বুকমুঙ-	বুকজাক
বিসি-	বিসিরীকজাক	ফীরীঙমুঙ-	ফীরীঙজাক
বলঙ-	বলঙগ তঙজাক	বরমুঙ-	বরজাক
বুখুক-	খুকরীগজাক	নাহারমুঙ-	নাহারজাক
বীসাগ-	সাকরীকজাক	খকমুঙ-	খকজাক
সাল-	সালরীকজাক	তাঙমুঙ-	তাঙজাক
রাইদা-	রাইদা রীকজাক	ককসামুঙ-	ককসাজাক
তাল-	তালরীকজাক	সারমুঙ-	সারজাক
বীথাই-	থাইগীনাঙ	সালকামুঙ-	সালকাজাক
রাঙ-	রাঙগীনাঙ	নাঙমুঙ-	নাঙজাক
মুকতীরীয়	মুকতীরীয় থাংজাক	আমপামুঙ	আমপাজাক
খীরাঙমুঙ	খীরাঙজাক	নাঙমুঙ	নাঙথায়
কাইমুঙ	কাইজাক	হামজাকমুঙ	খা-হাপজাক

হাপমুঙ	হাপজাক	পাইমুঙ	পাইজাক
সেকপ্রমুঙ	সেকপ্রজাক	খাফাঙ	খাফাঙরীকজাক
চেঙমুঙ	চেঙজাক	কতন	কতনজাক
তঙথকমুঙ	তঙথকজাক	নুখুঙ	নুখুঙরীকজাক
লাকায়	লাকায়নাজাক	সেলেঙমুঙ	সেলেঙজাক
সলক	সলকনাজাক	নাসেলেমুঙ	নাসেলেজাক
কক	ককসাজাক	তঙথার	তঙথাররীকজাক
সামুঙ	সামুঙতাঙজাক	বুকুঙ	কুঙরীকজাক
উালায়মুঙ	উালায়জাক	হলং	হলংগীনাঙ
পায়মুঙ	পায়জাক	হাচীক	হাচীগ'তঙজাক
			ইত্যাদি
জলিমুঙ	জলিজাক		
গুনদাক	গুনদাকগীনাঙ		
চেকাপ	চেকাপবুলজাক		

গরণ/বিশেষণ	**মুঙ/বিশেষ্য**		
কীচাং	চাংমুঙ	সীয়থায়	সীয়মুঙ
সেংক্রাক	সেংরীঙমুঙ	কেখেক	খেকমুঙ
বিগ্রা	বিগ্রাআংমুঙ	কীপ্লাই	পাইমুঙ
খামেরে	খাইচিকমুঙ	কেফের	ফেরমুঙ
কীচাক	চাকমুঙ	কেফেক	ফেকমুঙ
কসম	সমমুঙ	মেখেকজাক	মেখেকমুঙ
কুফুর	ফুরমুঙ	তাকফেরজাক	তাকফেরমুঙ

করম'	করম'মুঙ	কীফাক	ফাকমুঙ
কীখীরাঙ	খীরাঙমুঙ		
মেচের	মেচেরমুঙ		
মনকজাক	মনকমুঙ	কলম	লমমুঙ
কুউার	উারমুঙ	কবর	বরমুঙ
ককই	কইমুঙ/	কীকীরীক	ক্রীকমুঙ
বুদুল	দুলমুঙ	কুমুন	মুনমুঙ
কিতিঙ	কিতিঙমুঙ	কসক	সকমুঙ
কলক	লকমুঙ	কেচেন	চেনমুঙ
বারা	বারামুঙ	কীচাল	চালমুঙ
মীনাকজাক	মীনাকমুঙ	কেবেং	কেবেংমুঙ
খাজাক	খামুঙ	কথক	থকমুঙ
কফন	ফনমুঙ	কিচিক	চিরমুঙ
কখন	খনমুঙ	ককক	ককমুঙ
কেবেল	বেলমুঙ	কুচুক	চুকমুঙ
কীখা	খামুঙ	কেচেপ	চেরেপমুঙ
কীখীয়	খীয়মুঙ	রি-য়গ	রিয়গমুঙ
কীতীই	তীইমুঙ	ককর'	কর'মুঙ
মুথুংজাক	মুথুংমুঙ	বীসাগীনাঙ	সা-রিমুঙ ইত্যাদি
কতর	তরমুঙ		
কীপ্রাপ	প্রাপমুঙ		
কাহাম	হামমুঙ		

কক সাফিলমুঙ/উক্তি পরিবর্তন

একজনের কথা আমরা অপর কাউকে দু'ভাবে বলতে পারি। প্রথমতঃ বক্তার কথা যথাযথভাবে বা অবিকলভাবে উদ্ধৃত করে। দ্বিতীয়তঃ বক্তার কথার সারমর্ম উল্লেখ করে অর্থাৎ বক্তার উক্তির ভাববস্তু নিজের ভাষায় বর্ণনা করে। অনেকক্ষেত্রেই আমরা অপরের মুখের কথা বা বক্তব্য অবিকলভাবে না বলে নিজের মতো করে বলার চেষ্টা করি। বক্তার বক্তব্য বিষয়কে এভাবে নিজের মতো করে বলাকেই উক্তি পরিবর্তন বা কক সাফিলমুঙ বলে।
(খরকসানি ককসামুঙ ককফিলন' হীনু ককসাফিলমুঙ।)
ককবরকে ককসামুঙ বা উক্তি দুই প্রকার। ক) বাইথাঙ সাজাকমুঙ/প্রত্যক্ষ উক্তি খ) বুইবায় সাজাকমুঙ/পরোক্ষ উক্তি।

ক) বাইথাঙ সাজাকমুঙঃ

বক্তার কথা যথাযথভাবে উদ্ধৃত বা বর্ণনা করা হলে তাকে বলা হয় বাইথাঙ সাজাকমুঙ/প্রত্যক্ষ উক্তি। এক্ষেত্রে অপরের কথাকে অবিকলভাবে তুলে ধরা হয়।
(ককসানাই কাহায়খে ককসাজাকমান' বাইথাঙ সাজাকমুঙ হীনু।)

খ) বুইবায় সাজাকমুঙঃ

বক্তার কথা অবিকলভাবে না বলে তার ভাব বা সারমর্ম নিজের মতো করে অর্থাৎ প্রকাশকের ভাষার উদ্ধৃত করা হলে তাকে বলে বুইবায় সাজাকমুঙ বা পরোক্ষ উক্তি।
যেমন ঃ খাকীচাং সাখা, "আঙ তিনি রবীন্দ্রভবন' রীচাপমুঙ তেই মীসামুঙ নায়না থাংনাই।"
এখানে বক্তার উক্তি যথাযথভাবে দেওয়া হয়েছে। তাই এটা বাইথাং সাজাকমুঙ বা প্রত্যক্ষ উক্তি। আবার খাকীচাং সাখা ব আ-সাল' রবীন্দ্রভবন' রীচাপমুঙ তেই মীসামুঙ নায়না থাংগানীফুন। এক্ষেত্রে বক্তার বক্তব্যের ভাবটি প্রকাশকের নিজের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। তাই এটা পরোক্ষ উক্তি।

কক সাফিলমুঙনি রাইদা/উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম

ককবরকে উক্তি পরিবর্তনের নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। সেজন্য এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কিছু নিয়মের কথা মনে রাখা দরকার। তবে বাংলা এবং ইংরেজীর সঙ্গে ককবরকের উক্তি পরিবর্তনের কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। নিয়মগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক) ককবরকে বাইথাঙ সাজাকমুঙ/প্রত্যক্ষ উক্তিতে যথাযথা বা অবিকল কথাগুলো খুরচামারি বা inverted commma- র মধ্যে রাখতে হয়। কিন্তু বুইবায় সাজাকমুঙ/পরোক্ষ উক্তিতে সেই inverted comma বা ঊর্ধ্ব 'কমা' উঠে যায়।

খ) প্রত্যক্ষ উক্তির সর্বনাম ও পুরুষে অর্থ অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটাতে হয়। আর খীলায় ককথাই/ক্রিয়াপদের পর স্বীকৃতি ও অনিশ্চয়তাসূচক 'ফুন' অংশটি যুক্ত হয়।

গ) বাইথাং সাজাকমুঙ/প্রত্যক্ষ উক্তির বিশেষণ বা ক্রিয়া বিশেষণ পদগুলোর প্রয়োজনীয় রূপান্তর সাধিত হয়। যেমন ঃ মিয়াঅ, সীকাঙনি সাল', অরঅ, আরঅ, তাবুক, আফুরু, তিনি, থাংনাইসাল অথবা মিয়া, খীনা, তেনি সাল', তাকৌলাই, সেমান' ইত্যাদি।

উক্তি পরিবর্তনের উদাহরণ ঃ

১) খুমপুয় সাখা, "আং তিনি আগুলিঅ থাংগানী।" = খুমপুয় বলেছে, "আমি আজ আগরতলায় যাব।"

পরোক্ষ উক্তিতে— খুমপুয় সাখা ব তিনি আগুলিঅ থাংনাইফুন। খুমপুয় বলেছে যে সে আজ আগরতলায় যাবে। প্রত্যক্ষ— খেনকতি সাখা, "আঙ তিনি অফিস' থাংয়া।" = খেনকতি বলেছে, "আজ আমি অফিসে যাব না।" পরোক্ষ— খেনকতি সাখা ব তিনি অফিস' থাংয়াফুন। = খেনকতি বলেছে যে সে আজ অফিসে যাবে না।

উপরোক্ত প্রত্যক্ষ উক্তির বাক্যে বক্তার অবিকল কথাগুলোতে ঊর্ধ্ব 'কমা' ব্যবহৃত হয়েছে। পরোক্ষ উক্তি দু'টিতে কিন্তু ঊর্ধ 'কমা' উঠে গেছে। প্রত্যক্ষ উক্তির আঙ /আমি এর পরিবর্তে ব/সে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্রিয়াপদের সঙ্গে ফুন অংশটি যুক্ত হয়েছে। উক্তিমূলক বাক্যের ক্ষেত্রে এই নিয়মটি অবশ্যই প্রযোজ্য।

প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে উক্তি পরিবর্তনের সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। যেমন ঃ ক) ঊর্ধ্ব 'কমা' পরোক্ষ উক্তিতে রাখা যায় না। প্রশ্নবোধক চিহ্নও উঠে যায়। তার পরিবর্তে দাড়ি (।) এবং সাখা বা বললেন এর পরিবর্তে সীংখা বা জিজ্ঞেস করলো এই প্রশ্নবোধক পদ ব্যবহৃত হয়। খ) প্রত্যক্ষ উক্তির কর্তায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটে। গ) 'হিনাই' নামক নূতন পদও প্রয়োজনে বসতে পারে। সীং প্রশ্নবোধক পদটি বাক্যের শেষেও বসতে পারে।

ফুনুকমারি ঃ

ক) সিনজি সাখা, "নিনি মুঙ তাম'?
= সিনজি বলেছে, "তোমার নাম কি?} **প্রত্যক্ষ উক্তি**

খ) সিনজি সাংখা বিনি মুঙ তাম' হিনাই
= সিনজি জিজ্ঞেস করলো যে, তার নাম কি। } পরোক্ষ উক্তি

গ) পবন আন সাখা, "নাঙ তিনি দে থাংসিনাই?"
= পবন আমাকে বললো, "তুমি কি আজই চলে যাচ্ছ?" } প্রত্যক্ষ উক্তি

ঘ) পবন আন' আ সাল' দে থাংসিনাই হিনাই সাংখা।
= পবন আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে আমি সেদিনই চলে যাবো কিনা। } পরোক্ষ উক্তি

উপরোক্ত বাক্যদ্বয়ে প্রশ্নবোধক বাক্য উক্তিমূলক বাক্যে পরিণত হয়েছে। উর্ধ্ব 'কমা' উঠে গেছে। সাখা এর পরিবর্তে সাংখা এই প্রশ্নবোধক পদটি বাক্যের শেষেও ব্যবহৃত হয়েছে। "হিনাই" নামক নূতন পদটিও বাক্যে প্রয়োগ হয়েছে।

এবার অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের ক্ষেত্রে কিভাবে উক্তি পরিবর্তন হয় তা দেখা যাক্। যেমন ঃ

ক) উদ্ধরণ চিহ্নটি উঠে যায়। খ) সাখা/বললো পদটি অনেক ক্ষেত্রে থাকতে পারে। আবার কয়, দাগি, খরায়, ককবিতি ইত্যাদি অনুজ্ঞাবাচক শব্দগুলো সাখা-এর পরিবর্তে বসতে পারে। সাখাসহ এগুলো বাক্যের শেষপ্রান্তে চলে যায়।

গ) প্রত্যক্ষ উক্তির ক্রিয়াপদটি পরোক্ষ উক্তিতে অসমাপিকা হয়।

ঘ) প্রত্যক্ষ উক্তির কর্তা পরোক্ষ উক্তিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন লাভ করে। ফুনুকমারিগুলো দেখা যাক্।

(১) প্রত্যক্ষ ঃ নকসিরায় সাখা, "নাঙ ফায়দি।"/নকসিরায় বললো "তুমি আস।"
পরোক্ষ ঃ নকসিরায় বন ফায়না কক সাখা/নকসিরয়ায় তাকে আসতে বলল।

(২) প্রত্যক্ষ ঃ নকসিতি সাখা, "নাঙ তুকুজাদি।"/নকসিতি বলল, "তুমি অনুগ্রহপূর্বক স্নান করো।"
পরোক্ষ ঃ নকসিতি বন' তুকুনা কয়জাখা/নকসিতি তাকে অনুগ্রহপূর্বক স্নান করতে অনুরোধ করলো।

(৩) প্রত্যক্ষ ঃ বুফা বীসান' সাখা, "আয়চুক বীচাউই হিমদি।"/বাবা ছেলেকে বলল, "প্রাতঃভ্রমণ করো।"
পরোক্ষ ঃ বুফা বীসান' আয়চুক বীচাই হিমনা খরাইখা/বাবা ছেলেকে প্রাতঃভ্রমণ করতে উপদেশ দিলেন।

(৪) নকফাঙ সাখা, "নক য়াকারদি "/পরিবার কর্তা বলল, "ঘর ছাড়ো।" নকফাঙ নক য়াকারনা দাগিখা/পরিবার কর্তা ঘর ছাড়তে আদেশ করলো।

উপরোক্ত বাক্যগুলোতে পরোক্ষ উক্তিতে কোথাও সাখা, কোথাও কোথাও যথাক্রমে কয়খা, খরাইখা, দাগিখা ইত্যাদি পদসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে।

ককমাঙ ফিল ককথাই/বিপরীতার্থক শব্দ

ইংরেজী এবং বাংলার ন্যায় ককবরকেও বিপরীত অর্থের শব্দ প্রাচুর্য লক্ষণীয়। বিপরীতার্থক পদ্ধতি ককবরক শব্দভাণ্ডারের পরিপুষ্টিতে সহায়তা করে।

ফুনুকমারি ঃ

ককবরক	বাংলা	ককবরক	বাংলা
অাংখা	হয়েছে	অাংয়া	হয়নি
হুঁ	হ্যাঁ	হুঁহি	না
কাখা	তিতা	কাতাই	মিষ্টি
ফায়	আসা	থাং	যাওয়া
তায়	জল	হা	মাটি/স্থল
নখা	আকাশ	হা	পাতাল
চা	খাওয়া	অঙখ্লাই	ওগলানো
মাচাঅ	ভুক্ত	মাচায়া	অভুক্ত
কুতুং	গরম	কাচাং	ঠাণ্ডা
কুপলুঙ	ভরাট	বুকচা	শূন্য
কাপলাই	বিজয়ী	কেচেন	বিজিত
কিয়কজাক	প্রস্ফুটিত	হয়জাক	বাসি
ককই	বাঁকা/বক্র	কেপেলেঙ	সোজা
কুফুঙ	মোটা	কেরাম	রোগা
কাচাং	উজ্জ্বল	কমক	অনুজ্জ্বল

কলক	লম্বা	বারা	খাটো
কুউার	প্রশস্ত	খচর	অপ্রশস্ত
কতর	বড়	চিকন	ছোট/সরু
কেবেং	প্রস্থ	কসঙ	দৈর্ঘ্য
য়াফাঙ	গোড়া	বুচুক	আগা
খামা	ভাটি	সাকা	উজান
হর	রাত	সাল	দিন
সাতুং	রৌদ্র	উাতীয়	বৃষ্টি
মাসিঙ	শীতকাল	সালাঙ	গরমকাল
মীনাক	আঁধার	পহর	আলো
সীরীঙ	শিক্ষাগ্রহণ	ফীরীঙ	শিক্ষাদান
সিনাই	পণ্ডিত	সিয়া	মূর্খ
বিসিং	অভ্যন্তরভাগ	ফাতার	বহির্ভাগ
কথক	স্বাদবিশিষ্ট	থকয়া	বিস্বাদ
য়াগরা	ডানহাত	য়াকসি	বামহাত
নায়সা	উপরে তাকানো	নায়খীলাই	নিচে তাকানো
বীরীয়	মহিলা	চীলা	পুরুষ
সাজলা	ছেলে সন্তান	সাজীক	মেয়ে সন্তান
বুরা	বুড়ো/বৃদ্ধ	বীরীয়চীক	বুড়ি/বৃদ্ধা
চাকরা	বয়স্ক/প্রবীণ	চেরায়	অল্প বয়স্ক
কাপ	ক্রন্দন করা	কীরান	শুষ্ক
মিলিক	মসৃণ	পাথরা	অমসৃণ
মতম	সুগন্ধ	মীনাম	দুর্গন্ধ
চেঙমুঙ	আরম্ভকরণ	মীথাকমুঙ	শেষকরণ
স	বন্ধ করা	ফিয়ক	খোলে দেওয়া
সীনাম	নির্মাণ	সীবাই	ভাঙ্গা
বানজা	বন্ধ্যা পুরুষ	বানজি	বন্ধ্যা রমণী
রানদা	বিপত্নীক	রান্দি	বিধবা ইত্যাদি।

ককথাই কীবাংন ককথাইসাবায় ঃ

১) মানি অকনি আচায়মা সাইচুং সুসুরু = সংদারি

২) উাইসা অকতাঁইখে তেই অকতাঁইয়া = থালিক বানজি

৩) হিক থীয়জাক সায় = রানদা

৪) সায় থীয়জাক হিক = রানদি

৫) নখাঅ বিরনাই = বিরখুঙ

৬) সীকীয় থাইবীব্রীয় বায় হাঅ মালনাই = মালখুঙ

৭) আচায় দরপনি সিমি থীয়য়াসাক = লাংমা তঙসাক

৮) জতত'নি কুসু = থাইথাক

৯) থাঙগীই তঙনাই = কীথাঙ

১০) ফলা নঙখরীই থাংজাক বীসাগ = মাঙ

১১) মাঙ ফপমানি হা-খর = মাঙখর

১২) মাঙ সক'মলনা বীলীঙ = সিমালীঙ

১৩) চবাঅ বুয়ন মেচেন নাই = কীপলাই

১৪) চবাঅ বুয়নি য়াগ' চেননাই = কেচেন।

১৫) লগিঅ তঙগীই সামুঙ তাঙসকনাই = তাঙসঙ

১৬) অীংমুঙরগ সই সই সিনাই = সইসিকীরীঙ

১৭) মুঙসান' ফান' কিরিয়া = বীখাকতর

১৮) ফলা কীরীই মাঙসিমি বীচামা = বুমা বীচামা

১৯) সেংবায় চবা নাঙকীরাক = সেংকীরাক

২০) উাইসা কীলীগু, উাইসা কুফুঙগু = কীলীকুফুঙ

২১) চাব' চাকয়া, চাকয়াইব তঙয়া = চাকর'র'

২২) তক কাহায় ফিলিক-ফালাক অীংতীরীংনাই = তকবাইলিক

২৩) উানজীয়রগনি কাহায় বাংগুরা কঙদরঙদরঙ = উানজীয় বাংগুরা

২৪) কিরিই খিনাব' মুচুঙগ, সীতীয়নাব' মুচুঙগ = খির'-সীতীয়র'

২৫) সীকাঙ আচায়নাই = অকরা

২৬) উল' আচায়নাই = কুসু
২৭) বিসি কীবাং রমীই বীচলীয় কীলাইয়া হা = হা-কীরা
২৮) মুব' মুনথায়া মুনয়াইব তঙয়া = মুনতিতাঙ/মুনদীদীক
২৯) বীসা মানয়া বীরীয় = বানজি
৩০) বীসা মানরিই মানয়া চীলা = বানজা
৩১) সেংকারি কাইচচম গীনাঙ বরক = সেংকারি কাইচম
৩২) কীবাংমা সীরীঙগীই খাঅ চপজাক = ইলিম কীরীঙ
৩৩) সেংবায় চবা নাঙনা কীরীঙ = সেংকীরীঙ
৩৪) থিনাঙনি কাহাম হাময়া উানসুগীই য়াপ্রি সেনাই = হাকচাল নায়কীরীঙ
৩৫) চাব' চায়া চায়াইব তঙয়া = চা-রেরে
৩৬) য়াফানি বিকজাকরগ নায়ীই কীপাল কথমা সাউই মাননাই = য়াফা নায়কীরীঙ
৩৭) অমর কীরাকুক বিসিমা ফাসিকনীয় = য়াসকুথাইথাম
৩৮) থীয়বায়ীই ফলা সগীইমা = আয়াংমাসিঙ
৩৯) থীয়য়াসানি তঙগীই তঙমা = য়াংমাসিঙ
৪০) ফলা কীরীই মাঙসিমি বীচামা = বুমাবীচামা
৪১) সক'ম'লজাক মাঙনি বীলীঙ = সিমালীঙ
৪২) সা মানরিমা সামুঙগ চুকয়া চীলা = সিরকীথীয়
৪৩) লামা কীরীঙলায়মা বুপ্রা = লামপ্রা
৪৪) তীয় বুপ্রাঅ সীকাঙগ তঙবুনাই = তিপ্রা
৪৫) তীয় বুপ্রা = তীয়প্রা
৪৬) খীব' খীয়' তীব' তীয়' = খীয়সুমু তীইসুমু
৪৭) বিসি সীকাঙগ থাইনাই = আগিলা
৪৮) বিসি পাইথাগ' থাইনাই = লামিলা
৪৯) বেদেক বুচুকনি বীথাই = থাইচুক
৫০) লব' লকয়া লকয়াইব তঙয়া = লকথেরেঙথেরেঙ
৫১) বুয়ন ফুনুকদ্রপ সাকা সাকা কাপমুঙ = কাপসিকাম
৫২) জতত'নি সীকাঙ আচায়নাই বীসা = সা-কীরা
৫৩) জতত'নি পাইথাগ' আচায়নাই বীসা = সা-থাইথাক
৫৪) য়াফাঙনি সিমি বুচুক জরা = য়াফাঙবুচুক

৫৫) i %yi þl þyi ï¥ ž¥ yx l þi ÿë û yi þ = হা-কীরায়
৫৬) লামথাই দলতাই তৗয়মালমা = তৗয়লামথাই
৫৭) তৗয়মুক খরতৗই বুরুপসাই ফায়জাক তৗয় = তৗয় বুরু
৫৮) সেকামুক মানথকমা তৗয়সা = তৗয়সা সেকামুক
৫৯) মকল য়াসা নুকয়া = মকল কানা
৬০) বাবায়নীনীয় মকল নুকয়া = মকলফুলা
৬১) মুইনি বের' মুইকতর = মায়ুঙ
৬২) তকনি বের' তককতর = তায়ুঙ
৬৩) নকনি বের' নক কতর = নকয়ুঙ (নক + য়ুঙ)
৬৪) দা-নি বের' দা কতর = দায়ুঙ
৬৫) রাজা তঙমানি বখর = রাজাখর
৬৬) বলঙনি মুই রিফিরিগীই বুথারমুঙ = লালা খীলায়মুঙ
৬৭) তুব' তুংয়া তুংয়াইব তঙয়া = তুংলুলুক
৬৮) বুয়নি কককীখা খীনাথকজাগয়া = থামচিকুতুং
৬৯) খরক সেদেরীই খীনাইরাজাক = বখরক থুনতা
৭০) রাব' রাময়া রাময়াইব তঙয়া = রামচেকে চেকে
৭১) তালুকাঅ বীখীনাই কীরীই = পিলানদা
৭২) হাকুঙগ-বয়া তীয়' বয়া = ললালায়
৭৩) কতগ' দীখীয় খাউই থীয়নাই = কতকসরই থীয়নাই
৭৪) হুক কীচাম = হাপিঙ
৭৫) কক সাফুরু বুকুঙতীই হামা রহরকুকনাই = কুঙকলক
৭৬) বুয়ন' কক খগীই তনিই মানয়া বরক = বুখুককলক
৭৭) দালজুদা কক সাউই মীনীয়রিমুঙ = মীনীয়কথক
৭৮) সব' সময়া সময়াইব তঙয়া = সমলীলীক
৭৯) ফুব' ফুরয়া ফুরয়াইব তঙয়া = ফুল'ল'
৮০) থাংনাব' মুচুঙগ তঙনাব' মুচুঙগ = থাংতীই-থাংয়াতীই
৮১) থীব' থীইয়া সীব' সীরায়া = থাংতীই তঙতীই
৮২) হিব' হিমু বাব' বাথাগ' = হিমতীই হিময়াতীই
৮৩) রাইদা বারীই বুইবায় অকতীইমা = মুঙনাঙমা

৮৪) ô yë ü ‰a i ‰a í y# b ĺ y# zô i l þyë ô y = মায়লুমা

৮৫) খুথায় বুরুং বুরুং থাইরিনাই মৗতায়মা = খুলুমা

৮৬) নকসিং বুসুব' তঙনাই মৗতায়মা = নকসুমা

৮৭) খরকসানি সামুঙ য়াচাসকনাই = য়াকচু

৮৮) লায়ৗই থাংজাক কুবুয় কথমা = লাইকুবুয়মা

৮৯) সামুঙ কতর কতর তাঙজাকমা নক = নক সামুঙকতর

৯০) থাংগৗই মানয়া = থাংথকয়া

৯১) খৗনানা হাময়া কক =ককখৗনাথকয়া/ককহাময়া

৯২) উইনজৗকরগ কাহায় হামা রহরয়া ককসানাই = উইনজৗক কাতানি

৯৩) সানানি হাময়া = সাথকয়া

৯৪) সাউইব সাউইব পাইয়া = সাউই পাইয়া/সাবাইয়া

৯৫) য়াক খমতেঙগৗই কৗবাকসুগৗই মানয়া = য়াককৗবাকসুকয়া

৯৬) কৗসাউই মানয়া = কৗসাথকয়া

৯৭) সাউই মানয়া = সিয়া

৯৮) খৗলায়ৗই মানয়া = খৗলায়থকয়া

৯৯) মাননানি মুচুঙমা = লালাসি

১০০) এরেঙ থাংগৗই ফুনুকমা = থাংমাসি

১০১) এরেঙ কাবৗই ফুনুকমা = কাপমাসি

১০২) এরেঙ থৗঙগৗই ফুনুকমা = থৗঙমাসি

১০৩) এরেঙ থুউই ফুনুকমা = থু-মাসি

১০৪) এরেঙ হিমৗই ফুনুকমা = হিম-মাসি

১০৫) য়াসি বায় য়াসি চৗরাপসা নাঙলায়জাক = য়াসিবৗচৗরাপ

১০৬) য়াকুং য়াসা বারা = খরা/য়াখাং

১০৭) খরগ' বুলজাকনাই রি = পাকুরি

১০৮) চৗলা বুয়া, বৗরৗয় বুয়া = গুরুমান/গুলুমান

১০৯) বলঙ কুথুক = খুমুলৗঙ

১১০) চেরায় ফুরুনি সিমি = চেরায় ফাঙসিনি

১১১) হাচৗকনি মৗতায়মা = হাইচুকমা

১১২) আমা-নি বদলা আমা = মা-তয়

১১৪) ফা-নি বদলা ফা = ফাতয়
১১৫) মীসা পুঙমুঙ = সক্রম
১১৬) সীইপুঙমুঙ = সীংমুঙ
১১৭) সিংহপুঙমুঙ = চিরিক
১১৮) সিয়াল পুঙমুঙ = হুলক
১১৯) মানদাল পুঙমুঙ = তেক/মানদাল তেক
১২০) বুয়নি কাহাম নাসিক মানয়া = মুসুনাই
১২১) উকলগ' বুয়নি মুঙগীই কক সানাই = বুয়ন সেজানাই
১২২) বামানি জরাঅ উল' তঙগীই চুবাচুনাই = লমাজীক
১২৩) আপসাকীলীয়ন' বাদুল রানাই = কুমাজীক
১২৪) কাইজাকনাই বীরীয়ন' চুবাচুনাই = আ-য়া
১২৫) কাইজাকনাই বীরীয়ন' চুবাচুনাই = আয়াজীক
১২৬) কাইজাকফুরু চীলানি লগিঅ থাংনাইরগ = চীলানসঙ
১২৭) কাইজাকফুরু বীরীয়নি লগিঅ তঙসক নাইরগ = বীরীয়সঙ
১২৮) মীতায় রিনাই = অচায়
১২৯) মীতায় রিফুরু অচায়ন' চুবাচুনাই = বারুঙা
১৩০) মীতায় রিফুরু জগা লুনাই = জগালুয়া
১৩১) কামি বুবাগ্রা = চকদ্রি
১৩২) নকনি অক্রা = নকফাঙ
১৩৩) তরমাব' আসীকন ফুঙমা ব আসীকন' = সাগ বায় মাং বায়
১৩৪) তীয়খকমা দীখীই = তীয়দুক
১৩৫) তীয়তনিমা নক = তীয়হুগ
১৩৬) তীয়গলা তীইমা লাঙগা = তীয়সেং
১৩৭) তীয়হাময়া তনিমা মানীয় = হাতিনি
১৩৮) তক তনিমা নক = তনক
১৩৯) উাক তনিমা নক = উাহানক
১৪০) মুসুক তনিমা নক = গুউায়নক
১৪১) পুন তনিমা নক = পুননক
১৪২) উাক আদা চারিমা তীক = উাহাতীক

১৪৩) উাক আদা চারিমা মানীয় = কঙখুঙ
১৪৪) সংমানি নাঙথায় মানীয় বকসামানি জাগা = বাকা
১৪৫) উাবায় উাজাক রি বকসামা মানীয় = মাজাঙ
১৪৬) সিতীতাই মানীয় খকনাই = সিখক
১৪৭) চুউাক নীঙলায়মুঙ = পানদা
১৪৮) আমানি হানক = আতয়
১৪৯) আমানি ফায়ুঙ = মামা
১৫০) আফানি সীলাই অকরা = য়ঙ
১৫১) সীতীয় তঙমানি বখক = সীতীয়খক
১৫২) তীয় তঙমা হাখর = তীয়খর
১৫৩) বায় নি বীসায় = কুমুয়
১৫৪) দাদানি হিক = বাচাই
১৫৫) আফানি কুসু = খীরা
১৫৬) আঙখীরানি হিক = আঙখিরিজীক
১৫৭) মামানি হিক = মামী
১৫৮) তীয়নি বের' তীয়কতর = তীয়য়ুঙ
১৫৯) তীয়' মানথকমা মুই = তীয়মুই
১৬০) তীয়াই তুনজাকনাই কাহাম হাময়া ককবীলাই = তিতুনবীলাই
১৬১) মায় বকজাক মায়রাঙ = মায়খীলায়
১৬২) খীনাই সিলমানি সেংবীসা = সেংসা
১৬৩) জতত'নি বুকয়ানি বের' বুককুকয়া = খিপাইচায়া
১৬৪) মকসিতরা মকমুঙ = মকতাখুক
১৬৫) আয়াংবুয়া য়াংগ বুয়া = কীনীয়কীচার
১৬৬) বুফাঙ কুপুলীঙ বীথাই = থাই থথ' রিরিঙ।
১৬৭) রাজা রিমানি তাখুম = তাখুম রাজীগাঙ
১৬৮) বাবায়সা নায়হরখে তে বাবায়সা নুকনাই = কেকলা
১৬৯) বিরিনদিয়ারগ তঙমানি নক = আলঙ
১৭০) কীপাতীয় কীলাইমা রাজানি হিক অকরা = ইসিরিজীক
১৭১) মীসীয় পুঙমুঙ = হং

১৭২) কুঙকিলা পুঙমুঙ = কুহু কুহু
১৭৩) তখা পুঙমুঙ = কা-কা
১৭৪) কাহাম-হাময়া উানসুকনা রীঙয়া = সুসুঙ
১৭৫) হিক এবা সায়নি বুফা = কীরা
১৭৬) হিক এবা সায়নি বুমা = কীরাজীক
১৭৭) মা-ফানি বুফা = চু
১৭৮) মা-ফানি বুমা = চীই
১৭৯) চিবুকনি বের' জতত'নি সেলের = চিবুক সেলের
১৮০) জতত'নি সীলাই হামজাককুকমা বীসা = সা খাসুকসা
১৮১) হুকনি মায়কীতাল পুইলা চালায়মা = মায়কীতাল চামা
১৮২) কক সাথায়া কুঙসুরসাই তঙমা = কুঙসিসি
১৮৩) নবুরুম বুরুম বিরীই চাজানাই = বিরনাই
১৮৪) চালায় কায়সানি বরকরগ = সাকচালায়
১৮৫) কাহাম হাময়া উানসুগীই য়াপরি সেনাই বরক = উানসুককীরীঙ
১৮৬) য়াফাঅ রিমানি তকবীসা = য়াফানি তকসা
১৮৭) থক-খুম ফুলজাকয়া, খীনাইব খালজাকয়া = সিপ্রা প্রা
১৮৮) চাঙগ বরমা ফারাসা রি = পুদ্রি
১৮৯) সিরিসিতিঅ সাজাগীই ফায়মা কথমা = কেরাঙ কথমা
১৯০) নকনি উল = নুগুল
১৯১) নুখুং বচ'লং = খুংচিলি
১৯২) তসলংনি বুফা = তসলংফা
১৯৩) সামুঙরগ' চুকয়া কক = ককবুকুবুক
১৯৪) হিক-সায় খরকনীয় = হিসাকনীয়
১৯৫) বুমা-বীসা খরকনীয় = মাসাকনীয়
১৯৬) বুফা-বীসা খরকনীয় = ফাসাকনীয়
১৯৭) তাখুক তেই তাখুক খরকথাম = তাখুকথাম
১৯৮) বুখুক তেই বুখুক খরকসিনি = বুখুকসিনি
১৯৯) বুখুক তেই তাখুক খরকনীয় = বুখুকনীয়
২০০) তাখুক তেই বুখুক খরকনীয় = বুখুকনীয়

২০১) ফায়ুঙনি বিহিক = উায়জীকরগ
২০২) হানকনি বীসায় = বুউায়রগ
২০৩) হিকনি বিবি = উায়জীকরগ
২০৪) হিকনি বীতা = উায়রগ/দা সঙ
২০৫) সায়নি বীতা = উায়সঙ/উায়রগ
২০৬) সায়নি বিবি = উায়জীকরগ
২০৭) সায়নি ফায়ুঙ = প্রাঙরগ
২০৮) হিকনি ফায়ুঙ = প্রাঙরগ
২০৯) সায়নি হানকজীক = প্রাঙজীক
২১০) হিকনি হানকজীক = প্রাঙজীক
২১১) হিক এবা সায়নি বুই বায় মানমা বীসা = সাতয়
২১২) ফুঙগীই বহক নঙখরজাক = লনদালাই
২১৩) বুই বায় সংজাক মায়-মুই = বুয়নি য়াককুমুন
২১৪) বুয় কচ'য়াই তঙফায়মা নক = নসুকু
২১৫) বহক নঙখরজাক = পেলুলুম/পেলুমসা
২১৬) নুখুঙনি বেবাক সামুঙ-হুমুঙ তাঙসকমা = নককুমুন
২১৭) ফুঙসা বায় তানীই চরিজাক উা = সেংমা
২১৮) লীয়তকতীই খিবিজাক উাক চীলা = মালা
২১৯) লীয়তকতীই খিবিজাক মুসুকচীলা = দামা
২২০) মুসুক চীলা = দেগা
২২১) মুসুক বীবীয় = দেগি
২২২) পুন চীলা = পুনজুউা
২২৩) পুন বীরীয় = পুনজীক
২২৪) উাক চীলা = উাকজীলা
২২৫) উাক বীরীয় = উাকজীক
২২৬) সীই চীলা = সীইজীলা/সীইলা
২২৭) সীই বীরীই = সীইজীক
২২৮) সীই বীরীয় বীসা মানজাক = সীইমা
২২৯) উাক বীরীয় বীসা মানজাক = উাকমা

২৩০) বীসা মানজাক পুন বীরীয় = পুমা
২৩১) বলঙগ তঙনাই তক = তকবলঙ/তমসা
২৩২) খুমন' সলনাই মুই = মুইখুমু
২৩৩) হাপলক ফুগীই আচায়নাই মুইখুমু = মুইখুমু হা পলক
২৩৪) বুফাঙগ আচায়নাই মুইখুমু = বুফাঙ মুইখুমু
২৩৫) মুই চাজাকনাই থালিকনি খুম = থালিক মুইখুন
২৩৬) মুথুংজাক তীয়কুতুং = তীয়তুং
২৩৭) তীয় কীচাং = তীয়চাং
২৩৮) তনথকমা পাইয়া খাকীলাপ বুমা = খাজাবুমানি
২৩৯) তনথক পাইয়া বারংবাকা = খাতীংখাজা
২৪০) দা হুলমানি বুফাঙ বকচ' = কারায় (karai)
২৪১) মুই হেলেপমা বুফাঙ বকচ' = দঙদারি
২৪২) মীতায় খীলায়ফুরু সাজাকমা কক = কমথায়/কক-মীতায়
২৪৩) ফায়মা জরাঅ য়াকতলীই তুবুমা = লামজাকসকমা
২৪৪) থাংমা জরাঅ নাহারীই রহরমা = নায়রীগীইমা
২৪৫) সাগ' রি কানয়া চীলা = লাঙতা
২৪৬) সাগ' রি কানয়া বীরীয় = লাঙতি
২৪৭) সাগ' রি কীরীই = সাগ খারাক খারাক
২৪৮) সাগনি রি জায় খীলায়ীই কানজাকয়া = লিগিলাগায়
২৪৯) বুকুঙনি সিমুক = কুঙখি
২৫০) খুনজুনি সিমুক = খুনজুখি
২৫১) ততরানি সিমুক = ততরাখি
২৫২) মকলনি সিমুক = মুখি
২৫৩) খি-খরকতীই লাইনাই ফাপ = খুপুয়
২৫৪) বুকুঙতীই ফায়নাই কংগ্রায়নি তীয় = কুঙতীয়
২৫৫) জতত'নি কুসু য়াসি = য়াসিকতয়
২৫৬) জতত'নি কতর য়াসি = য়াসিমাকতর
২৫৭) মায় কীরীই মুই সিমি চামা = খুতুম
২৫৮) তীয় বায় সাপিগীই মায় চামা = মায়তুলু

২৫৯) তীয় বায় সাপিগীই বীতীয় সিনি নীঙমা = মায়বীতীয়

২৬০) হর' মুথুঙগীই চামা = হাঙমা

২৬১) হকিঅ এবা হর' সগীই চামানি = সকমা

২৬২) হকিহায় সেপ সেপ সাতুং তুংমা = সাতুং হকিসীক

২৬৩) জীঙলা পা-মানি খাইনগীনাঙ মীখাঙ = মীখাঙপকরা

২৬৪) থীয়ীই থাংয়াসাক = থীয়য়াসাক

২৬৫) হামা রহরীই তঙগীই মানসাক = কীথাঙ তঙসাক

২৬৬) বিসি বুরুম বুরুম = বিসিথিগীই

২৬৭) নীঙনা তীয় কীরীই = মা নীঙয়া

২৬৮) লাংমা চয়াসাক = লাংমা তঙসাক

২৬৯) হুলীই কীসাপ খীলায়জাক মস' = মস' হুলজাক

২৭০) জতত'নি কতর বায় = বায়কতর

২৭১) বীক্রানি নগ' তঙনাই চাম্রি = চাম্রিকানাই

২৭২) হ'র বীচলীয় তনিমা বখক = হ'রখক

২৭৩) মার্য় তনিমা নক = মায়মনক

২৭৪) তীয়নি বখর = তীয়খর

২৭৫) তীয় ফায়মানি মুক = তীয়মুক

২৭৬) নক বারা = নকবাংলা

২৭৭) খুনজুঅ কানমা সীনামজাক খুম = উা-খুম

২৭৮) বীসাগনি খীনাই = বুইখুমু

২৭৯) বীসাগ' বথরগীনাঙ = বথরিয়া

২৮০) হর' মকল নুকয়া = কুকুআনদার

২৮১) লীয়তকতীই দুসামা বেমার = লীয়বক

২৮১) লীয়তকতীই দুসামা বেমার গীনাঙ = লীয়বকগীনাঙ

২৮২) খাঅ কক তনিই মানয়া বরক = বীখাকীলায়

২৮৩) সাক আবুল আঁংয়া বীরীয় = মীতায় রানগিনি

২৮৪) রাঙ নাউই বুয়ন' তনিমা নক = নসুকু

২৮৫) নুখুঙনি বুবাগ্রা = নকবুবাগ্রা

২৮৬) নকনি অকরা = নকফাঙ

২৮৭) বীসায়ন' কারাই বুই বায় অকতাইমা বীসা = কুঙতাবীসা

২৮৮) কুথুমাই চুউাক নীঙলায়মুঙ = পানদা

বজর' ককথাই/যুগ্ম শব্দ

বজর' ককথাই/যুগ্ম শব্দ প্রয়োগে কথা বলা ককবরকের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য একটি উন্নত ভাষার বিশেষ একটি দিক নির্দেশ করে। ককবরক এই বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল একটি অতি প্রাচীন ভাষা ; যদিও লিখিত রূপের অভাবে এটা এতোদিন মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসেছিল।

বজর' ককথাই বা যুগ্ম শব্দে দু'টি ভিন্ন শব্দ পরপর ব্যবহৃত হয়ে কথার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। এই বজর' ককথাইগুলো নিম্নরূপ ঃ

ফুনুকমারি/উদাহরণ ঃ

ক) ভিন্ন অর্থে

য়াকুং-য়াক = হাত-পা	কুঙ-খুনজু = নাক-কান
টেবিল-চের = টেবিল-চেয়ার	খসায়-সেংকারী = গোঁফ-দাড়ি
রীচাপ-মীসাই = গান-বাজনা	রীচাপ-মীসা = নাচ-গান
নায়-নুক = দেখা-শোনা	সীয়-পরি = লেখাপড়া
রম-সুক = ধরা-বেত্রাঘাত	খুকবায়-খা'বায় = মনে-প্রাণে
বিজাপ-সীয়লাই = বই-খাতা	কীচাক-করম' = লাল-হলুদ
বিবি-হানক = দিদি-বোন	নক-হুক = ঘর-জুম
রাঙচাক-রি'চাক = সোনা-দানা	থালিক-বাতাসা = কলা-বাতাসা

খ) সম অর্থে ঃ

বিগ্রা-খাংগ্রা = দীন-দুঃখী	তাখুক-বুখুক = ভাই-বোন

বিয়াল-বিগ্রা = অভাব-অভিযোগ
দিবর-মাজার = দুপুরের সমার্থক শব্দ মাজার
রাঙ-রি' = টাকা পয়সা
বরক-লুকু = লোকজন
সেলেঙ-চাকর = পাইক-পেয়াদা
মীতায়-আতায় = ঠাকুর-দেবতা
মাল-মাতা = জন্তু-জানোয়ার
মীইখীতীঙ-থাইকীথীঙ = শাক্-সব্জী
কানমুঙ-চুমমুঙ = পোষাক-পরিচ্ছদ
হিম-থাং = হাঁটাচলা

কীখা-কীতীই = তিতু-মিঠা
ফাতার-নক = বাহির-ঘর
সীকাঙ-উল = আগে-পিছে
রিথায়-সুথায় = দেনা-পাওনা
কাহাম-হাময়া = ভালো-মন্দ

গ) বিপরীত অর্থেঃ

থাং-ফায় = আসা-যাওয়া
মা-ফা = মা-বাবা
হ'র-তীয় = আগুন-জল
কাপ-মীনীয় = হাসি-কান্না
বাইথাঙ-বুয় = আপন-পর
চেঙ-পাইথাক = সূচনা-শেষ
পাই-চেন = জয়-পরাজয়
লুকু-বুবাগ্রা = রাজা-প্রজা
না-খিবি = গ্রহণ-বর্জন

পায়-ফাল = কেনা-বেচা
কীবাং-কিচা = কম-বেশী
চীলা-বীরীয় = নারী-পুরুষ
কতর-চিকন = বড়-ছোট
আচায়-থীয় = জন্ম-মৃত্যু
বিসিং-ফাতার = অন্তর-বাহির
কুচুক-হাচে = উচ্চ-নীচ
চেরায়-চাকীরা = ছেলে-বুড়ো

সামলায়-ককথাই/শব্দদ্বৈত

একই শব্দকে পরপর দুবার প্রয়োগ করে মূল শব্দের এক বিশেষ অর্থে দ্যোতনা করা যায়। এটাকে ককবরকে বলে সামলায় ককথাই বা বাংলায় শব্দদ্বৈত।

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

গানাগানি = পাশাপাশি
লামা লামা = পথে পথে

বিসি বিসি = বছর বছর
নক নক = ঘরে ঘরে ইত্যাদি

এই শব্দদ্বৈত বা সামলায় ককথাইগুলো বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

ক) পুনরাবৃত্তি/'ফি' অর্থেঃ

আল তাল = মাসে মাসে, বিসি বিসি = বছর বছর, উাই উাই = বারে বারে, লামা লামা = পথে পথে নক নক = ঘরে ঘরে।

খ) নিয়মবর্তিতা বুঝাতেঃ

বিসিং বিসিং = ভিতরে ভিতরে, লগি লগি = সঙ্গে সঙ্গে, সাকা সাকা = উপরে উপরে, ফাতার ফাতার = বাইরে বাইরে, সীকাঙ সীকাঙ = আগে আগে, উকলগ উকলগ = পিছনে পিছনে।

গ) দীর্ঘকালীন বুঝাতেঃ

হিমমাং হিমমাং = হাঁটতে হাঁটতে, থাংমা থাংমা = চলতে চলতে, রীচাপমাং রীচাপমাং = গাইতে গাইতে, কাপমাং কাপমাং = কাঁদতে কাঁদতে, আচুকমাং আচুকমাং = বসতে বসতে, রমমাং রমমাং = ধরতে ধরতে।

ঘ) বহুলতা অর্থেঃ

কীতাল কীতাল = নূতন নূতন, কুফুর কুফুর = সাদা সাদা, কতর কতর = বড় বড়,কিতিঙ কিতিঙ = গোল গোল, কসম কসম = কালো কালো, কলক কলক = লম্বা লম্বা, মচম মচম = মুঠো মুঠো, কীচাক কীচাক = লাল লাল, কুফুঙ কুফুঙ = মোটা মোটা ইত্যাদি।

ঙ) বারংবার অর্থেঃ

চামাং চামাং = খেয়ে খেয়ে, হিনমাং হিনমাং = বলে বলে, উানামাং উানামাং = চিন্তায় চিন্তায়, উানসুকমাং উানসুকমাং = ভাবনায় ভাবনায় ইত্যাদি।

চ) নিশ্চয়তা অর্থেঃ

সাক সাক = নিজে নিজে, কুতুং কুতুং = গরম গরম ইত্যাদি।

ছ) কোন কিছুতে দ্বিধা, সামান্যতা বা অসম্পূর্ণতা অর্থেঃ

থাংতাই থাংতাই = যাই যাই, কীলাইতাই কীলাইতাই = পড়ে পড়ো, সীয়তাই সীয়তাই = লিখিলিখি, ফায়তাই ফায়তাই = আসি আসি, উাতায় উাতায় = মেঘ মেঘ, রমতাই রমতাই = ধরি ধরি, বুতাই বুতাই = মারি মারি, কীলীকতাই কীলীইতাই = ডুবে ডুবে, কাপতাই কাপতাই = কাঁদো কাঁদো, য়কতাই য়কতাই = ছাড়া ছাড়া, সীরীঙতাই সীরীঙতাই = শিখি শিখি ইত্যাদি।

ছ) কোন কিছুতে লোভ করা অর্থেঃ

রাঙ রাঙ = টাকা টাকা

প্রয়োগ-কুমুয় মাথুংগা রাঙ রাঙ হিনমাংন থীয়জাখা = জামাইবাবু মাথুংগা টাকা টাকা বলেই মারা গেল।

রিদি রিদি = দাও দাও, ফায়দি ফায়দি = এসো এসো

চা'না চা'না = খাই খাই ইত্যাদি।

আর একরকম শব্দদ্বৈত আছে যেগুলোর দ্বিতীয়াংশ প্রথম অংশ থেকে সামান্য পরিবর্তিত আকারে দেখা যায়। এই ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ যেন প্রথমটির প্রতিধ্বনির মতো। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার প্রয়োগের সময় মূল শব্দটি কখনও কখনও বিকৃত হয়ে বিকৃত শব্দ দ্বৈতের সৃষ্টি করে। বিকৃত শব্দদ্বৈত বা সামলায় ককথাইগুলো কোনটি আংশিক বিকৃতি এবং কোনটি সম্পূর্ণ বিকৃতির রূপ লাভ করে।

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

বুপ্রা সাপ্রা = মারধোর, বুপ্রেসাপ্রে, দিদাক মিদাক, গেরকমীথা, হিদ্রিং গিদ্রিঙ, জুউানা দেউানা, খাব্রুম বিব্রুম, লালা লিলিঙ, জগর'মগর', মীলাঙ-কীলাঙ, কথক কথক, মীনাম সীনাম, অরইপরই, সিলায়-পাঠাম, কর্তা-ফর্তা, ককলায় তকলায়, তীয় ফীয়, থীঙথাঙ, মীসা তীসা, রীচাপ তীচাপ, চেরায় খনায় অকরা ফকরা, বাহান তাহান, সাই তাই, মায়তায়, মুইতুই, কুতুক ফুতুক, থীয় থায়, রম তম, খি'তি, ফানতান, বিজাপ তিজাপ, সীয়তীয়, সেলেঙ তেলেঙ, রাজা ফাজা, বীরীয় তীরীয়, চীলাফীলা, নানাতানা, সেলেঙ তেলেঙ, থু তু, রীচাপ তীচাচ, হ'র ত'র, থাইপুঙ তাইপুঙ, থাং তাং মীনীয় সীনীয়, কাপ তাপ ইত্যাদি।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ/খরাঙ ককথাই

খরাঙ ককথাই বা ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলো ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্ট। এই শব্দগুলো প্রকৃতপক্ষে ধ্বনিমাত্র। এদের কোন আভিধানিক অর্থ নেই। অর্থাৎ সেই ধ্বনিগুলো সংকেতবাহী, অর্থবাহী নয়। বিভিন্ন প্রকার গতি, স্পন্দন ইত্যাদি বর্ণনার ক্ষেত্রে এই ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার করা হয়। ককবরকে শ্রুতিগম্য এবং শ্রুতির অগম্য মানসিক অনুভূতি, ইন্দ্রিয়বোধ ইত্যাদিগুলোকে ধ্বনির সাহায্যে বর্ণনা করা যায়। এটাই ককবরকের এক বৈচিত্রময় অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো ঃ

ক) কাপমুঙ খরাঙ/কাঁদন ঃ উঁই উঁই, সুবুক সুবুক, আউ আউ, সুঁ সুঁ, এঁ এঁ, ঔ ঔ, বে বে, আঁ আঁ।

খ) মীনীয়মুঙ খরাঙ/হাসন ঃ হা হা, হি হি, থিক থিক, হী হী খাকখাক, খুক খুক ইত্যাদি।

গ) চামুঙ খরাঙ ঃ (খাওয়ার বর্ণনা) চাপ চাপ, সুরুপ, সুরুপ, ক্রাম ক্রাম, তেক তেক, ক্লীক ক্লীক, আম, খুউাক খুউাক, খুয়িক খুয়িক ইত্যাদি।

ঘ) তানমুঙ খরাঙ ঃ (কাটন) থাপ থাপ, থাক থাক, থাঁ থাঁ, বুরুত বুরুত, থুক থুক, ব্রাম ব্রাম ইত্যাদি।

ঙ) তামমুঙ খরাঙ/বাজন ঃ দুম দুম, দাম দাম, দুদুম দাদাম, দঙ দঙ, পুঁ পুঁ, পেঁপেঁ পাঁ পাঁ, ক্রিং ক্রিং, খিরিং খিরিং, জনজন, পঁপঁ, তঁতঁ, সুই সুই, তাং তাং, তুম তুম, তাম তাম, বীদ্রাম বীদ্রাম, দ্রাম দ্রিম, গেরে গেরে, দীদীঙ দীদীঙ, দীদী দীঙ, পেঁত পেঁত, তেঁত তেঁত, খীরাং, দামাম দিদিম ইত্যাদি।

চ) উাতীয় উামুঙ/বৃষ্টিপাতের বর্ণনা ঃ চউচউ, চউ ....., পেনে পেনে, সউ সউ, সউ ....., থপথপ, থপথাপ, হউ হউ, দুমুই দুমুই হউ ....., চাঁ চাঁ ..... , সাঁ ..... ইত্যাদি।

ছ) ককসামুঙ খরাঙ/বলনের বর্ণনা ঃ ফাঁ ফাঁ, হল'বল', হুতুহাতাই, আউ আউ, হুনু হুনু, কাউ কাউ, গেন গেন, সেরেক সেরেক, গাঁগাঁ গিঁগিঁ, চাঁচাঁ চিঁচিঁ ইত্যাদি।

জ) নবার খরাঙ/বাতাসের শব্দ বর্ণনা ঃ দমদম, সিপসিপ, বাঁবাঁ, সাঁসাঁ, বমবম, বাঁ ....., বীদাম বীদাম, সাঁ ....., বদম বদম ইত্যাদি।

ঝ) মালখুঙ খরাঙ/গাড়ীর শব্দ বর্ণনা ঃ বুর বুর, সাঁ .....ত, বঁ ..... , ফীলাত ইত্যাদি।

ঞ) কীচাংমা/শীতের অনুভূতি ঃ কীচাংমা থীক থীক, কীচাংসর'সর', কীচাংমা বীথাই, কীচাংমা হীহী, কীচাংতত', কীচাংমা খুচুরু ইত্যাদি।

ত) বীসাকনি/শারীরিক যন্ত্রাদির বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা ঃ কুলা দীংদীং, মকল খেপ খেপ, য়াক রুউাইচ রুউাইচ, বীসাক তাম'হাই তামহাই, বুকুঙ মেমে, খুনজু মুরু মুরু, বীসাক কইমে কাইমা, য়াকুং লিলাক লিলাক, য়াক বালে বালে, সাগ মথরে মাথীরা, পুকসে পাকসা, খুয়িক মুয়িক, মুকসে মাকসা, মুকসে মুকসে, বীসলায় ফাতে ফাতে, বুখুক উলে উলে, বীখা দুক দুক, বহক থুম থুম, বহক মুকুমাকা, বুবুকসা কইনে কাইনা, খিচলাঙ কইলিক কাইলাক, গীদনা কইলিক কাইলাক, তঙমা বাইলিক বাইলাক, তঙমা-চা'মা তীয় তীয় ইত্যাদি।

থ) রঙ/বর্ণের বর্ণনা ঃ কুফুর খুতলায়, নায়থক সাকমিলিক, সমচুমুচুমু, কসম মীনাক, কী ... চীং ইত্যাদি। এই খরাঙ ককথাই দ্বারা রঙের উজ্জ্বলতা বর্ণিত হয়েছে।

রীবায় ককথাই/সমৃদ্ধ ককবরক শব্দ
(A list of rich words)

ককবরক সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডারে ভরপুর একটি অতি পুরানো ভাষা। শব্দ প্রাচুর্য্যের ব্যাপকতা ছাড়াও তার এমন কিছু সমৃদ্ধ শব্দ আছে যার তুলনা নেই। এরকম সমৃদ্ধ শব্দ ককবরকে প্রচুর পরিলক্ষিত হয়। তারই অতি নগণ্য অংশ এখানে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হলো।

ফুনুকমারি/উদাহরণঃ

১) ব্রেব্রে প্রত্যয় যোগেঃ

খাব্রেব্রে = সামান্য তিতু/তিতা, মুখে দেওয়ার পর উপলব্ধ হয়। তাইব্রেব্রে = সামান্য মিষ্টি।

২) চিরিচিরি প্রত্যয় যোগেঃ

তাইচিরিচিরি = ক্ষীণভাবে প্রবাহিত জলধারা

আয় সিরিসিরি = সকাল সকাল/খুব সকালে

৩) দুরুদুরু প্রত্যয় যোগেঃ

রুমুদুরু দুরু = ঘোলাটে

সাইদুরু দুরু = প্রায় বাসি হওয়ার পথে/ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুর্বল ও আলস্য ভাব

৪) গগ' প্রত্যয় যোগেঃ

চেংগগ'= ব্যক্তি ও প্রাণীর ক্ষেত্রে মাংস-চর্মহীন হাড়ের অংশ/বস্তু ও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফল, ফুল ও পাতাহীন অবশিষ্ট অংশ।

৫) হুহু প্রত্যয় যোগেঃ

মতমহুহু = অল্প সুগন্ধিযুক্ত

মৌনাম হুহু/মৌনাম হেহেক = অল্প দুর্গন্ধযুক্ত।

৬) জি জি প্রত্যয় যোগেঃ

খৌরাঙজিজি = সবুজে সবুজ/ঘন সবুজ

সমজিজি = ঘন কালো

৭) খাক প্রত্যয় যোগেঃ

বুখাক = মারধোর বা বেত্রাঘাত করা।

চখাক = খুনতি জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে মাটি কাটাকে বোঝায়।

এখাক = কাঠি, পা বা আঙ্গুলের সাহায্যে কোন বস্তুর পৃথকীকরণ/মাড়ানো/ইন্ধন যোগানো/অবহেলা করা।

কাখাক = পায়ে মাড়িয়ে ভেঙ্গে ফেলা।

মেখাক = দুই আঙ্গুলের শীর্ষ মাংসপেশীর সাহায্যে চিমটি কাটা।

সুখাক = সূঁচালো বস্তু যথা ঃ বল্লম, তীরের ফলা বা ছুরি জাতীয় বস্তুর সাহায্যে আঘাত বা খোঁচা দেওয়া।

সীখাক/সীকাক = মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা।

তাংখাক = ধারালো জাতীয় বস্তুর সাহায্যে অংশবিশেষ কেটে ফেলা।

তখাক = লাঠি জাতীয় বস্তুর সাহায্যে আঘাত করা।

উাখাক = মুখে/দাঁতে কামড় বসিয়ে জখম করা।

৮) লল' প্রত্যয় যোগে ঃ

পেকলল' = মিশ্রণে জলের অংশ বেশী হলে। যেমন ঃ জাউ ভাত।

ফুলল' = অংশতঃ সাদা হলে ধাতু-উত্তর এই প্রত্যয় যুক্ত হয় অর্থাৎ ঘন সাদা নয়।

৯) মুরুমুরু প্রত্যয় যোগে ঃ

থীয়মুরু মুরু = খুব দুর্বল অবস্থা বোঝাতে এই প্রত্যয় যুক্ত হয়। অর্থাৎ ক্ষীণদেহ, হীনবল।

১০) পেপে প্রত্যয় ঃ

সীরাপেপে = আঁঠালো

১১) প্রাই প্রাই প্রত্যয় যোগে ঃ

চাপ্রাই প্রাই = অপরিতৃপ্ত আহারের ক্ষেত্রে ধাতুর পর এই প্রত্যয় প্রয়োগ হয়।

খীনাপ্রাই প্রাই = সম্পূর্ণ ও পরিষ্কার ভাবে শুনতে না পারা।

নাঙপ্রাই প্রাই = কিয়দংশ কাজে লাগা অর্থে।

নীঙপ্রাই প্রাই = তৃপ্তি সহকারে পান করতে না পারা অর্থে।

মাহানপ্রাই প্রাই = সম্পূর্ণভাবে হাতের নাগাল না পাওয়া।

তাঙপ্রাই প্রাই = তৃপ্তি সহকারে কাজ করতে না পারা।

থক প্রাই প্রাই = তৃপ্তি সহকারে স্বাদ উপভোগ করতে না পারার অর্থে।

তঙপ্রাই প্রাই = পরিতৃপ্তভাবে অবস্থান করতে না পারা।

১২) রর' প্রত্যয় যোগে ঃ

বুরারর' = বৃদ্ধত্বের কাছাকাছি বয়স (পুরুষের ক্ষেত্রে)

বীরীয়চীক রর' = ঐ (মহিলার ক্ষেত্রে)

ফায়রর' = প্রায় আসতে চাওয়া /আসার জন্য প্রায় ইচ্ছা প্রকাশ করা।

রমরর' = প্রায় ধরতে উদ্যত হওয়া।

সের'র' = প্রায় পদক্ষেপণ করা/স্থানান্তরে উদ্যত হওয়া।

তাইরর' = প্রায় নেওয়ার জন্য হাত বাড়ানো।

থাংরর' = যেতে উদ্যত হওয়া/ প্রায় যাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ।

১৩) সস' প্রত্যয় যোগেঃ

ফাকসস' = অল্প কষায়

১৪) থথ' প্রত্যয় যোগেঃ

বানথথ' = অল্প খাটো।

রাকথথ' = তুলনামূলক শক্ত/সবল।

১৫) কী-কী প্রত্যয় যোগেঃ

লীলীকী-লীলীকী = উচ্ছ্বাসের দরুণ চঞ্চলতাকে বোঝায়।

১৬) লীঙ-লীঙ প্রত্যয় যোগেঃ

থীলীং থীলীং = অভাবনীয় উচ্চ/দূরত্বকে বোঝায়।

১৭) নি-নি প্রত্যয় যোগেঃ

চাথানি-নীঙথানি = খাওয়া ও পানের ক্ষেত্রে।

চাথানি-থুথানি = খাওয়া ও শোয়ার ক্ষেত্রে।

সকয়ানি-তাঙয়ানি = অক্ষমতা সত্বেও দুঃসাধ্য কোন কাজে হাত দিলে বিদ্রুপাত্মক এই শব্দযুগল প্রয়োগ করা হয়।

তঙথানি-চাথানি = থাকা-খাওয়ার ক্ষেত্রে।

ঔংয়ানি-সকয়ানি = এক্ষেত্রেও কাজের অক্ষমতা অর্থে বিদ্রুপাত্মক উক্তি।

১৮) থক-থক প্রত্যয় যোগেঃ

বুথক বুথক = বেত্রাঘাত করবে বা আঘাত করবে এরকম সন্দেহ হলে এই শব্দযুগল ব্যবহৃত হয়।

চাথক চাথক = যেন খেতে উদ্যত হবে এরকম অর্থে।

চুমথক চুমথক = যেন পরিধান করবে এরকম মনে হলে।

হিমথক হিমথক = যেন হাঁটবে এরূপ।

কা'থক কা'থক = যেন জুতো পায়ে দেবে এরূপ।

খায়থক খায়থক = যেন ঘাই দেবে এরকম।

খাইথক খাইথক = যেন কমাবে এরূপ।

লেখাথক লেখাথক = যেন গণনা করবে এরূপ।
নায়থক নায়থক = যেন দেখবে এরূপ/সুন্দর সুন্দর।
নুকথক নুকথক = পূর্বে দৃষ্ট কোন কিছু চোখে ভেসে থাকা অর্থে/যেন দেখতে পাবে।
পাইথক পাইথক = জিততে পারবে এরকম মনে হলে।
ফিয়কথক ফিয়কথক = ছেড়েও দিতে পারে এরূপ ধারণা হলে।
রমথক রমথক = যেন ধরতে উদ্যত-এরূপ ধারণা জন্মালে।
রুজুথক-রুজুথক = যেন মাথায় বহন করবে বোঝালে।
তঙথক তঙথক = যেন এখনও আছে, মরেও মরে নাই/এখনও তার অস্তিত্ব অনুভবের মধ্যে আছে এরূপ অর্থে।
তাইথক তাইথক = যেন নিয়ে নেবে/বহন করবে/ডিম পাড়বে এরূপ অর্থে।
আংথক আংথক = সব কাজেই সবার আগে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উদ্যোগ নেওয়া অর্থে।
১৯) তীরা-তীরা প্রত্যয় যোগেঃ
সিতীরা-পিতীরা = নোংরা ও অপরিষ্কার অর্থে।
লেতীরা-পেতীরা = ঐ
এখানে সমৃদ্ধ ককবরক শব্দগুলোর শুধুমাত্র ভাবগত অর্থই দেওয়া হয়েছে ; আক্ষরিক অনুবাদ ও তার অর্থ দেওয়া হয়নি। এরকম অনেক শব্দ আছে যার আক্ষরিক অনুবাদ হয় না। প্রত্যেক ভাষার ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। এটাও ককবরকের শব্দ প্রাচুর্যের অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

খরাঙ সীলাইমুঙ, ককথাই জুদা/ধ্বনি পরিবর্তন, শব্দ বিকৃতি

ককবরকে ধ্বনি পরিবর্তন বা খরাঙ সীলাইমুঙ এর ফলে অনেক সময় মূল শব্দের বিকৃতি ঘটে এবং শব্দের অর্থের উপরও এটার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই ধ্বনি পরিবর্তন বিভিন্নভাবে হতে পারে। উচ্চারণকালে পূর্ববর্তী ধ্বনি পরবর্তী ধ্বনিকে কিংবা পরবর্তী ধ্বনি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে প্রভাবিত করে। কিংবা অনেক সময় পদ মধ্যবর্তী ধ্বনির বিলোপ ঘটে অথবা পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মিলনে একটি বিকৃত ধ্বনি ও তা থেকে বিকৃত শব্দ বা ককথাই এর জন্ম নেয়। ফলে বিকৃত ককথাই থেকে সৃষ্টি হয় নূতন অর্থের। এককথায় ধ্বনি পরিবর্তন থেকে শব্দ বিকৃতি এবং এর প্রভাব পূর্বতন অর্থের উপরও ছায়াপাত করে। উচ্চারণের দ্রুততা অথবা শ্বাসাঘাতের তীব্রতাজনিত কারণেও দুই ধ্বনির মধ্যে যেকোন একটি অথবা উভয় ধ্বনি বিকৃতি অথবা পরিবর্তন ঘটতে পারে। অনেক সময় পাশাপাশি অবস্থিত শব্দসমূহের উচ্চারণেও

ধ্বনিগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এটি ককবরকের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে পদসমূহের মধ্যে সমষ্টিগত একক উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ ফলে পদসমূহ আলাদাভাবে উচ্চারিত না হয়ে সমষ্টিগতভাবে একক উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়। এই শব্দ বিকৃতির প্রভাব আবার অর্থের উপর ছায়াপাত করে। ফলে সৃষ্টি হয় নূতন অর্থের।

এরূপ ধ্বনি পরিবর্তন ও শব্দবিকৃতি এবং তা থেকে উদ্ভূত অর্থ পরিবর্তনের মধ্যে ককবরক ভাষীদের অতীত ইতিহাস ও চিন্তা-চেতনার আভাস ইঙ্গিত প্রচ্ছন্নভাবে লুকানো থাকে। শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ইতিহাস ভালভাবে বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা প্রাচীনকালে তিপ্রাদের সামাজিক রীতিনীতি, বস্তু ব্যবহার ইত্যাদি অনেক কিছু জ্ঞাত হতে পারি। আবার এর দ্বারা রাজ্যের প্রত্নতাত্ত্বিক অনেক উপাদানেরও সন্ধান পেতে পারি। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও যার মূল্য অসাধারণ। ককবরকে এমন অনেক শব্দ বা বাক্য আছে যা দীর্ঘকালপ্রবাহে ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে হতে অর্থেরও পরিবর্তন ঘটেছে বা বিকৃত অর্থে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে পূর্বতন এই শব্দগুলোর অর্থ আর রক্ষিত অবস্থায় নেই। সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন অর্থে এগুলোর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। এইরকম শব্দের সংখ্যা ককবরকে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়।

উদাহরণ/ফুনুকমারি ঃ

১) হানি তৌকনি তৌয় > হাতৌকনি তৌয় > হাতৌকনৌয়। হানি তৌকনি তৌয় এর অর্থ মাটির হাড়ির বা পাতিলের জল। তা থেকে অর্থ দাঁড়াল আহারের সময় হাত ধোয়ার জলের পাত্র।

২) মাসিংনি জরাঅ থাইনাই মুইখৌতৌঙ > মাসিংগ থাইনাই মুই > মাসিঙ মুই > মুইমাসিং। অর্থাৎ শীতের মরশুমে উৎপন্ন ধান্যজাতীয় শস্য। কিন্তু এখন মুইমাসিং বুঝাতে অড়হর বা অড়ইলকেই নির্দিষ্টভাবে বুঝানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে শব্দের অর্থসংকোচ ঘটেছে।

৩) আমানি হানক তয় অর্থাৎ মায়ের বোন মাসি। তা থেকে মানি হানক তয় > মাতয়। শেষে মাতয় এর অর্থ দাঁড়ালো বিমাতা (Stepmother)। সুতরাং Step Father এর ক্ষেত্রেও দাঁড়াল 'ফাতয়'। এরূপ- আফানি বুফায়ুঙ আঙখীরা। কিন্তু এখানে 'তয়' এর অনুকরণে 'খীরা' এর স্থানে হয়েছে 'ফাতয়'। যার অর্থ Step Father।

৪) হাঅ কৌরায়জাক বা কৌলাইজাক বৌথাই অর্থাৎ অপরিণত অবস্থায় মাটিতে ঝরে পড়া ফল বা গুতা। তা থেকে হাকৌরায়জাক থাই > হাকৌরায়থাই > হাকৌরায়। শেষে হাকৌরায় বলতে বোঝায় মাটিতে পড়ে থাকা যেকোন ফল বা গুতা।

৫) সৌকৌয় থাইব্রৌয় বায় মালনাই খুঙ > যে যান চার চাকার সাহায্যে চলে। তা থেকে মালনাই খুঙ > মালখুঙ। বর্তমানে মালখুঙ বলতে শুধুমাত্র মোটরগাড়ীকেই বোঝায়।

এক্ষেত্রেও শব্দের অর্থসংকোচ ঘটেছে।

৬) মুই কাঁথীঙ যার অর্থ কাঁচা শাকসবজি। ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে হয়েছে মুই কাঁথীঙ > মুই খাঁতীঙ। এর অর্থ শুধুমাত্র শাকসবজি।

৭) কাঁকাঁরাঙ বায় বিরনাই খুঙ > কাঁরাঙ বিরখুঙ > বিরখুঙ। প্রথমে পাখার সাহায্যে উড়তে পারে এরকম যানকে বোঝায়। বর্তমানে এরোপ্লেন যানের ক্ষেত্রে পাখাটা গৌণ হয়ে মেশিনের সাহায্যে যে বস্তু আকাশে উড়ে অর্থাৎ এরোপ্লেনকে বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে মেশিনটাই প্রধান।

৮) হা বুকনাই মা > হাবুকমা > হাবুমা। প্রথমে সাধারর অর্থ হলো 'যে মাটি ভেদ করে।' অর্থাৎ মাটি এফোঁড় ওফোঁড় করে। তা থেকে বর্তমানে হাবুমা বলতে একটি নির্দিষ্ট পতঙ্গকে বুঝাচ্ছে। এক্ষেত্রেও শব্দের অর্থসংকোচ ঘটেছে।

৯) দুঙগুরনি তীয় = দুই টিলার মাঝামাঝি স্থান থেকে উৎপন্ন জলের ধারা। অথবা জলপ্রবাহ। তা থেকে দুঙগুরতীয় > দুঙতীয় > গুমতীয় > গুমতি এবং বর্তমানে সরকারীভাবে লিখা হচ্ছে গোমতী। গুমতি বলতে এখন একটি নদীকে বোঝানো হচ্ছে বা একটি নদীর নামে পরিণত হয়েছে।

১০) সাইদর' = যে নদীর স্রোত খুব শীঘ্রই নেমে যায়। তা থেকে সাইদ্রা > হাইদ্রা > হাইড়া > হাওড়া। বর্তমানে একটি নির্দিষ্ট নদীর নামে পর্যবসিত হয়েছে।

১১) রাঙবীতাং কুফুর = সাদা রূপার মুদ্রার মালা। তা থেকে রাঙতাংকুফুর > = রাঙতাংফুর > রতনপুর। বর্তমানে একটি নির্দিষ্ট গ্রামের নামে পর্যবসিত হয়েছে।

১২) বীথাই খীয়সুমু তীইসুমু = টক মিষ্টি ফল। অর্থাৎ যে ফল খেতে টক ও মিষ্টি লাগে। তা থেকে হয়েছে থাইখীয়সুম তীই > থাইখীয়তীই > থাইতীয়। থাইতীয় বলতে এখন নির্দিষ্ট একটি ফলের নামকে বুঝানো হয়।

১৩) থাই ফাঙকুপুলুঙ = যে ফল সারা গাছে ভরাট থাকে। অথবা থাইকুফুঙ = মোটা বা বড় ফল। এই দুটি নাম থেকে দুরকম বিশ্লেষণ যাওয়া যায়। যেমন— ক) থাইফাঙকুপুলুঙ > থাইফাঙকুপুলুঙ > থাইফাঙপুঙ > থাইপুঙ অর্থাৎ কাঁঠাল নামক নির্দিষ্ট ফলের নাম। খ) থাইকুফুঙ > থাইফুঙ > থাইপুঙ।

১৪) থাইবুচুক অথবা থাইকুচুক = গাছের আগায় যে ফল ধরে অথবা উচ্চ ডালের শীর্ষে যে ফল ধরে। তা থেকে থাইবুচুক > থাইচুক বা থাইকুচুক > থাইচুক। এক্ষেত্রে দুটি মতই

সমর্থনযোগ্য। থাইচুক বলতে এখন আম নামক ফলকে বুঝানো হয়।

১৫) তীয় বুপ্রাঅ তঙনাইরগ = জলের সঙ্গমস্থলে বসবাসকারী জনপদ। তা থেকে তীয়বুপ্রা > তীয়প্রা > তিপ্রা। একটি ভাষা সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর নামে পর্যবসিত হয়েছে। তা থেকে তিপ্রা সন্তান > তিপ্রাসা অর্থাৎ তিপ্রা বীসা > তিপ্রাসা। স্ত্রী লিঙ্গবাচক জীক প্রত্যয় যোগে হয়েছে তিপ্রানি বীসাজীক > তিপ্রাসাজীক > তিপ্রাজীক। অর্থাৎ তিপ্রা মেয়ে সন্তান অথবা তিপ্রা মহিলা ব্যক্তি।

১৬) তীয় কীবাংগ তঙনাইরগ > নদীমাতৃক দেশের বাসিন্দা অর্থাৎ যারা অনেক জলের দেশে বাস করে। তা থেকে হয়েছে বাংতীয় > বানজীয় > উানজীয়। উানজীয় বলতে তিপ্রারা বাঙ্গালী জাতিগোষ্ঠীকে বোঝেন। বাঙালীরা এ রাজ্যে এসেছিল নদীমাতৃক বাংলাদেশ থেকে। তা থেকেই ধ্বনি পরিবর্তনবশতঃ বাঙালীদের ককবরক নাম হয়েছে উানজীয়। আবার উানজীয় বীসা > উানসা (পূঃ বাঙ্গালী) উানজীয় বীসাজীক > উানসাজীক > উাইনজীক (মেয়ে বা স্ত্রী বাঙালী)।

আবার বড়ো ভাষায় উচ্চারণে সবসময় বাংলা বর্গের প্রথম বর্ণের স্থলে তৃতীয় বর্ণ হয়। যেমন ঃ ক স্থলে গ, ত স্থলে দ। সেই সূত্র অনুসারে বাংতীয় > বাংদীয় > বাংজীয় > উানজীয়।

১৭) তুরস্ক শব্দ থেকে থুরুক শব্দটি এসেছে। যেমন— তুরস্ক > তুরুক। অর্থাৎ তুরস্ক থেকে আগত বা তুরস্কবাসী। শেষে ক্রমান্বয়ে ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে হয়েছে থুরুক। বর্তমানে তুরস্কবাসীকে না বুঝিয়ে থুরুক বলতে মুসলিম ধর্মাবলম্বী লোকদের বুঝানো হচ্ছে। তেমনি থুরুকনি বীসা বা মুসলিম সন্তান বলতে বুঝায় থুরুকনি বীসা > থুরুকসা, স্ত্রীবাচক জীয় প্রত্যয় যোগে থুরুকনি বীসাজীক > থুরুকসাজীক > থুরুকজীক।

১৮) মেখলা > মুগলী। মণিপুরী মেয়েদের ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের কাপড়ের নাম মেখলী। তা থেকে ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে ককবরকে হয়েছে মুগলী। যেহেতু মণিপুরী মেয়েরা মেখলী কাপড় ব্যবহার করে সেজন্য যারা মেখলী কাপড় ব্যবহার করে তারাই মুগলী জাতি নামে আখ্যায়িত হয়েছে। বর্তমানে কাপড়ের নাম থেকে আগত মুগলী শব্দের দ্বারা ককবরকে একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর নাম বোঝাচ্ছে।

তেমনি মুগলীনি বীসা বা মুগলীর সন্তান > মুগলীসা। জীক প্রত্যয় যোগে মুগলীজীক।

১৯) দানি বের' কতর = দা এর মধ্যে বড় যে দা। তা থেকে দায়ুঙ। বর্তমানে একটি নির্দিষ্ট ধরনের দাকে দায়ুঙ বলা হয়।

মালনি বের' কতর = জন্তুর মধ্যে সবচেয়ে বড়। তা থেকে মালমুঙ > মায়ুঙ। মায়ুঙ বলতে

এখন হাতি নামক নির্দিষ্ট জন্তুটিকে বুঝানো হয়। তীয়নি বের' তীয়কতর > বড় নদী। তা থেকে তীয়য়ুঙ। নকনি বের' নককতর = সর্ববৃহৎ ঘর বা বড় ঘর। তা থেকে হয়েছে নকয়ুঙ > নুয়ুঙ। নুয়ুঙ বলতে ককবরকে বর্তমানে রাজবাড়ীতে বুঝায়। তৎকালীন যুগে রাজার প্রাসাদ ছিল রাজ্যে সবচেয়ে বড় অট্টালিকা বা বাড়ী। সেই হিসাবেই এটা সবচেয়ে বড় বাড়ী বা নকয়ুঙ। আর সেই অট্টালিকা বা বড় বাড়ী যেখানে অবস্থিত তাই হচ্ছে রাজ্যের রাজধানী। তাই পরবর্তীকালে রাজ্যের রাজধানীকেই ককবরকে নকয়ুঙ বা নুয়ুঙ আখ্যা দেওয়া হয়।

বুফানি সীলাই কতর = বাবার চেয়ে বড় জন। তা থেকে হয়েছে বুফানি য়ুঙ > বুয়ুঙ। বর্তমানে ভ্রাতৃসম্পর্কের মধ্যে বাবার চেয়ে বয়সে বড় জনকে বুয়ুঙ বলা হয় এবং সম্বোধন করা হয় য়ঙ বা আয়ুঙ। তেমনি স্ত্রীবাচক জীক প্রত্যয় যোগে বুয়ুঙজীক।

২০) মইননি তীয় = পাহাড়ের জল। ককবরকে পাহার এর পরিভাষা হাচীক। আবার রিয়াং ও জমাতিয়ারা অনেক পূর্বে পাহাড়কে বলেন 'মইন'। তাতে মইন বা পাহাড় থেকে পতিত জলকে বলে মইননি তীয়। মইননি তীয় > মনুতীয় হয়েছে ধ্বনি পরিবর্তনের ফলে। তা থেকে মনুতীয়মা। অর্থাৎ বর্তমানে মনুতীয়মা বা মনু একটি নদীর নামে পরিণত হয়েছে। আবার সেই মনুতীয়মা থেকে এসেছে মনুতীয়মা > ময়নামা। এটা একটি স্থান বা এলাকার নাম বুঝাচ্ছে।

ঠিক তেমনি মনুনি বীসা বা মনু নদীর সন্তান। অর্থাৎ মনু নদী থেকে যে শাখানদী বেরিয়ে গেছে। তা-ই সামনু বা মনুর সন্তান। যেমন মনুনি বীসা > সামনু > ছামনু। ছামনু এখন একটি স্থানের নাম।

মনুনি সুক = মনু নদীর নাতিন। তা হয়েছে মনুনি সুক > সুকমনু। অর্থাৎ মনু নদীর প্রশাখা থেকে বেরিয়ে যাওয়া অংশের নাম সুকমনু যা বর্তমানে নাতিন মনু নামে পরিচিত। বর্তমানে নাতিন মনু বলতে বা সুকমনু বলতে একটি স্থানের নামকে বুঝায়।

দউই লাইনাই তীয় = যে জল অতি দ্রুত চলে। এখানে 'জল' বলতে নদী। তা থেকে দইলাই > দলাই > ধলাই। বর্তমানে ধলাই তার অর্থ পরির্তন করে শুধুমাত্র একটি নদীর নামের মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে।

বিজয় নদী— এই নদীর সঙ্গে বিজয় মাণিক্যের নাম জড়িত। বুরিমা থেকে এসেছে বিজয়।

বরক বখর = বরক ভাষা সম্প্রদায় লোকের বাসস্থান। তা থেকে হয়েছে বরকখর > বরাক। বর্তমানে বরাক একটি নদীর নাম। বলা হয় নদীর আশেপাশে একদিন বরক ভাষাগোষ্ঠীর লোকেদের বাসস্থান ছিল। তা থেকেই নদীটি বরাক নদী নামে পরিচিত।

বরকমা তীয় রুঙ (যে নদীতে নৌকা চলে) তা থেকে বরমা তীয়রুঙ > ব্রহ্মপুত্র। বর্তমানে

এটা একটি নদীর নাম।

তেমনি তীয়বীসা (ছোট নদী) > দিমাসা।

বাং লাহার এর অর্থ হলো অনেকগুলো রাস্তা বা পথ। বাং = বহু বা অনেকগুলো, লাহার = রাস্তা বা রাজপথ অর্থাৎ সরকার নির্মিত পথ। তা থেকে হয়েছে বাং লাহার > বাংলাহ্ > বাংলা। বর্তমানে 'বাংলা'। এই শব্দটি দেশের নাম বুঝাচ্ছে।

২১) খুম কীচাক = লাল ফুল অর্থাৎ যে ফুল লাল তাই খুম কীচাক। তা থেকে খুম কীচাক = খুমচাক হলো একজাতের ফুল।

খুম তরয়া = যে ফুলের গাছ বড় হয় না। তা থেকে খুম তরয়া > খুমতয়া। এখন খুমতয়া বলতে এক ধরনের ফুলকে বুঝায়। বাংলায় মাইট্যা চাঁপা ফুল।

২২) তকমা ককর' = ডিমে তা ব্রত মুরগী। তা থেকে হয়েছে তমাককর' > তমাকারী। বর্তমানে একটি স্থানের নামে পরিণত হয়েছে।

য়াসি বীচরাপ = আঙ্গুলগুলো লেগে আছে যার। তা থেকে য়াসিচীরাপ > য়াচীরাপ > য়াস্রাই > এসরায়। বর্তমানে এসরায় একটি স্থান বা এলাকার নাম।

২৩) উা মিলিক = খুবই মসৃণ বাঁশ। তবে বর্তমানে উামিলিক > উামলিক/ মিতিঙগা নামক এক ধরনের বাঁশের নামে পরিণত হয়েছে।

থাই-মিলিক = মসৃণ ফল। তা থেকে থাইমিলিক > থাইলিক > থালিক। থালিক অর্থে কলা।

মুই খুম = ফুল জাতীয় সব্জী বা তরকারী। বর্তমানে তা থেকে হয়েছে মুই খুম > মুইখুন। এখন মুইখুন বলতে কলার থুর বা মোচাকে বুঝানো হয়। কলার থুরকে আসলে ফুলই বলা যায়।

মুইখুম হা ফুর'র'র = সাদা রঙের মাটিতে উৎপন্ন ফুলের তরকারী বা ফুল জাতীয় সব্জী। তা থেকে হয়েছে মুইখুম হা ফুরর' > মুইখুমু হাফুপল > মুইখুমু হাপল'। বর্তমানে মাটিতে উৎপন্ন সুখাদ্য মাসরুমকে বুঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ শুধুমাত্র একজাতীয় মাসরুমের নামে এটি পরিচিত।

২৪) হা বুচুক বা হাকুচুক = পর্বতশীর্ষ বা উচ্চ পাহাড়। পরবর্তীকালে হাবুচুক > হাচুক বা হাচীক, হাকুচুক > হাচুক > হাচীক। বর্তমানে হাচীক বলতে পাহাড় অর্থাৎ প্রাকৃতিক জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়কে বলা হয়।

হা বীথাই > খণ্ড পাহাড় বা টিলা। তা হয়েছে হা বীথাই > হাথাই > হাতাই।

হা কেচেন = আক্ষরিক অর্থে হয় পরাজিত মাটি। অর্থাৎ তার ভাবার্থ হলো অপেক্ষাকৃত ঢালু জায়গা। যে জায়গাটা দু'পাশে অবস্থিত জায়গার সমান উচ্চতা লাভ করে নাই। এই হা কেচেন থেকে হয়েছে হাকচেন > হাচেন। ঢালু অর্থে বর্তমানে এই শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এরকম উদাহরণ ককবরকে অগুন্তি। শুধু উদাহরণ হিসেবেই এখানেই কিছুটা দেখানো হয়েছে।

ককথাই থানসা এবা ককথাই সলনকসা খরাঙ জুদা

প্রায় সমোচ্চারিত ও সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দে

১) অখীলায় = বমিভাব

অঙখীলাই = ওগলানো

২) আ = বিস্ময়সূচক/আনন্দসূচক ধ্বনি

আ = মাছ

আ = সেটা/তাহা

৩) আয়া = কাতরোক্তি

আয়া = বিবাহে বরের সহচরী/

বরের সাহায্যকারী

৪) এর = বংশবৃদ্ধি পাওয়া/হওয়া

এর = ছড়ানো/ছিটানো

৫) উা = বেতের সামগ্রী তৈরী করা

উা = বাঁশ

৬) উাখাক = কামড় বসানো/ কামড় দেওয়া

উাখাক = লম্বালম্বিভাবে বিভক্ত বাঁশের অর্ধাংশ

৭) উাচুক = বাঁশের আগা

উাচুক = দাঁতের অগ্রভাগ/সামনের অংশের দাঁত।

৮) উার = বিস্তৃতিলাভ/প্রসারিত হওয়া/প্রসার লাভ

উার = কামড়ানো

৯) উালায় = বাঁশের পাতা

উালায় = কলহ করা/ঝগড়া করা

১০) উাহান = শূকরের মাংস

উাহান = বাঁশের মাঝামাঝি অংশের বেত

১১) উায়িং = দাঁতের মাড়ি

উায়িং = দোলনা

১২) কা = আরোহণ করা

কা = জুতো পরা

কা = মাড়ানো

১৩) কাই = রোপণ করা/স্থাপন করা

কাই = বিবাহ দেওয়া

কাই = নির্দিষ্টভাবে জানতে পারা/অনুমানের সাহায্যে জানা

কায় = গণনাবাচক শব্দ/নির্দিষ্টকরণ

১৪) কাঙ = পাতা জাতীয় বস্তুর গণনাবাচক শব্দ

কাং = তৃষ্ণা পাওয়া

১৫) কার = পরিত্যাগ করা/বাদ দেওয়া

কার = দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন

১৬) কারায় = কড়াই

কারায় = মাছ কাটার কাজে ব্যবহৃত কাষ্ঠখণ্ড বিশেষ

১৭) কক = ভাষা

কক = কথা

কগ = গুলি ছোঁড়া

কগ = বুনো ফল বিশেষ

১৮) কর' = ডিমে তা দেওয়া/তা দেওয়া

কর' = ভুলে যাওয়া/বাদ পড়া

১৯) কসঙ = সরল/সোজা

কসঙ = প্রস্থ

২০) কথর = বরফ/শিলা

কথর = হিম শীতল/খুবই ঠাণ্ডা

২১) কল = ধীরে/অতি যত্ন সহকারে

কল = বল্লম বা সূঁচালো লোহা

২২) কলম = ঘাম বের হওয়া/ঘাম দেওয়া

কলম = পরিপুষ্ট হওয়া

কলম = পরিমাণে বেশী/অধিক পরিমাণ

২৩) কিতিঙ-কাতাং = দায়িত্ব এড়ানোর ছল বা চেষ্টা

কিতিং-কাতাং = একপ্রকার ধ্বনিমূলক শব্দ

২৪) কুচুক = কাঁশি দেওয়া/কাঁশ দেওয়া

কুচুক = উচ্চ/শীর্ষ দেশ/চূড়া

২৫) কুফুঙ = মোটা

কুফুঙ = ভেসে উঠা

কুফুং = পরিপূর্ণ/আবর্জনা বা আগাছায় পরিপূর্ণ

কুফুং = বন্ধ হওয়া/সর্দিতে নাক বন্ধ হওয়া/পথ বন্ধ হওয়া ইত্যাদি।

২৬) কুরুক = ইক্ষু

কুরুক = আবর্জনা, ধূলা বালি অথবা অন্য কিছুতে ভরে যাওয়া

কুরুক = খুলে যাওয়া/খুলে পড়া

২৭) কুসু = বয়সে ছোট

কুসু = নীচ লোক অর্থে

২৮) কুসুমুয় = এক ধরনের মৌমাছির মধু বা মৌচাকের আঠা।

কুসুমায় = লতকন নামক এক ধরনের বুনো ফল

২৯) কুতুক = তিরস্কারকরণ

কুথুগ = ঘন বা গভীর

কুতুক = কঠিন অর্থে

কুতুগ = ফুটা/যেমন জল ফুটা

৩০) কেতায় = বগল

কেতায় = কাতুকুতু দেওয়া

৩১) কেঙ = খুলে যাওয়া

কেং = হাড়

৩২) কীচার = মাঝ/মধ্যিখান

কীচার = খবর পাঠানো/নিমন্ত্রণ করা

৩৩) কীসা = ঘা/ক্ষত (কাটা ঘা এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

কীসা = উঠা/আরোহণ করা

৩৪) কীলায় = দামে সস্তা/সহজ

কীলাই = পড়ে যাওয়া

৩৫) কীচাং = ঠাণ্ডা

কীচাং কীচাং = ধীরে-সুস্থে (দ্বিত্ব-উচ্চারণ)

৩৬) কীলীয় = নরম/কচি/দুর্বল

কীলীয় = কম্পন

৩৭) কীরা = শ্বশুর সম্পর্কীয়

কীরা = পুষ্ট/Matured

৩৮) কীরাক = শক্ত

কীরাক = ফালা ফালা করে কাটা (মাংসের ক্ষেত্রে)

৩৯) কীরীঙ = শিক্ষিত

কীরীঙ = সংযোগ স্থাপন

৪০) কীতীই = মিষ্টি/মিষ্ট দ্রব্য

কীতীই = গুর

৪১) কীপলা = ছিদ্রযুক্ত

কীপলা = চিকণ/চোখা

৪২) কীথীঙ = কাঁচা

কীথীঙ = গুণ্ডা

৪৩) কীপাল = কপাল/Forehead

কীপাল = ভাগ্য.

৪৪) খক = চুরি করা

খক = জল তোলা

খক = টাকা/মুদ্রার টাকা/গোপন রাখ

৪৫) খরপ = হাততালি দেওয়া

খরপ = দাঁতে লাগা/দাঁতে অথবা গালে অনুভূতি বোধ

খরপ = ঠিকমতো লাগা/Adjust হওয়া।

৪৬) খরায় = উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া

খলায় = আমের আঁটি

খলায়/খুউালায় = থুতনি

৪৭) খপ = মুঠ/যেমন ঃ একমুঠ খাওয়া

খপ = অন্তর্ভুক্তিকরণ

৪৮) খা = বেঁধে ফেলা/বন্ধন করা

খা = ক্রিয়াপদের অতীতকালের রূপ

খা = তিতো/তিতা লাগা

খা = বন্দীকরণ

৪৯) খায় = শিং দিয়ে গুঁতানো/শিং দিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা

খাই = কমানো

৫০) খাইচিক/খাচিক = দৌড়ানো

খাইচিক = কৃপণ/কৃপণতা

৫১) খাক = বিচ্ছিন্নকরণ/মূল অংশ থেকে বিচ্ছেদ করা

খাক = এফোঁড় ও ওফোঁড় করা

৫২) খাম = পুড়ে যাওয়া

খাম = ব্যান্ড/ঢাক/খোল/ঢোলক/ঢোল

৫৩) খামা = ভাটি দিক/পশ্চিম দিক

খামা = জলকচু

৫৪) খার = বিস্বাদ

খার = পালিয়ে যাওয়া/পলায়ন করা

৫৫) খাতি = সঞ্চয় করা

খাতি = ফিরে শোওয়া/শয়নের সময় পৃষ্ঠদেশ পরিবর্তন করা

খাতি = পরিশ্রম/খাটা-খাটুনি

খাতি = গোছানো

৫৬) খুর = বাড়া/যেমন ঃ ভাত বেড়ে দেওয়া

খুর = খনন করা

খুর = পুরানো প্রসঙ্গ টানা

৫৭) খু = নাম ধরে ডাকা

খু = ঢালা/pour

খু = হোঁচট খাওয়া

৫৮) খুটা = মুখ খোলা/হাঁ করা/মুখব্যাদান করা

খুটা = নজর লাগা/মুখ লাগা/কুদৃষ্টিতে পড়া

খুটা = মাছ ধরার ফাঁদ বিশেষ

৫৯) খুক = মুখ

খুক = ছোলে ফেলা/খুলে ফেলা

৬০) খুমুলীঙ = ফুলের বাগান (প্রাকৃতিক)

খুমুলীঙ = গভীর বদ্ম ঘন বন

খুমুলীঙ = এ ডি সি'র প্রধান বা সদর দপ্তরের নাম

৬১) ইনা = শ্রবণ করা

ইনা = আগামীকল্য

ইনা = সম্ভাব্যতা/অনিশ্চয়তা অর্থে ব্যবহৃত প্রত্যয়

৬২) ইয় = টক লাগা/টক হওয়া

ইই = ফাঁদ/trap

৬৩) চর = কাঁটা/ কন্টক

চর = টিকসই হওয়া

চর = সক্ষম হওয়া/বহন ক্ষমতা থাকা

চর = পাক খাওয়ার ধ্বনিমূলক শব্দ

৬৪) চক = খোদাই করা/খনন

চক = নৌকা চড়া

চক = ঝাড়াই করা/ঢালার সাহায্যে পরিষ্কারকরণ

৬৫) চা = সঠিক হওয়া

চা = খাওয়া

চা = চা/tea

৬৬) চাথায় = খাদ্য

চাথায় = খাওয়ার স্থান

চাথায় = খাওয়া উচিত

৬৭) চাক = লাল হওয়া

চাক = আরাধনা করা/প্রার্থনা করা

চাক = ফাঁদ পাতা

৬৮) চায়া = আহার করে না

চায়া = ভুল/সঠিক নয়

৬৯) চানায় = যাচাই করা / to taste for

চানাই = খাদক

৭০) চিনি = আমাদের

চিনি = মিহিদানা/sugar

৭১) চবা = পাঁচ টুকরো বা খণ্ড

চবা = সংগ্রাম/যুদ্ধবিগ্রহ

৭২) চুক < উচ্চতা লাভ/উচ্চ হওয়া

চুক = কাজে লাগা/কাজের উপযুক্ত হওয়া

৭৩) চু = পিতামহ/মাতামহ

চু = পুঁটলি বাঁধা/বোচকা বাঁধা

৭৪) চীঙ = আমরা

চীং = উজ্জ্বল হওয়া

৭৫) চীঙন = আমাদিগকে

চীং-ন = আমরাই

৭৬) চার = মাচা

চার = আট সংখ্যা

৭৭) জরা = সময়

জরা = গাঁট/joint

৭৮) তক = পাখী/মোরগ

তক = আঘাত করা/to hit

৭৯) তখীলাই = ভাটি বেয়ে হাঁটা/walking to down

তখীলায় = কালো/নিকষ

৮০) তকসা = উজান বেয়ে হাঁটা/walking to up

তকসা = মোরগের বা পাখির বাচ্চা

তকসা = উপরের দিকে নীচ থেকে আঘাত করা

৮১) তাখুক = পেঁচা

তাখুক = ভাই/সহোদর ভ্রাতা

তাখুক = মোরগের খাঁচা/পিঞ্জর

৮২) তাখুক বুখুক = পেঁচার চক্ষু বা ঠোঁট

তাখুক-বুখুক = ভাই-বোন

৮৩) তাল = চাঁদ/চন্দ্র

তাল = মাস

তাল = তালগাছ

৮৪) তুঙ = আঘাতের ফলে সৃষ্ট ধ্বনিমূলক শব্দ

তুং = গরম হওয়া/গরম লঅগা

৮৫) তাঁই = মিষ্ট হওয়া/মিষ্টি বোধ

তাঁই = বহন করা/নেওয়া

তাঁই = ডিম পাড়া/ডিম দেওয়া

তাঁয় = জল

৮৬) তাঁয়সা = প্রস্রাব করা

তাঁয়সা = ছড়া

তাঁইসা = একটি ডিম অর্থে

৮৭) থক = তৈল

থক = স্বাদ/taste

থক = আঘাত থেকে সৃষ্ট ধ্বনিমূলক শব্দ

৮৮) থাঙ = বেঁচে থাকা

থাং = যাওয়া/গমন করা

৮৯) থু = ঘুমানো

থু = বিশোধন/সূক্ষ্ম, মিহি ও রুচিস্নাত করা

থু = ঘৃণাবোধক ধ্বন্যাত্মক শব্দ

৯০) থুক = গভীর হওয়া

থুক = আঘাতের ধ্বনিমূলক শব্দ

৯১) থাঁই = রক্ত

থাঁয় = মারা যাওয়া

৯২) থাঁঙ = খেলা করা/to play

থং = সর্বশেষ সম্বল/ভাববাচক

থাঁং = দ্রুত বা তৎপরতার সঙ্গে উঠে দাঁড়ানোর ধ্বনিমূলক শব্দ

৯৩) থাঁক = উকুন

থৈক = মাথাপিছু/প্রত্যেক

থৈগ = সংকুলান

৯৪) দ = তাড়াতাড়ি অর্থে.

দ = হ্যাঁ/ঠিক আছে/সম্মতি অর্থে

৯৫) দঙ = ভ্রাতৃ সম্পর্কীয় বয়সে ছোটদের সম্বোধন

দঙ = লতাজাতীয় সব্জী গাছে বাঁশের ঝাড় দেওয়া

৯৬) দামা = বলদ

দামা = মাটির কুঁজো

৯৭) দা = দাউ/রামদা, টাক্কাল ইত্যাদি দা জাতীয় বস্তুসমূহ

দা/দে = প্রশ্নসূচক শব্দ

৯৮) দুডা = এক ধরনের গাছ বা ফল

দুডা = সময় নষ্ট হওয়া/কামাই

৯৯) দুম = ধূমায়িত করা/ধোঁয়া দেওয়া

দুম = তরজা বা বেড়া দেওয়া

দুম = পেছনে ধরে উপরে উঠতে সাহায্য করা/আগলানো

দুম = পড়ে যাওয়ার সময় সৃষ্ট ধ্বনিমূলক শব্দ

১০০) পায় = ক্রয় করা

পাই = শেষ হয়ে যাওয়া

পাই = জয়লাভ করা

১০১) পিয়া = মৌমাছি

পিয়া = মেসোমশাই

১০২) পির = আলোকোজ্জ্বল হওয়া

পির = ছড়ানো

১০৩) পুঙ = ভরাট হওয়া

পুঙ = পাখি জাতীয় প্রাণীর ডাক দেওয়াকে বুঝায়

পুঙ = ধ্বনিত হওয়া

১০৪) ফপ = কবরস্থ করা/কবর দেওয়া

ফব = গোপন করা

১০৫) ফায় = আসা

ফাই = মচকানো/মচকিয়ে ভেঙ্গে ফেলা

১০৬) ফান = বল/জোর

ফান = দড়ি জাতীয় বস্তুর সাহায্যে জড়িয়ে ফেলা

১০৭) ফার = নাম রাখা

ফার = ঝাট দেওয়া/পরিষ্কারকরণ

ফার = এড়িয়ে চলা

১০৮) ফের = চ্যাপ্টা হওয়া

ফের = মূল পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে যাওয়া

১০৯) ফুরু = সময়ে

ফুরু = সাদা হয়

১১০) ফুঙ = মোটা হওয়া

ফুঙ = চপেটাঘাতের ভাববাচক নাম

১১১) ফিল = কুড়ালে লাকড়ি কাটা

ফিল = উল্টানো

১১২) ফিয়ক = খোলে দেওয়া

ফিয়ক = ছেড়ে দেওয়া

১১৩) ব = সে

ব = বিছানো

১১৪) বথায় = বিছানো উচিত

বথাই = জিয়ল গাছ

১১৫) ব-ন' = সেই

বন' = তাকে

১১৬) বরগ-ন' = তারাই

বরগন' = তাহাদিগকে

১১৭) বলায় = একাধিক ব্যক্তি মিলে বিছানো

বলায় = অহঙ্কারী/গর্বিত

১১৮) বর = অনুভূতিতে আঘাত করা

বর = অনুভূতি বা জ্ঞান হারিয়ে ফেলা

বর = রোপণ করা

১১৯) বর' = কোথায়

বর' = রোপণ করে

১২০) বরক = বরকভাষী/মানুষ

বরগ = তাহারা

১২১) বা = পাঁচ সংখ্যা

বা = প্রসব করা

বা = ব্যঙ্গাত্মক ধ্বনি

বা = বসা (পাখী বা মোরগের গাছের ডালে বসাকে বোঝায়)

বা = বাবা (সম্বোধন)

১২২) বাহাই = কেমন

বাহায় = ঘ্রাণ

১২৩) বায় = দিদি (সম্বোধন)

বায় = দ্বারা, দিয়ে, সহিত, সঙ্গে, ও, এবং

১২৪) বাঙ = বেশী উর্বরতার জন্য ফসল নষ্ট হওয়া

বাং = বেশী হওয়া/অধিক হওয়া

১২৫) বাঙলা = ভূমিকম্প

বাংলা = অতিরিক্ত

১২৬) বানতা = কারও জন্য নির্ধারিত অংশ

বানতা = মশলা জাতীয় সব্জী/জুমের মশলা

১২৭) বার = ফোটা

বার = অমান্য করা/লঙ্ঘন করা

বার = একপ্রকার রোগ

বার = লাফিয়ে পেরিয়ে যাওয়া/পেরিয়ে যাওয়া

১২৮) বারা = খাটো

বারা = বাড়তি অংশ/অতিরিক্ত

১২৯) বির = উড়া

বির = ভিক্ষে করা

১৩০) বিসি = বৎসর

বিসি = ঘা/ক্ষত

১৩১) বাতি = অগ্রিম জানানো

বাতি = গরু বা মহিষের এক ধরনের রোগ যা মুখে ও খুরে ক্ষত সৃষ্টি করে

১৩২) বুখুক = বোন সম্পর্কীয়

বুখুক = মুখ

১৩৩) ব্রীয় = চার সংখ্যা

বীরীয় = মহিলা/স্ত্রী জাতীয়

১৩৪) বীখাক = দিক

বীখাক = অংশ

১৩৫) বীতীয় = ঝোল

বীতীই = ডিম

১৩৬) বীসা = সন্তান

বীসা = ছোট্ট

১৩৭) মসক = বল্গা হরিণ

মসগ = ভিজিয়ে দেওয়া

১৩৮) মাল = বুকে ভর করে হাঁটা

মাল = চুলকানি

১৩৯) মানীয় = দ্রব্য

মানীই = পেয়ে

মাকনীয় = দুটি (প্রাণী সম্পর্কীয় গণনাবাচক)

১৪০) মীলাঙ = আত্মক/আহাম্মক

মীলাঙ = বিস্ময়ে হতবাক্ হওয়া

১৪১) মাইরুম = চাউল

মায়রুম = ভাতের কণা

১৪২) ময়কুমুন = পাকা ধান

ময়কুমুন = সিদ্ধ ভাত/ভাত

১৪৩) মুসু/মুকসা = চক্ষের পাতায় ব্রণ জাতীয় রোগ বিশেষ

মুসু = হিংসা

১৪৪) মুঙ = নাম

মুঙ = বিশেষ্য

১৪৫) মুকুমু = চোখ বন্ধ করা

মুকুমু = স্মৃতি

১৪৬) মীথীঙ = খেলানো

মুথুং = ফুটানো/সিদ্ধ করা

১৪৭) মিহিম = হাত বুলানো

মিহিম = ঘূর্ণন/যেমন মস্তক ঘূর্ণন

১৪৮) মুক = উৎস

মুক = হাতের মাপ বিশেষ

১৪৯) মুইতু = কচু

মুয়তু = মনে হওয়া বা মনে পড়া

১৫০) মীসা = বাঘ

মীসা = নৃত্য করা

১৫১) মীসীয় = হরিণ

মীসীই = শিস্ দেওয়া/মুখে শিস্ দেওয়া

১৫২) রগ = বহুবচন বাচক প্রত্যয়

রক = ছেঁচে দেওয়া/ছাঁচা

১৫৩) রিগনাই = বরকভাষী মহিলাদের নীচের অংশে ব্যবহৃত পোষাক বিশেষ

রিকনাই = চিত্রশিল্পী

১৫৪) রুডা = কুঠার

রুডা = জোঁক/leech

১৫৫) রায় = বেত

রাই = সম্পন্নকরণ

১৫৬) রা = কাটা/যেমন— ধান কাটা, ছন কাটা ইত্যাদি

রা = পুষ্ট হওয়া/পরিপক্কতা প্রাপ্ত হওয়া

১৫৭) রি = প্রদান করা

রি = লালন পালন করা

রি = কাপড়

১৫৮) রুঙ = নৌকা

রুং = স্তূপীকরণ/জমা করা

১৫৯) রীগ = বিতাড়ন/তাড়িয়ে দেওয়া

রীগ = অনুসরণ করা

১৬০) রুগ = সিদ্ধ করা

রুগ = অর্ধদগ্ধ আগাছা পরিষ্কারকরণ

১৬১) লাই = পাতা

লাই = বাড়াবাড়ি করা

১৬২) লাম = পথ বা রাস্তা

লাম = পথ প্রদর্শক/pioneer

লাম = শুকানোর জন্য রৌদ্রে দেওয়া

লাম = ছিদ্রপথ

লাম = যাত্রা করা

১৬৩) লু = জলসিঞ্চন করা

লু = উলুধ্বনি দেওয়া

১৬৪) লের = দেরী করা/দেরী হওয়া

লে = প্রশ্নবোধক ধ্বনি বা চিহ্ন

১৬৫) সয় = সহ্য করা

সই = সত্য/ঠিক

সয় = রাজী হওয়া

১৬৬) সক = পচে যাওয়া

সক = পুড়িয়ে ফেলা

সক = পৌঁছানো/নাগাল পাওয়া

১৬৭) সর = লোহা

সর = পাগড়ি দেওয়া/বক্ষাবরণ বস্ত্র বক্ষে ধারণ করা

১৬৮) সম = কালো হওয়া

সম = লবণ

১৬৯) সলায় = টানাটানি করা

সলায় = কুস্তি লাগা

১৭০) সঙ = বহুত্ববোধক ধ্বনি বা বর্ণগুচ্ছ বা প্রত্যয়

সঙ = পর্যবেক্ষণ করা

সং = রান্না করা

সং = পাগলামী

১৭১) সঙনাই = পর্যবেক্ষক

সংনাই = পাচক

১৭২) সল = ন্যায়/মতো হওয়া

সল = কাচানো/ছাচানো/ছাঁটা

১৭৩) স = টানা

স = সঙ্গে টানা/সঙ্গে যেতে বলা

স = বন্ধ করা

স = আগে আগে চলা/পথ প্রদর্শন করে নেওয়া

১৭৪) সাকলম = ছায়া

সাকলম = জরায়ু/যোনি

১৭৫) সায় = বাছাই করা

সায় = স্বামী

সায় = হাজার

সাই = তেজ কমে যাওয়া

১৭৬) সা = কথা বলা/বলে দেওয়া

সা = ব্যথা/যন্ত্রণা হওয়া

সা = এক সংখ্যা

১৭৭) সাক = নিজে

সাগ = শরীর

১৭৮) সাকা = উপর দিক

সাখা = বলেছে

১৭৯) সাল = সূর্য

সাল = দিন

১৮০) সাম = ঘাস

সাম = নিকট

সাম = সঙ্গী/সাথী/সহচর/সহকারী

১৮১) সামুঙ = কাজ/ প্রয়োজন

সা-মুঙ = কথা বলার রীতি/বৈশিষ্ট্য

১৮২) সে = উত্তেজনাবশতঃ উচ্চারিত ধ্বনি

সে = স্থান বদল/পদচালনা

১৮৩) সেমা = অচায় কর্তৃক পূজার শুভাশুভ ফল বর্ণনা

সেমা = গত বৎসর

সে মা = পদক্ষেপণ/স্থান পরিবর্তন

১৮৪) সেপ = বেতের কাজের শেষটুকু সম্পাদন

সেপ = টিপ দেওয়া

সেপ = চাপ দেওয়া

সেব = কায়দা/কৌশল

১৮৫) সেং = তরোয়াল/তলোয়ার

সেং = পাতলা/কম ঘনত্ব

১৮৬) সি = ভিজে যাওয়া

সি = জানা

সি = ছিঃ/বিরক্তি বা ঘৃণাবাচক ধ্বনি

১৮৭) সিল = লেপন/লেপে দেওয়া

সিল = অন্যের উপর দোষ চাপানো/অন্যের নামে ভোগ করা

সিল = সর্দি ঝাড়া

সিল = পাত্রে জল ঢালা

সিল = কামানো

১৮৮) সিলায় = বন্দুক

সিলাই = একপ্রকার বৃক্ষ

১৮৯) সিনি = চিনতে পারা

সি নি = সাত সংখ্যা

১৯০) সুক = ভাণা/ধান ভাণা

সুক = ছোবল মারা

সুক = নাতি/নাতিন

সুক = ঠোকরানো

সুগ = মুষ্ঠিবদ্ধ হাতে উপর্য্যুপুরি আঘাত করা

১৯১) সু = মাপা/মাপ দেওয়া

সু = ধৌত করা

১৯২) সুর = অঙ্গুলি নির্দেশ করা

সুর = তুলনা করা

সুর = বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া

সুর = উদ্দিষ্ট স্থানে বেতের দিক নির্দেশ করা

সুর = ঘাই দেওয়া/ঘায়েল করা

১৯৩) সীয় = লেখা

সীই = কুকুর

সাঁই = চোখা করা/পালিশ করা

১৯৪) সাঙ = কাপড় বয়নের সুতা টানা

সাং = জিজ্ঞাসা করা

সাং = কুকুরের ডাক

সুং = পোষানো

১৯৫) সাঁরাঙ = শিক্ষাগ্রহণ করা

সাঁরাঙ = অনুকরণ

সাঁরাঙ = অন্ধকার দূরীভূত হওয়া

১৯৬) সাতাই = হলুদ

সাতায় = প্রস্রাব

১৯৭) সাক = বচন

সাক = চাপ দিয়ে ঠাসা করা

১৯৮) সাকাক = পৃথকীকরণ

সুকাক = ঘাই দেওয়া

১৯৯) হর = রাত্র/রাত

হর = আগুন

হর = পিঠে বা মাথায় বহন করা

হর = পাঠানো

২০০) হান = মাংস

হান = পরিমাণের তুলনায় বেশী ব্যবহার করতে পারা

২০১) হাচিং = বালু

হাচিঙ = আদা

২০২) হুক = জুম ক্ষেত্র

হুগ = জমিয়ে অন্যত্র ফেলে দেওয়া

২০৩) হুল = বাটনা বাটা

হুল = রাগে দাঁত কটমট করা

হুল = উস্‌কে দেওয়া

হুল = ধার দেওয়া/যেমন— দা ধার দেওয়া / to sharpen

২০৪) নাহার = দূরে তাকানো

নাহার = নিয়ে নেওয়া

২০৫) নায় = দেখা

নাই = আনয়ন/আনা

২০৬) নুখুঙ = পরিবার

নুখুং = ঘরের ছাদ

২০৭) নীঙ = তুমি

নীঙ = পান করা

নুং = ডাকা

২০৮) নাঙ = লাগা

নাঙ = দরকার/প্রয়োজনে লাগা

২০৯) নার = অপর পার্শ্ব

নার = দোলানো

২১০) নরগন' = তোমাদিগকে

নরগ-ন' = তোমরাই

২১১) য়ক = ঝাল

য়ক = মুক্ত হওয়া/মুক্তি পাওয়া

য়গ = ভাজি করা

য়ক = সাঁতার কাটা

২১২) য়াসুকু = নখ

য়াসকু = হাঁটু

২১৩) য়াপাই = পদচিহ্ন

য়াপাই = স্মৃতি

২১৪) য়ঙ = মা-বাবার বড়জন

য়ং = কীট/পোকা

ISBN - 978-81-927167-8-7